সুকবি ৺অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল।

Laks mib lis P ess

# অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ

বা

হরিনামের মাহাত্ম্য

গীতাভিনয়।

সুকবি ৺অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল

কৃত গীতাভিনয়

অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ

বা, হরিনামের মাহাত্ম্য ১৶০

কার্ত্তবীর্য্য সংহার

বা, পরশুরামের মাতৃহত্যা ১৶০

শ্রীদাম উন্মাদ

বা, ব্রজলীলা অবসান ১৶০

কনোজ কুমারী

বা, সংযুক্তার চিতারোহণ ১৲

বভ্রুবাহনের যুদ্ধ

বা, অর্জ্জুন-পরাভব ১ ০

জয়দ্রথ বধ

বা, অকাল প্রদোষ ১ ০

অমৃত-হরণ

বা, গরুড়ের স্বর্গবিজয় ১ ০

সুধন্বা-উদ্ধার

বা, হংসধ্বজের মহামুক্তি ১ ০

গীতাভিনয় কার্য্যালয়,

৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন, যোড়াসাঁকো

কলিকাতা

সতর্কীকরণ

পণ্ডিত অন্নদাবাবুর উক্ত পুস্তকগুলির বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া অনেক দুরাত্মা নকল বাহির করিয়াছে; ক্রয়কালে অন্নদাবাবুর নাম দেখিয়া লইবেন।

# অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ

## (হরিনামের মাহাত্ম্য)

(বহু যাত্রাদলে ও আর্য্য নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক
কর্জ্জন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত)

"গৃহ্লাতি সাধুরপরস্ত গুণং ন দোষং
দোষান্বিত গুণীগুণং বিহায় দোষং
বালস্তনাৎ পিবতি দুগ্ধস্থকবিহায়
ত্যক্তাপয়ো রুধিবমেব ন কিং জলৌকা"


পাতুলনিবাসী

**নাট্যবিনোদ ৺অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল**

প্রণীত


(চতুর্থ সংস্করণ।)


**কলিকাতা,**

জোড়াসাঁকো ৭ নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন পুস্তকালয় হইতে
পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং প্রকাশিত।

১৩২০

মূল্য ১৵০ মাত্র

CALCUTTA:
PUBLISHED BY PAUL BROTHERS & Co.
SOLE-PROPRIETOR MR. P. C. DAY
*7 Shibkrishna Daw's Lane Jorasanko*
PRINTED BY B. B. CHAKRAVARTY
LAKSHMIBILAS PRINTING & PROCESS WORKS
12 Naikel Bagan, CALCUTTA

The Copy Rights of this Drama are the
Property of the Publisher.

1914

# উৎসর্গ-পত্র।

বিদ্যোৎসাহী

## শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে

হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ্বরেষু —

আপনার কৃত উপন্যাসগুলি এক্ষণে বঙ্গসাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। আমিও আন্তরিক তৃপ্তির সহিত তৎসমুদয় পাঠ করিয়াছি, এবং আপনার যশঃ আজ দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত; আপনি সুলেখক বলিয়া আজ সর্ব্বত্র সুপরিচিত ও সমাদৃত এবং ঔপন্যাসিকের উচ্চ আসনাসীন; এ গৌরব আমি আপনার অপেক্ষা আন্তরিক আনন্দের সহিত অনুভব করি। আপনার ঐকান্তিকতায় এবং আগ্রহে আজ আমার এই "অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ" গীতাভিনয় সাধারণ্যে প্রকাশিত হইল, অতএব কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এই গ্রন্থ আপনার করে সাদরে সমর্পণ করিলাম

১লা আশ্বিন,<br>১৯০২ সাল

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল

# ভূমিকা।

কিছুদিন পূর্ব্বে মদ্বিরচিত "নাগযজ্ঞ" নামক একখানি নাটক প্রকাশিত হইয়া বেঙ্গল থিয়েটারে দক্ষতার সহিত অভিনীত হইয়াছিল সেই গ্রন্থ প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে, অতি অল্পসংখ্যক মাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহাতেই আশা করি, আমার এই দ্বিতীয় উদ্যম 'অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ" বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকট অনাদৃত হইবে না, এবং যাঁহারা একদিন আমার নাগযজ্ঞ কৃপাস্নেহনেত্রে দেখিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের নিকটে আমার এই বর্ত্তমান গীতাভিনয়খানিও সেইরূপ ভাবে পরিদৃষ্ট হইবে বলা বাহুল্য, সাধারণের উৎসাহ পাইলে আমার অন্যান্য অপ্রকাশিত গীতাভিনয়গুলিও ক্রমে ক্রমে মুদ্রাঙ্কিত করিতে সাহসী হইব আপাততঃ "কার্ত্তবীর্য্য-সংহার বা পরশুরামের মাতৃহত্যা" নামক আর একখানি নূতন গীতাভিনয় ছাপা প্রায় শেষ হইয়া আসিল, সম্ভবতঃ মাসৈক সময়ের মধ্যে তাহাও পুস্তকাকারে পাঠকবর্গের গোচরীভূত হইবে

অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ এবং কার্ত্তবীর্য্য সংহার গীতাভিনয় দুইখানি অদ্যাপি বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে বহু যাত্রাদল কর্ত্তৃক অভিনীত হইতেছে, এবং আমার পরমসৌভাগ্যক্রমে অভিনয়ের অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব আদরও হইয়াছে অনেক সৌখীন বা অবৈতনিক নাট্যসমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ উক্ত দুইখানি মুদ্রাঙ্কিত পুস্তকের জন্য আমাকে অদ্যাপি পত্র লিখিয়া থাকেন, কিন্তু এতাবৎকাল পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত না থাকায় তাঁহাদিগের অভিলাষপূরণে সক্ষম হই নাই, সেইজন্য সর্ব্বাগ্রে এই দুইখানি পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণের বন্দোবস্ত করিলাম "অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ" থিয়েটারেও অভিনীত হইয়াছিল, পুস্তক মধ্যস্থ যে সকল গানের পার্শ্বে অভিনয়োল্লিখিত কোন-না-কোন ব্যক্তির নাম লিখিত আছে, কেবল সেই গানগুলিই থিয়েটারে গীত হইত আর যে সকল গানের উপর কেবলমাত্র গীত বলিয়া লেখা আছে, কাহারও নাম লিখিত নাই, তাহা থিয়েটারে পরিত্যক্ত হইত যাত্রাদলে সকল গানই গেয়

কলিকাতা;
৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন, জোড়াসাঁকো
১লা আশ্বিন, ১৩০৯ সাল

গ্রন্থকারস্য।

# অভিনয়োল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

দেবগণ

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, ইন্দ্র,
নারদ, যম, যমদূত, বিষ্ণুদূত,
ষড়রিপু প্রভৃতি

—

পুরুষগণ

অলোক .. সিদ্ধারণ্যবাসী
জনৈক ব্রাহ্মণ

অজামিল ... ঐ পুত্র

পুণ্ডরীক, সুদামা, লম্বোদর — অজামিলের বয়স্যগণ

পুরঞ্জন . জনৈক পিতৃদায়গ্রস্ত
ব্রাহ্মণ-কুমার

জনার্দ্দন, ঘণ্টেশ্বর, তিল-ভাণ্ডেশ্বর — ব্রাহ্মণগণ

কুশী ... জনার্দ্দন পুত্র।

জয়সেন .. কান্যকুব্জরাজ

ভৈরব, ভীমাক্ষ — দস্যুদ্বয়

মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজদূত প্রভৃতি

—

দেবীগণ

লক্ষ্মী,
বনদেবীগণ, নিয়তিকুমারী,
অপ্সরীগণ প্রভৃতি

—

স্ত্রীগণ

অলোকা .. অলোকের পত্নী

রেণুকা ... অজামিলের পত্নী

অনুরাগ .. ( মেনকা )

মূর্ত্তিমতী মদিরা, জনৈক
ব্রাহ্মণপত্নী প্রভৃতি

—

অজামিলের মৃতদেহ লইতে বিষ্ণুদূত ও
যমদূতের আগমন।
( ৫ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক—১০৩ পৃষ্ঠা দেখ )

# অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ।

## প্রস্তাবনা।

কোলাহল পর্ব্বত।

নারদ।

গীত।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

নারদ — আর মূঢ় বীণা, সেধ না সেধ না,
যে রে রসনা হরিনামে ভুলে।
শুধু শুক সম, কহি হরিনাম,
কি ফল মহিমা যদি না বুঝিলে
অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তি সিদ্ধি আদি,
অষ্টসিদ্ধি লাভ করেছিলি যদি,
তবু না চিনিলি চিন্তামণি নিধি,
ডুবিলি কেবল ভ্রান্তির সলিলে
যা রে বীণে আর ধরিব না করে,
সাধিব না সাধে হরে কৃষ্ণ হরে,
"হরের্নামৈব কেবলং" বোলে,
কি ফল ফলে রে যদি কর্ম্ম ফলে

BENGAL LIBRARY
8 Apr 1915
WRITERS' BUILDINGS

( গরুড়বাহনে বিষ্ণুর আবির্ভাব । )

গীত

রাগিণী পরজিয তাল কাওযালী

বিষ্ণু কেন আজি ঋষিবর ভ্রান্তিনীরে নিমগন
তত্ত্বজ্ঞান লুপ্ত হযে মোহধ্বান্তে কি কারণ
বীণা ত্যজ না ত্যজ না,
বৃথা ভ্রমেতে মজ না,
সবলে কর না ত্বরা জ্ঞান-রজ্জু আকর্ষণ

* * *

নারদ হর হর দয়াময়,
দাসের দারুণ সংশয়,
জীবের মুক্তি উপায় কহ কিবা নারাযণ

* * *

বিষ্ণু অসার মোহের ছলে
কেন যাও আত্ম ভুলে,
নামে মহামোক্ষ মিলে, নাম মুক্তির নিদান

* * *

নারদ কলিযুগে জীবগণ,
পাপে রত অনুক্ষণ,
কত কাল ডেকে তোমা এড়াবে কাল-শাসন

* * *

বিষ্ণু পাপী তাপী কোন ছলে,
বারেক নাম উচ্চারিলে,
কালের কবল হতে, কোলে তারে দিই শুতে,
পতিত-পাবন নাম পতিতে করি তারণ

( অন্তর্দ্ধান )

নারদ। একি—একি!
কি শুনিনু, কি শুনালে হরি!
বৈকুণ্ঠের অধিকারী, মহাপাপাচারী
একবার তব নাম করি উচ্চারণ
পায় স্থান অন্তিমে অনন্তপদে.
নারায়ণ-নিরঞ্জন-রাজীবলোচন!
জ্ঞানাঞ্জনে বিকাশ নয়ন।
ভ্রান্তমন!
মোহধ্বান্তে দিশেহারা আজি;
চপলের অপরাধ ক্ষম ছলময়
সত্যময়!
তব বাক্যে জন্মিল সংশয়।
কোটীকল্প যুগ যোগে
যোগিজন যাঁর, ডাকিয়ে না পায় দরশন;
বারেক নামেতে তাঁর,
খণ্ডে পাপচয়,
পায় পাপী বৈকুণ্ঠে আশ্রয়।
দয়াময়!
বাক্যে তব প্রত্যয় না হয়—
পরীক্ষায় জানিব নিশ্চয়,
মোক্ষময় নামের মাহাত্ম্য।
মনোহর মুরহর পুরুষ-প্রবর,
ক্ষমিও কিঙ্করে তব;
মূলাধার সকলের তুমি, হে মাধব!

[ প্রস্থান।

( দেববালাগণের আবির্ভাব। )

গীত।

রাগিণী পিলু-খাম্বাজ—দাদ্‌রা

দয়াল হরির মধুর নামটী ত্যজ না ত্যজ না
নামের গুণে মনের ধাঁধা রবে না রবে না।
মহাপাপী কদাচারী, একবার মুখে বল্‌লে হরি,
অমনি কোলে তোলেন হরি, ঘোচে পাপের যন্ত্রণা
তমঃ মোহ সকল ভুলে, একবার ডাক হরি বলে,
ডঙ্কা মেরে যাবে চলে যমের শঙ্কা রবে না

# অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ

## গীতাভিনয়।

### প্রথম অঙ্ক।

### প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রসভা।

ইন্দ্রের প্রবেশ, পশ্চাতে বিশ্বাবসুর প্রবেশ

ইন্দ্র এ কি! আমার অন্তর আজ সহসা পদ্মপত্রস্থিত বারির ন্যায় এত চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল কেন? কিছুতেই যে শান্তিলাভ কর্‌তে পার্‌ছি না। কি করি! কোথায় যাই? কোথায় গেলে এ দারুণ অশান্তির হস্ত হতে মুক্তিলাভ কর্‌তে পারি? প্রাণারাম নয়নাভিরাম নন্দন-কাননে গেলেম, মনে কর্‌লেম—উদ্যান-বিহারে এ মনশ্চাঞ্চল্য অপনীত হবে, কিন্তু হায়! অমরাবতী-গৌরব নন্দন-কানন আজ যেন ভীষণ মানব-শ্মশান ব'লে প্রতীয়মান হ'ল সুস্নিগ্ধ মলয়ানিল সেবন আজ যেন অনলস্পর্শের ন্যায় অনুভূত হচ্ছে।

সুখস্পর্শ মন্দার স্তবক কুণ্ডলীকৃত কালফণীবৎ বোধ হচ্ছে। সুগন্ধি পারিজাত আঘ্রাণ—অতি তীব্র অতি তীব্র শচীর সহিত প্রেমালাপ—না,—ন,—তাতেও তৃপ্তিলাভ করতে পারছি ন সহসা এ মনশ্চাঞ্চল্যের কারণ কি? কিছুই ত বুঝতে পারছি না দুর্বৃত্ত তারকাসুর বলদর্পিত হযে যেদিন ইন্দ্রত্ব হরণ করতে আসে, সে-দিনও ঠিক এইরূপ হয়েছিল তবে কি সত্য সত্যই কোন দৈত্য আজ আবার ইন্দ্রত্ব হবণ করতে আসছে? না, তাই বা কিরূপে সম্ভব—বসুন্ধরা ত এখন একপ্রকার দৈত্যশূন্য বললেই হয! তবে কি গোপনে কোন স্থানে কোন দৈত্য জন্মগ্রহণ ক'বে ব্রহ্মার নিকটে ইন্দ্রত্ব যাচ্ঞা করেছে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য কি সঞ্জীবনী-বলে বৃত্রাসুরকে পুনর্জীবিত করেছেন? না—দুর্বৃত্ত ত্রিপুরাসুর অমরত্ব হরণ মানসে পুনরায অবনীতে জন্মগ্রহণ করেছে? কি হয়েছে—কিছুই বোঝা যাচ্ছে না এখন কি করি, কেমন করে শান্তিলাভ করি অন্তর যেরূপ উদ্বিগ্ন হযে উঠেছে, তাতে নিশ্চয়ই যে কোন স্থানে আমার কোন অশুভ সূচনা সূচিত হয়েছে, তার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই যাই হ'ক, আর ভাবতে পারি না, মস্তিষ্ক ক্রমে উদ্দীপ্ত হযে উঠেছে। ওঃ! ইন্দ্রত্ব রক্ষা কি বিষম ব্যাপার!

বিশ্বা দেবরাজ, মূঢ় ও নিতান্ত দুর্ব্বলচিত্ত মানবেই অলীক আশঙ্কায অভিভূত হয় তা ব'লে আপনার কি সেই অনাগত অলীক আশঙ্কার কল্পনায এতাদৃশ অশান্তিভোগ করা কর্ত্তব্য দুর্বৃত্ত দৈত্যগণ কখন কখন বলদর্পিত হযে ইন্দ্রত্ব হরণ করে বটে, কিন্তু সে কয়দিনের জন্য? ভেবে দেখুন দেখি, কোন্ দৈত্য ইন্দ্রত্বলাভ করে দীর্ঘজীবন লাভ করতে পেরেছে। শলভ যেরূপ জ্বলন্ত পাবক-শিখাকে ক্রীড়ার সামগ্রী মনে ক'রে তাতে ঝাঁপ দিয়ে শেষে তাতেই প্রাণ হারায়, সেইরূপ কাল পূর্ণ হলেই দৈত্যগণ ইন্দ্রত্ব

হরণ করতে আসে, শেষে সমূলে বিনষ্ট হয় বিধাতা আপনাকে যোগ্যপাত্র ভেবে ইন্দ্রত্বপদ অর্পণ করেছেন এ পদে আপনিই চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকবেন। তবে মধ্যে মধ্যে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়, এই মাত্র

ইন্দ্র যা বল্লে, সকলি জানি, দৈত্যগণ ইন্দ্রত্ব হরণ ক'রে অধিক দিন ভোগ করতে পারে না সত্য, কিন্তু মনে করে দেখ দেখি, যে কয়দিন তারা ইন্দ্রত্ব ভোগ করে, সে কয়দিন কি দুঃখেই আমাকে কালাতিপাত করতে হয়? দেবরাজ হয়ে, স্বর্গ-পাট ছেড়ে সামান্য দীনের ন্যায় আমাকে কেঁদে কেঁদে বেড়াতে হয় আর শচীর ত দুর্গতির কথাই নাই

বিশ্বা সত্য, দৈত্যভয়ে আপনাকে অনেক সময়ে স্বর্গপাট ছাড়তে হয়েছে কিন্তু এও ত ভাবা উচিত, চিরসুখের অধি-কারী এ জগতে কেহই নয় ভেবে দেখুন দেখি, নারায়ণ স্বয়ং বৈকুণ্ঠ পরিহার করে কতবার মর্ত্ত্যের গর্ভযাতন সহ্য করেছেন সর্ব্বত্যাগী যোগী শঙ্করকেও এক সময়ে সতীর জন্য কাঁদতে হয়ে-ছিল তবে এর জন্য আর এত আক্ষেপ করেন কেন? আপ-নার মন কিছু উদ্বিগ্ন হয়েছে; স্বভাবতঃ ওরূপ হয়েও থাকে সম্প্রতি এই স্থানে উপবেশন করুন আমায় আদেশ করুন, আপনার চিত্ত-বিনোদনার্থ সত্বর অপ্সরাগণকে এই স্থানে আহ্বান ক'রে আনি তাদের নৃত্যগীত দর্শন ও শ্রবণ করলে বোধ হয় আপনার অনেকটা শান্তিলাভ হবার সম্ভাবনা

ইন্দ্র আচ্ছা, তবে তুমি সত্বর অপ্সরাগণকে এই স্থানে আহ্বান করে আন।

বিশ্বা। যে আজ্ঞা

[ প্রস্থান।

ইন্দ্র (স্বগতঃ) হাঁ, লোকে মনে করে, ইন্দ্র কতই সুখী, ইন্দ্রত্বপদ কতই সুখের. কিন্তু আমি ত এ পদে কিছুমাত্র সুখ দেখ্‌ছি ন, বরং দুঃখই অধিক কখন কোন্ দৈত্য স্বর্গ জয় কর্‌তে আসে, কখন কে এসে ইন্দ্রত্ব হরণ করে, এই ভাবনাতেই নিরন্তর ব্যস্ত সুখী হলেম কখন? এর চেয়ে বরং যে পর্ণকুটীরনিবাসী সামান্য ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে ও শতগুণে নিশ্চিন্ত ও সুখী দেব, দৈত্য একই পিতা কশ্যপ হ'তে সম্ভূত। তবে আমাদের প্রসূতি অদিতি, দৈত্য প্রসূতী দিতি, এইমাত্র প্রভেদ। কিন্তু কেমনই বিড়ম্বনা! যেই কোন দৈত্য একটু বলবান্ হয়, অমনি আগে ইন্দ্রত্ব হরণ কর্‌তে আসে সুতরাং দেবদৈত্য সম্বন্ধ নিকট হলেও দ্বন্দ্ব কিছুতেই ঘোচ্‌বার নয় বিধাতা আমাকে ইন্দ্রত্ব প্রদান করেছেন আমি ইন্দ্র—দেবরাজ- ত্রিদশ-ঈশ্বর; কিন্তু এ নামে মাত্র কারণ কোন দৈত্য দিনকতক বিধাতার উপাসনা কর্‌লে, অমনি বিধাতা তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে একবারে বর দিয়ে ব'ল্‌লেন, "যাও, যা ইচ্ছ করগে" আর পায় কে? সে অমনি তৎক্ষণাৎ আগে ইন্দ্রত্বটা হরণ কর্‌তে এল। সকলেরই লোভ এই ইন্দ্রত্বটার উপর এই ত আমার ইন্দ্রত্বপদের গৌরব লোকে বলে যে, "শত অশ্বমেধ যজ্ঞ কর্‌তে পার্‌লে ইন্দ্রত্ব লাভ হয়।" আমি দেখ্‌ছি, সেটা সম্পূর্ণ ই ভ্রম। কারণ যে সে ত দিনকতক ব্রহ্মাকে ডাক্‌তে পার্‌লেই ইন্দ্রত্ব লাভের অধিকারী হয়। মহারাজ সগর নিতান্ত মূর্খ ছিলেন, তাই শত অশ্বমেধ সম্পূর্ণ ক'রে, সেই ফলে ইন্দ্রত্ব লাভের কামনা করেছিলেন, তার চেয়ে বরং যদি তিনি দিনকয়েক কেবল ব্রহ্মাকে ডাক্‌তে পার্‌তেন, তাহ'লে তিনি অনায়াসেই আমাকে স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজে ইন্দ্র হয়ে বস্‌তে পার্‌তেন ধিক্ আমার এ ইন্দ্রত্বে, ধিক্ আমার অমরত্বে, ধিক্ আমার এত সুখভোগে.

অপ্সরাগণকে লইয়া বিশ্বাবসুর প্রবেশ।

বিশ্বা দেবরাজ, এই অপ্সরাগণ এসেছে এক্ষণে অনুমতি হয় ত নৃত্যগীতের দ্বারা আপনার চিত্ত বিনোদন করে

ইন্দ্র আচ্ছা, আরম্ভ করতে বল

বিশ্বা। (অপ্সরাগণের প্রতি) দেখ, দেবরাজের অন্তর আজ কিছু উদ্বিগ্ন আছে তোমরা সকলে উত্তম সুর, লয়, তাল সংযোগে নৃত্যগীতের দ্বারা ওঁর চিত্ত বিনোদন কর; আশাতীত পুরস্কার পাবে

গীত।

পুরবী মিশ্র—একতালা

অপ্সরাগণ —দুরন্ত বসন্তে সখি বল কি করি উপায়।
উচাটন মন প্রাণ যেন সদা কারে চায়
বহিছে মলয় আপন মনে,
অনল যেন ঢাল্‌ছে প্রাণে,
কোকিলের কুহুতানে দুকূল খসিয়া যায়
থেকে থেকে খরতর,
হান্‌ছে মদন ফুলশর,
জর জর কলেবর বাঁচে কিসে অবলার।

ইন্দ্র বিমোহিত চিত মম এ সঙ্গীত শুনে,
ঢাল হৃদে ঢাল পুনঃ স্বরসুধাধারা
মাতাও প্রাণ মম সুধাকণ্ঠিগণে

গীত।

খাম্বাজ-মিশ্র জলদ্ একতালা

অপ্সরাগণ।—দুলে দুলে ফুলে ফুলে মলয় অনিলে,
সুরভি বিলায়

কোকিল তানে কুসুমবাণে আকুল হৃদয়
কবে অবলায়, সবল পবাণে বল কত সয়
আবেশে বিভোবা হয়ে, দুকুল খসিয়া যায়,
পিয়া পরশ চায়, সবমে মরমে সয়,
বঁধুয়া বিনে উদাস প্রাণে নিবাশ নয়নে
বিধুব বমণী বিমানেব পানে ঘন চেয়ে বয়

( গাহিতে গাহিতে নারদের প্রবেশ )

গীত।

গৌরী—আলাপ।

নারদ।— ভজ বে অলস মন কেশব-কেশিসূদন
পীতবাস পবমেশ পদ্মপলাশলোচন
নব নীবদগঞ্জন,
ভব-কলুষভঞ্জন,
বমাহৃদয়রঞ্জন নিরঞ্জন —
দমন-শমন ত্রাস ত্রিলোকতারণ

ইন্দ্র। দেবর্ষে, আসুন আসুন

নারদ সুরনাথ, তুমি এখনও এরূপ নিশ্চিন্তে কাল হরণ করছ? ওদিকে যে ইন্দ্রত্ব যা'বার উপক্রম হয়েছে, তার উপায় কি করছ?

ইন্দ্র। সে কি দেবর্ষে, কেন কেন, ইন্দ্রত্ব যাবে কেন? কি হয়েছে, সত্বব বলুন

নারদ। দেবরাজ, সুধু ইন্দ্রত্ব নয়, বুঝি ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব পর্য্যন্ত এবার লুপ্ত হয়।

ইন্দ্র। কি বলছেন কিছুই যে বুঝতে পারছি না কোন দুর্বৃত্ত দৈত্য কি আবার আমার ইন্দ্রত্ব হরণ করবার জন্য আগমন করছে?

অবনিতলে তারক ত্রিপুরাদির ন্যায় আবার কি কোন বিক্রমকেশরী দৈত্য জন্মগ্রহণ করেছে? না—ভগবান পদ্মযোনি আজ হতে আর কা'কেও ইন্দ্রত্ব-পদ অর্পণ কর্‌ছেন? কি হয়েছে শীঘ্র প্রকাশ করে বলুন আমার দারুণ সংশয় দূর করুন

নারদ। দেবরাজ, যা অনুমান ক'র্‌ছ তা নয় তবে—

ইন্দ্র তবে কে সে দুরাচার? দানব না মানব, যক্ষ না রক্ষ, গন্ধর্ব্ব না কিন্নর? কার এত স্পর্দ্ধা? কে ইন্দ্রত্ব হরণ কর্‌বার প্রয়াসী? কোন্ পতঙ্গ জ্বলন্তপাবকে ঝম্পদানে উদ্যত? কার কাল নিকটবর্ত্তী? আমি এই দণ্ডেই এই প্রচণ্ড দম্ভোলি-প্রভাবে তার সকল দম্ভ চূর্ণ কর্‌বো।

নারদ সুরেন্দ্র, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও। সে যক্ষ, রক্ষ, দানব, উরগ, গন্ধর্ব্ব কিংবা কিন্নর নয়; সামান্য মানব শিশু,

ইন্দ্র। কি, মানব, মানব-শিশু আমার ইন্দ্রত্ব হরণ কর্‌বে? কে সে মানব? কোথায় থাকে? তার নাম কি? মানব মাঝে কি এমন বীর্য্যবান্ কেহ আছে, যে অনায়াসে ইন্দ্রত্ব হরণ কর্‌বার অভিলাষ করে? আমি ইন্দ্র—ভীষণ কুলীশাঘাতে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী বৃত্রাসুরকে সংহার করেছি সে কি বৃত্র হতেও দুর্ব্বৃত্ত চণ্ড হতেও প্রচণ্ড, তারক হতেও সুদুর্জ্জয়,—ত্রিপুর হতেও ভয়ঙ্কর?

নারদ। না দেবরাজ, তা নয় সে কন্দফলমূলাশী পর্ণকুটীরবাসী সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণকুমার।

ইন্দ্র। ওঃ! এতক্ষণে বুঝ্‌লেম, আপনি আমার সহিত রহস্য কর্‌ছেন।

নারদ। না পুরন্দর! রহস্য নয়, আমি সত্যই বল্‌ছি, সে সাধারণ ব্রাহ্মণকুমার নয় সামান্য জ্ঞানে তাকে উপেক্ষা ক'র না। তবে শোন—মর্ত্ত্যে কান্যকুব্জের সিদ্ধারণ্যে আলোক ও আলোকা

নামে এক সিদ্ধ ব্রাহ্মণ দম্পতী আছে। তারা পতিপত্নী উভয়েই অন্ধ তাদের একমাত্র পুত্র অজামিল তাদের নয়নের মণি সেই অজামিল অতীব মাতৃ-পিতৃ পরায়ণ তার তুল্য মাতৃ-পিতৃভক্ত পুত্র বোধ হয়, এ পর্য্যন্ত জগতে কেহই জন্মগ্রহণ করেনি তার খেলা ধূলা—পিতার পুষ্পচয়ন, আনন্দ—মাতাপিতার আহার্য্য-সংগ্রহ, কার্য্য—মাতাপিতার সেবা শুশ্রূষা, চিন্তা ধ্যান মাতাপিতার চরণ, আহার—দিবসান্তে একবারমাত্র মাতাপিতার পাদোদক। মাতা পিতাই তার ইষ্ট দেব দেবী একমাত্র মাতাপিতার সেবা ভিন্ন সে বালক আর কিছুই জানে না তার এইরূপ অসামান্য ভক্তি ও সেবা শুশ্রূষাতে সন্তুষ্ট হয়ে অলোক ও অলোকা উভয়ে তাকে অভিলষিত বরদানে কৃতার্থ করতে মনস্থ করেছে এ কারণ সেই অন্ধ পতি-পত্নী সংযমান্তর আজ সপ্তদিবস হরি-আরাধনায় নিযুক্ত রয়েছে কাল সেই বরদানের দিন কাল সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই তারা অজামিলকে অভিপ্সিত বরদান ক'রে জল গ্রহণ করবে। অলোক বড় সামান্য ব্রাহ্মণ নয় তার তপোপ্রভাব অসামান্য সে অজামিলকে যে বরদান করবে, বিধি বিষ্ণুও তার অন্যথা করতে পারবেন না তাই জিজ্ঞাসা করছিলেম,—বল দেখি, অজামিল যদি ইন্দ্রত্ব প্রার্থনা করে, তখন তুমি ইন্দ্রত্ব-রক্ষার উপায় কি করবে?

ইন্দ্র দেবর্ষে! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি এতক্ষণ আপনার কথার মর্ম্মোদ্ঘাটন করতে পারি নাই এখন বুঝলেম, আপনি যথার্থই আমার শুভাকাঙ্ক্ষী যাই হোক—তবে আর আমি বিলম্ব করতে পারি না। অজামিল আমার ইন্দ্রত্বভোগের কণ্টক! আমি এই দণ্ডেই বজ্র প্রহারে তার কোমল দেহ চূর্ণ করে ইন্দ্রত্ব নিষ্কণ্টক করে আসি।

( প্রস্থানোদ্যত। )

নারদ। দেবরাজ! কর কি কর কি? এমন কাজ করো না অজামিলকে বিনষ্ট কর্‌বার প্রয়াসী হয়ো না। প্রত্যাবর্ত্তন কর—প্রত্যাবর্ত্তন কর

ইন্দ্র। না দেবর্ষে! অজামিল আমার শত্রু, অজামিল আমার ইন্দ্রত্ব-পদের শত্রু; তাকে বিনষ্ট না ক'রে আজ আমি কিছুতেই প্রত্যাবৃত্ত হ'ব না।

[ বেগে প্রস্থান।

নারদ শোন নির্ব্বোধ দেবেন্দ্র! শোন শোন

[ পশ্চাৎ প্রস্থান।

---

# দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কানন-পথ।

পুণ্ডরীক, লম্বোদর, সুদামা প্রভৃতি ব্রাহ্মণকুমারগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

গীত।

ভৈরবী,—ঝাঁপতাল।

সকলে — সোণার বরণ ভানুর কিরণ —
ধরণী মেখেছে গায়
শাখী শাখে পাখীগুলি
কিবা বিভু-গুণ গায়

বহে মলয় সমীর জুড়ায় জীবের শরীর,
মধুলোভে মধুকর হের ফুল্ল ফুলে ধায়
কল্লোলিনী কলস্বরে, যার মহিমা প্রচারে,
এস মোরা সবে মিলে প্রণমি তাঁহার পায়

লম্বো ওহে পুণ্ডরীক

পুণ্ড কি হে লম্বোদর ,

লম্বো বলি ও রকম করে সব মাটী মাড়িয়ে চল্লে ওদিকে যে অপরাহ্ণ হযে পড়্বে একটু লম্বা লম্বা পা চালাও জান ত আজ একটু দূর গ্রামে যেতে হবে ; নিকটে আর বড় ভিক্ষা মেলে না।

পুণ্ড। তা বলে ত আমি আর তোমার মত লাফাতে পার্‌ব না। তোমার গায়ে বোধ হয়, আজ অঞ্জনানন্দনের হাওয়া লেগেছে কি বল হে সুদামা ? তুমি যে একেবারে মুখ বুঁজে ভাঁটার মত গড়্‌গড়িযে চলেছ

সুদামা। না, এই যে মুখব্যাদান কর্‌ছি। আচ্ছা ভাই। অজামিল রোজ আমাদের সঙ্গে ভিক্ষায় যায় ; এত বেলা হ'ল, আজ যে সে বড় এখনও এলো না ?

পুণ্ড। তবেই হযেছে। তার ত ভিক্ষায যাওয়া, সে আর এ বেলা নয। রোস—সে এখন হয ত পিতামাতার সেবায় ব্যস্ত আছে তাদের গা হাত পা টেপা, মুখ হাত ধোযান, স্নান করান, পূজা আহ্নিকের আযোজন, পুষ্প চযন, এ সব ক'রে তবে ত সে ভিক্ষায় যাবে তা হলে সে আর এ বেলা নয় তার প্রত্যাশায় থাক্‌তে গেলে ওদিকে যে অপরাহ্ণ হযে যায়

লম্বো অপরাহ্ণ ছেড়ে সাযাহ্ন, সায়াহ্ন ছেড়ে পরাহ্ণ পর্য্যন্ত হয়ে যায় চল—চল।

সুদামা। যা বল ভাই অজামিলের তুল্য মাতৃ-পিতৃভক্ত

বালক আর দুটী নাই তার পক্ষে তার পিতামাতাই সাক্ষাৎ ইষ্ট-দেবদেবী মাতাপিতার সেবা করতে সেই যথার্থ শিখেছে

পুণ্ড দেখ ভাই, অজামিল যে দিন আমাদের সঙ্গে ভিক্ষায় যায়, সেদিন আমরা প্রচুর ভিক্ষা পাই। তার সাক্ষ্য দেখ না—কাল অজামিল আমাদের সঙ্গে ছিল না, আমরা দেবী-পুরে ভিক্ষা করতে গেলেম, কিছুই পেলেম না

লম্বো সে কি হে! দেবীপুর অমন বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম, বড় বড় লোকের বাস, সেখানে ভিক্ষা পেলে না?

পুণ্ড তা বুঝি জান না? আজ-কাল যে দিন পড়েছে, তাতে গরীব লোকে বরং এক মুষ্টি দেয়; বড়লোকের বাড়ী মুষ্টির ভারটা দ্বরওয়ানের পদ্মহস্তেই অর্পিত।

( নেপথ্যে অজামিলের গীত )

সুদামা। ঐ হে, অজামিল আসছে

সাজিহস্তে গাহিতে গাহিতে অজামিলের প্রবেশ

গীত।

টোড়ী ভৈরবী,—একতালা

আমার খেলা ধূলা কুসুম-চয়ন
দে না দুটী ফোটা ফুল তোরা আমায় কুসুম-কানন
দয়াল বড় আমার প্রতি তোরা তরুলতা,
তাই দুবেলা তোদের কাছে জানাই মনের ব্যথা,
নীরবে দাঁড়িয়ে কেন ক'না দুট কথা,
কার ধ্যানেতে এমন করে আছিস্ নিমগন
আমার অন্ধ মাতা, অন্ধ পিতা ভাসে বিষাদ নীরে,
উপবাসী আমার আশয়ে আছে পরাণ ধরে,
তাদের দুঃখ মনে হলে হৃদয় বিদরে,
তাই করযোড়ে সাধি তোদের পুরা আকিঞ্চন

পুণ্ড। কি হে! আজ ভিক্ষায় যাবে না ?

অজা। ভাই, আমার পিতার পূজার জন্য এখনও পুষ্প চয়ন করা হয়নি তোমরা সকলে ততক্ষণ যাও, আমার যেতে আজ একটু বিলম্ব হবে।

পুণ্ড। হাঁ হে, আগে আগে তুমি রোজ আমাদের সঙ্গে ভিক্ষায় যেতে আজ ক'দিন যে তোমার বড় ভিক্ষায় যেতে দেখিনি ?

সুদামা কদিন ওর আর ভিক্ষায় প্রয়োজন কি ? ভিক্ষা ত আর ওর নিজের উদরের জন্য নয়। ওত ওর বাপ মার পাদোদক খেয়েই কাজ সারে ভিক্ষা ওর অন্ধ বাপ মার জন্য তা তারা ত আজ সাতদিন অনাহারেই রয়েছে সুতরাং ও আর ভিক্ষায় যাবে কি জন্য.

লম্বো। ইস্! সাতদিন অনাহার! বল কি হে ? বাপ্! আমি হলে ত সাতদিন ছেড়ে সাত দণ্ড, দণ্ড ছেড়ে পল, পল ছেড়ে সাত অনুপলও আহার না করে থাকতে পারতেম না আহারটা আমার আগে চাই। আহার যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ আমার ধাতই থাকে না। একদম নাড়ী দমে যায়। এইজন্যই শাস্ত্রকারেরা বলেছেন,—"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, আত্মানং সততং রক্ষেৎ"

পুণ্ড হঁ হে! ওর বাপ মার সাতদিন অনাহারে থাক্‌বার কারণ কি ? কেন—অজামিল কি আর ভিক্ষায় যেতে পারে না ?

সুদামা তা বুঝি শোননি ? তাঁরা ওর সেবা শুশ্রূষায় ওর উপর বড় সন্তুষ্ট হয়েছেন তাই তাঁরা ওর মঙ্গলকামনায় সাতদিন অনাহারে ইষ্ট আরাধনা করছেন আজ তাঁরা সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ওকে বরদান ক'রে আহার করবেন

পুণ্ড। সত্য না কি! হাঁ ভাই, তাঁরা ওকে কি বরদান করবেন ?

সুদামা। অজামিল যে বর চাইবে।

লম্বো তা যদি হয়—অজামিল, তা হলে তুমি চর্ব্ব্য-চূষ্য-

লেহ্য পেয় রাশ রাশ ভোজ্যদ্রব্যের প্রার্থনা করো কিন্তু আমার উপর সেই সমস্ত ভোজ্যদ্রব্য রক্ষার ভার দিও।

পুণ্ড না হে অজামিল। তার চেয়ে তুমি একেবারে রাজ্য প্রার্থনা করো যে, আর কোন অভাবই থাক্‌বে না।

লম্বো। হাঁ, এ ত মন্দ কথা নয়! তুমি রাজা হলে, পুণ্ডরীক বা রাজমন্ত্রী হ'ল, সুদামা বা সেনাপতি হ'ল, আর আমি নয় ভোজ্যাগার তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত হলেম কেমন কি না?

সুদামা যদি চাইতে হয় ত ভাই, আমার মতে ইন্দ্রত্ব চাও যে, অতুল সুখের অধিকারী হবে

অজা। ভাই, আমার ওসবে কিছুই প্রয়োজন নাই আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, রাজ্য বা ইন্দ্রত্ব নিয়ে কি ক'রব সিদ্ধারণ্যের এই জীর্ণ কুটীরই আমার রাজত্ব অন্ধ মাতা-পিতার সেবাতেই আমার ইন্দ্রত্ব-সুখ। কাজ কি আমার রাজ্যে—কাজ কি আমার ইন্দ্রত্বে! তার চেযে তোমরা বল, আমার মাতা-পিতার চরণে যেন অচলা মতি থাকে কায়মনোবাক্যে যেন তাঁদের সেবা কর্‌তে পারি তা ছাড়া জগতে আর আমার অন্য কামনা নাই

সুদামা। আচ্ছা ভাই, তুমি যেন রাজ্য কামনা কর না, ইন্দ্রত্ব কামনাও কর না তা ব'লে কি মুক্তির কামনাও কর না মুক্তি লাভ আশে মুক্তিদাতা মধুসূদনের অভয়চরণেরও কামনা কর না?

লম্বো। ওহে! ও বোধ হয় মনে করে, ওর মাতৃপিতৃসেবাই ওকে মুক্তি দেবে। আরে পাগল! মুক্তিদাতা সেই একমাত্র মধুসূদন হরি। তিনি বৈ আর কারো মুক্তি দেবার ক্ষমতা নাই।

অজা। ভাইরে! ও তোমাদের ভ্রম। যদি ধর্ম্ম সত্য হয়, যদি শাস্ত্র সত্য হয়, তা হ'লে জেনো, আমার পিতৃমাতৃসেবাই আমাকে মুক্তি দেবে। তাঁরা আমার জন্মদাতা তাঁরাই আমার

মুক্তিদাতা—তাঁরাই আমার ভয়ত্রাতা। আমি তাঁদের চবণ ভিন্ন অন্য চবণ কামনা করতে শিখিনে—জানিনে

লম্বো। ওহে পুণ্ডরীক এ বলে কি হে?

পুণ্ড তোমার মুণ্ডু আর আমার পিণ্ডি। চল—চল, এ স্থান হতে সরে পড়ি।

সুদামা অজামিল! তুমি পার্থিব পিতার সেবা কর কিন্তু যিনি ইহলোকে পরলোকে পিতা, যিনি তোমার পিতা আমার পিতা পিতাব পিতা, সেই পরম পিতা পরমেশ্বরকে মান্‌তে চাও না? এ তোমাব কেমন পিতৃভক্তি?

অজা। ভাই! আমার মাতাপিতাই আমার সাক্ষাৎ পবমেশ্বর।

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পবমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ"

লম্বো। ভাই! তুমি যেরূপ পিতৃভক্ত, এর শতাংশেব একাংশ ভক্তি যদি তোমাব সেই ভক্ত প্রাণ হরির প্রতি থাক্‌ত, তা হলে তুমি নিশ্চয়ই তাঁর একজন প্রধান ভক্ত হতে পার্‌তে

পুণ্ড সত্যি ভাই অজামিল! তোমাব মাতা-পিত তোমাব গুরু, তাই তুমি তাঁদেব সেবা কর। কিন্তু যিনি তোমার মাতা-পিতার গুরু—জগৎগুরু, সেই চবাচর গুরু হরির উপাসনা কর্‌তে চাও না, এ বড় আশ্চর্য্য!

অজা ভাই! আমি যে তাঁর উপাসনা কব্‌তে চাইনে কেন—তার অনেকগুলি কারণ আছে। শোন—প্রথমতঃ, তিনি সাকার কি নিরাকার, তার স্থিরতা নাই। যদি তিনি নিরাকার হন, তা হলে বল দেখি, নিরাকারের সেবা করি কিরূপে? আবার যদি তিনি সাকার হন, তা হলেও তাঁর রূপের স্থিরতা নাই, কারণ তিনি বহুরূপী। সুতরাং বহুরূপের উপাসনা করি কিরূপে? আবো

দেখ, তাঁর নামের স্থিরতা নাই, তিনি বহুনামধারী। আমি কোন্ নামে তাঁকে অভিহিত করি? কিন্তু দেখ, আমার মাতা-পিতা সাক্ষাৎ সাকাররূপী দেবতা আমি প্রত্যহ তাঁদের দেখ্‌তে পাচ্ছি - সেবা কর্‌তে পাচ্ছি। সুতরাং আমি এমন প্রত্যক্ষ দেবতা ছেড়ে নিরাকারের সেবা কর্‌তে যাবো কেন?

গীত।

রাগিণী বেহাগ-খাম্বাজ—তাল যৎ

নিরাকার পূজে কিবা প্রয়োজন
ত্যজিয়ে সাকার দেব প্রত্যক্ষ পিতার চরণ
চিন্তাতীত চিন্তামণি, চিন্তাতে না পান মুনি
হয়ে শ্মশানেতে কাল হর শূলপাণী,—
সে অচিন্ত্যে চিন্তা করে কি ফল হবে সাধন
তরিব ভবতুফান সেবিয়ে পিতার চরণ

সুদামা। আচ্ছা ভাই! তাঁর উপাসনা করবে না ব'লে কি তাঁর নাম পর্য্যন্তও কর্‌তে নাই কৈ, তোমাকে কখন হরিনাম মুখে আন্‌তে শুনিনে। হরি-উপাসনা নাই কর্‌লে—তা বলে কি হরিনাম কর্‌তেও ক্ষতি আছে?

অজা। আছে ভাই! আমার পক্ষে ওনাম কর্‌তে ক্ষতি আছে. তাইতো আমি ওনাম করিনে।

পুণ্ড। আঃ সে কি হে? বল কি? হরিনাম কর্‌তেও ক্ষতি আছে? এমন অদ্ভুত কথা ত কখন শুনিনে

অজা ভাই! তবে শোন,—জীব যখন একবার ওনাম কর্‌লেই উদ্ধার হয়, তখন আমি দিবানিশি ওনাম করে কি কর্‌বো? আর এক কথা,—আমি ওনাম কর্‌বামাত্র যদি তিনি তৎক্ষণাৎ আমায় উদ্ধার করে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যেতে আসেন, তখন

আমার মাতা পিতার গতি কি হবে ? কে তাঁদের ক্ষুধার সময় ফল-মূল এনে দেবে, তৃষ্ণা পেলে জল এনে দেবে, পূজার জন্য পুষ্পচয়ন ক'রে দেবে আমি ভাই সেই ভয়ে ওনাম কর্‌তে পারিনে

সকলে ধন্য ধন্য ধন্য অজামিল তুই যথার্থ হরিভক্ত তোর মাতৃপিতৃভক্তি ও তোর হরিভক্তি আদর্শস্থানীয় আমরা আজ হতে তোর নিকট পিতৃমাতৃভক্তি ও হরিভক্তি শিক্ষা কর্‌বো

গীত

সোণার বরণ ভানুর কিরণ ধরণী মেখেছে গায়।
শাখীশাখে পাখীগুলি কিবা বিভু-গুণ গায়॥ 'ইত্যাদি'

[ গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

অজা কথায় কথায় অনেক বেলা হয়ে প'ড়্‌ল। মাতা-পিতা আজ সাতদিন উপবাসী রয়েছেন আজ তাঁদের পারণা, কখন তাঁদের পূজার পুষ্পচয়ন ক'রব, কখনই বা তাঁদের জন্য আহার্য্য সংগ্রহ ক'রব ? যাই, আর বিলম্ব করা হবে না দ্রুতপদে ঐ সম্মুখস্থ বনকুসুমই তুলে নিয়ে যাই

( পশ্চাৎ হইতে অলক্ষিতভাবে ইন্দ্রের প্রবেশ,
অজামিলের বিনাশ-বাসনায় বজ্রোত্তোলন ও
হস্ত অবসন্ন হইয়া ঊর্দ্ধে অবস্থিত। )

অজা ( নিমীলিতনেত্রে সুরে )

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।"

[ প্রস্থান।

ইন্দ্র। এ কি চমৎকার!
অজামিলে করিতে সংহার,
তুলিলাম বজ্র সুবিশাল ;

কিন্তু হায় .
কিছুদূর উঠি করদ্বয়,
অবসন্ন হইল সহসা !
টুটিল দম্ভোলি দম্ভ, ব্যর্থ হ'ল অব্যর্থ অশনি
বুঝিতে না পারি কিছু এ রহস্য কিবা
মায়াবী মানব দুষ্ট হয় অনুমান।
মায়াবলে অবসন্ন করি করযুগ,
প্রাণ লয়ে স্থানান্তরে পলাল সত্বর
ভাল—ভাল ;
মায়াজাল টুটিব এখনি !
কোথায় লুকাবে দুষ্ট ?
সৃষ্টি য'য় যাবে
জ্বালাইব সমস্ত গহন ;
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ গুঁড়াইব রেণু সম করি,
শুখাইব সাগর-সলিল ;
পোড়াইব বিশ্বখান ভীম বজ্রানলে
দেখি—দেখি
ইন্দ্রকোপে অজামিলে কে পারে রাখিতে।

[ বেগে প্রস্থান।

( নিয়তিকুমারিগণের আবির্ভাব )

গীত।

রাগিণী সাহানা একতালা

রাখে হরি যাবে কে মারে তাহারে,
কে রাখে তাহারে হরি যাবে মারে।

ছি ছি ছি তবু ত বুঝেও বুঝে না,
অহং জ্ঞানটী ছাড়িতে নারে
আসে হাসে ভাসে করে আনা-গোনা,
নিয়তি ছলনা শিখেও শেখে না,
অসার আশায়, সকল হারায়,
চিনেও চেনে না সার সারাৎসারে।

( অন্তর্দ্ধান। )

---

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সিদ্ধারণ্য—জীর্ণকুটীর।

অন্ধ মাতাপিতার হস্ত ধরিয়া গাহিতে গাহিতে
অজামিলের প্রবেশ

গীত।

ভূপালী—জলদ্ একতালা।

আমার বাপ অন্ধ মা অন্ধ আমি অন্ধ ছেলে।
দুঃখের জ্বালায় ঘুরে বেড়াই খেলা ধূলা ভুলে
আমার প্রতিবাসী তরুলতা,
তারা সবাই বড় দাতা,
আমার খেলার সাথী পশু পাখী ভালবাসে সকলে॥

অলোক। বৎস অজামিল! আমাদের কুটীর আর কতদূর?

অজা। বাবা! এই যে কুটীর-সম্মুখেই এসেছি আপনাদের

স্নান হয়েছে; আপনারা তবে এইবার এই কুটীরে বসে পূজা আহ্নিক করুন।

অলোক। হাঁ বৎস, পূজার জন্য পুষ্প এনেছ কি?

অজা। হাঁ বাবা! এই যে এনেছি

অলোকা। এত দেরি কেন বাপ নয়নহীনের পক্ষে নয়ন যে কি অমূল্য পদার্থ, তা আমরা তোম হেন পুত্ররত্ন পেয়েছি বলেই এখনও জান্‌তে পারিনে। অজামিল! তুই আমাদের নয়নের মণি। তুই যে কয়দণ্ড আমাদের কাছে না থাকিস্, সেই কয়দণ্ড আমরা নয়নহীন হওয়া যে কি কষ্টকর তা বুঝ্‌তে পারি এতক্ষণ কি দেরি কর্‌তে হয় বাপ!

অজা। হাঁ মা, আজ বড় দেরি হয়েছে নিকটে আজ তেমন ফুল পাওয়া যায় নি বিশেষ পথে পুণ্ডরীক প্রভৃতির সঙ্গে কথায় কথায় অনেকটা বেলা হয়ে গেছে

অলোকা। আহা বাছা! আমাদের জন্য তুই কত কষ্টই পাচ্ছিস্। একদণ্ড নিশ্চিন্ত হয়ে বস্‌তে কি আমোদ ক'রে খেলাতে পাস্‌নে। সর্ব্বদাই আমাদের জন্য তোকে কাজ কর্‌তে হয়। তাইত তোকে বলি যে, তুই শুধু পূজার ফল তুলে আন্‌বি, আর আমাদের পোড়া উদরের জন্য ভিক্ষায় যাবি আর আমাদের অন্যান্য সেবা বধূমাতা রেণুকা কর্‌বে তা যে তুই তাকে কর্‌তে দিবিনে, নিজের হাতে সব কর্‌বি।

অজা। মা, সে তেমন সেবা কর্‌তে জানে না সে তোমাদের সেবা কর্‌লে তোমাদের তৃপ্তি হবে না, তাই তাকে কিছু কর্‌তে দিই না; আপনার হাতে সব করি তাতে আমার কিছু কষ্ট হয় না মা, বরং তোমাদের সেবা কর্‌তে ন পেলে আমার কষ্ট হয়।

অলোক কৈ বৎস ! দাও দেখি

অজা এই নিন্

অলোক ইস্—অজামিল, আজ যে বিস্তর পুষ্প এনেছ এত পুষ্প কি হবে ? এর অর্দ্ধেক হলেই হতে পার্‌তো ?

অজা বাবা ! তবে এর অর্দ্ধেকগুলি পুষ্প আমায় দিন্

অলোক তুমি পুষ্প নিয়ে কি কর্‌বে বৎস ?

অজা বাবা ! আপনি রোজ পুষ্প নিয়ে কি করেন ?

অলোক। আমাদের ইষ্ট-দেবদেবীর পূজা করি।

অজা। তবে আমিও আজ এই অনেকগুলি পুষ্প দিয়ে আমার ইষ্ট-দেবদেবীর পূজা কর্‌বো !

অলোক। ভাল বৎস ! তোমার যখন আপনা হতেই এ মতি হয়েছে, তখন আমরা বাধা দিব না এই নাও—গ্রহণ কর।

( অর্দ্ধেক পুষ্প প্রদান। )

অজা আপনারা তবে এইস্থানে উপবেশন করুন।

অলোক আচ্ছা বৎস ! তুমি তোমার ইষ্টপূজা কর আমরাও আমাদের ইষ্টপূজা করি

( তথাকরণ )

( পুষ্পাঞ্জলি লইয়া অজামিল স্তবস্বরে )

পুরুষ প্রকৃতি, যুগল মূরতি,
বিরাজিত মরি সম্মুখে আমার
ভকতি চন্দনে, মাখায়ে কুসুমে,
মনোসাধে পদে দিই উপহার।
সাকার দেবতা, তুমি মম পিতা,
নিরাকারে পূজে কাজ কি আমার।

ত্বং হি মম হরি, ত্বং হি মম হর,
ত্বং হি মে ঈশ্বর ত্বং হি মূলাধার
নমামি নমামি, মদিষ্ট দেব,
ভবার্ণবে মম ত্বং হি কর্ণধার

( পিতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান )

পরম প্রকৃতি, ত্বং হি মে প্রসূতি,
আদ্যাশক্তি ত্বং হি অনন্তরূপিণী
বৈষ্ণবী ব্রহ্মাণী, ত্বং হি মে রুদ্রাণী,
মহামায় মোহঘোরবিনাশিনী
ত্বং হি শুভঙ্করী, ত্বং হি মে ঈশ্বরী,
সারাৎসারা ত্বং হি সাকাররূপিণী
নমামি নমামি, মদিষ্ট দেবী,
মূলাধার মাতা মোক্ষপ্রদায়িনী

( মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান )

অলোক। অজামিল! এ কি এ কি, এ কি ক'রছ? তুমি ইষ্টপূজা করবে ব'লে পুষ্প চাইলে; তা ন করে এ পুষ্প আমাদের চরণে অর্পণ করলে কেন? ছি ছি, অবোধ সন্তান, করলে কি —করলে কি! আজ তুমি বড় অন্যায় কাজ করলে! এতে তোমার ইষ্ট দেবদেবী যে তোমার উপর রুষ্ট হবেন।

অজা বাবা, আমি ত আমার ইষ্টদেবদেবীরই পূজা করেছি

অলোক সে কি! তবে আমাদের চরণে এ পুষ্প দিলে কে?

অজা। পিতঃ, আমিই দিয়েছি আপনারাই ত আমার ইষ্ট দেবদেবী। আপনারা ব্যতীত এ জগতে আমার আর

ইষ্টদেবদেবী কেহ নাই তাই আজ আপনাদের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিযে ধন্য হলেম

অলোক সাধু পুত্র সাধু সাধু বৎস, আমরা তোমাকে এত দিন আমাদের পুত্রজ্ঞানে সামান্য মনে করতেম; কিন্তু আজ তোমার অসামান্য পিতৃমাতৃভক্তি দেখে বুঝলেম, তুমি কখনই আমাদের সামান্য পুত্র নও আমরা কত জন্মের কত তপস্যার ফলে যে, তোম হেন অসামান্য পুত্রধনে ধনবান্ হযেছি, তা বল্‌তে পারিনে।

অলোকা বাপ্ অজামিল! কে তুই অভাগীর গর্ভে এসে জন্মেছিস্? ইচ্ছে করে যে, তোর চাঁদমুখ একবার দেখি; কিন্তু হায়! বিধাতা আমাদের সে সাধে একেবারে বঞ্চিত করেছেন আয বাপ, একবার আমার কোলে আয়, তোকে বক্ষে ধরে আমি জন্ম সার্থক করি।

অজা মা! আপনারা আজ সাতদিন অনাহারে রযেছেন, এদিকে অনেক বেলাও হযে পড়েছে। আর আমি বিলম্ব করব না আগে আপনাদের জন্য আহার্য্য অন্বেষণে যাই আপনাদের পূজা আহ্নিক এখনও সমাপন হয়নি আপনারা ততক্ষণ পূজা আহ্নিক সমাপন করুন

অলোকা। না বাপ্, আজ আর আহার্য্য অন্বেষণে তোমার গিয়ে কাজ নাই জানি না, আমার মন কেন সহসা চঞ্চল হযে উঠ্‌লো হৃদয় যেন কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে দক্ষিণ অঙ্গ যেন থেকে থেকে স্পন্দিত হচ্ছে। বৎস, আমি বড় অভাগী, সর্ব্বদাই ভয় হয়, পাছে তোকে হারাই বিধাতা আমাদের জন্মান্ধ করেছেন! তুই তোর এই অন্ধ পিতামাতার নয়নমণি। আজ তুই আহার্য্য অন্বেষণে বাহির হলে আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, আমরা যেন সেই নয়নমণি হারা হ'ব

## গীত

ঝিঝিট খাম্বাজ, আড়খেম্‌টা

হারানু হারানু বুঝি জীবনের জীবন
সাঙ্গ হ'ল ও চাঁদমুখের বচন শ্রবণ
বুঝালে বুঝে না মন, কেঁদে ওঠে অনুক্ষণ,
ব্যাকুল পরাণ সদা একি অলক্ষণ
নয়নহারা এ দুঃখিনী, তুই রে নয়নমণি,
মণিহারা যেমন ফণী, তো বিনে তেমন

অলোক পত্নি, সত্য বটে আমারও মন যেন অকস্মাৎ কেমন করে উঠ্‌লো বৎস অজামিল তবে আজ আর তোমার আহার্য্য অন্বেষণে কোন দূরগ্রামে গিয়ে কাজ নাই বেলাও অনেক হয়ে পড়েছে, বরং নিকটেই যদি কোন ফল-মূল সংগ্রহ করতে পার, তারই চেষ্টা কর

অলোক না নাথ! তাতেও কাজ নাই আমরা সাতদিন উপবাসী আছি, নয় আর একদিন থাক্‌লেম, তাতে আর আমাদের বিশেষ কি কষ্ট হবে? অজামিলকে আজ কুটীর হতে কিছুতেই যেতে দেব না

অজা মা, তাও কি হয় আজ আপনারা সাতদিন ধরে উপবাসী রয়েছেন, একবিন্দু জল অবধি গ্রহণ করেন নাই, আজ আপনারা পারণা করবেন, বলেছেন আজ আমি আপনাদের পারণার জন্য আহার্য্য সংগ্রহ কর্‌তে না গিয়ে চুপ্‌ করে কুটীরে বসে থাক্‌ব, আর আপনারা উভয়ে উপবাসী থাক্‌বেন? তা কখনই হবে না, বরং পিতা যা বল্‌লেন, তাই করি বেলা হয়েছে— আজ আর ভিক্ষার্থ দূরগ্রামে যাব না, এই নিকটস্থ অরণ্য হতেই উত্তম ফল সংগ্রহ করে আনি।

আলোকা না—বাব , আমাদেব ফলে কাজ নাই আজ আমি তোকে কিছুতেই কুটীর হতে বেরুতে দেব না যদিও আমার বাহ্যচক্ষু নাই, কিন্তু মনশ্চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি, যেন দেবরাজের বজ্র আজ তোকে বিনষ্ট কর্‌বার জন্য তোর মাথার ওপব ঘুবে বেড়াচ্ছে বাছা . মার কথা রাখ, আজ আর কুটীর থেকে যাস্‌নে। তুই কুটীর থেকে গেলে নিশ্চযই কোন বিপদে পড়্‌বি

অজা মা . তুমি মিছা ভয কব্‌ছ . দেবরাজের বজ্র আমার কি কর্‌বে ? তোমাদেব চরণে আমার ভক্তি থাক্‌লে শত দেবরাজের বজ্রেও আমার কিছু কর্‌তে পার্‌বে না শুধু দেবরাজের বজ্র কেন, চক্রপাণির চক্র, শূলপাণির শূল, বরুণের পাশাস্ত্র, কৃতান্তের কালদণ্ড, কার্ত্তিকের শক্তি এবং স্বয়ং আদ্যাশক্তি ভগবতীর খড়গও আমার কিছু কর্‌তে পার্‌বে না

অলোকা। বৎস . তুই আমাকে বোঝাচ্ছিস্‌ বটে, কিন্তু আমি আমার মনকে যে কিছুতেই বোঝাতে পাচ্ছিনে আমার মন যে বড় ব্যাকুল হযে উঠ্‌লো . বুঝি আজ তোকে সত্য সত্যই হারালেম ; আর বুঝি এ জন্মে তোর চাঁদমুখের মা বুলি শুন্‌তে পাব না।

### গীত।

খাম্বাজ-মিশ্র—একতালা

দুঃখিনী জীবন, রাখ রে বচন,
ফল আহরণে যাস্‌নে বন
কাঁদাস্‌নে অভাগী মায়ে হায় জনমেব মতন
হেরেছি নিশীথে দারুণ স্বপন,
হাবাইব তোরে, গেলে বে গহন,
তাই এত করে করি রে বারণ,
ধর রে মা'র বচন

ইন্দ্র রোষানল যেন রে কষিয়ে
আসিতেছে তোরে দহিবে বলিয়ে
তাই শিহরিয়ে,　　উঠিতেছে হিয়ে,
ত্যজিতে সরে না মন

আলোক　বৎস অজামিল, আমারও ইচ্ছা নয় যে, আজ তুমি কুটীর হতে কোথাও যাও　কারণ—আমারও মন বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। মনে করেছিলাম, তোমার অসীম পিতৃমাতৃভক্তির যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার স্বরূপ আজ তোমায় দুর্লভ বরদান ক'রে আহার ক'রব; তা না হ'ক　তোমার কল্যাণকামনায় অন্ধ পতি-পত্নী সপ্তাহ উপবাসী রয়েছি, না হয় অষ্টাহই হবে, তাতে কিছু ক্ষতি হবে না　সম্প্রতি তুমি সত্বর জল আনয়ন কর, আমরা তোমায় অভিলষিত বরদান করে নিশ্চিন্ত হই

( অগ্রে অগ্রে একটা মৃগশাবক ও পশ্চাৎ ব্যাঘ্ররূপী
ইন্দ্রের প্রবেশ ও প্রস্থান )

অজা। বাবা! সর্ব্বনাশ হয়েছে। আমাদের আশ্রম-মৃগটীকে একটা শার্দ্দূলে আক্রমণ করেছে　এঁ্যা কি হবে—কি হবে! বাবা! মা! আপনারা এইস্থানে অবস্থান করুন　আমি এলেম বলে। দেখ, যদি কোনরূপে মৃগটীকে শার্দ্দূল-কবল হতে রক্ষা করতে পারি

[ বেগে প্রস্থান

আলোক　পত্নি, অজামিল কি গেল?

আলোকা　নাথ, কই, নিষেধ ত শুন্‌লে না

আলোক। কই, কোন্ দিকে, কত দূরে, চল পত্নী চল, তাকে ডেকে ফিরিয়ে আনি, অজামিল—অজামিল—অজামিল,

[ উভয়ের প্রস্থান

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

### নিবিড় বন।

ইন্দ্র ও নারদের প্রবেশ

নারদ তার পর ?

ইন্দ্র তার পর আমি অজামিলকে মার্‌বার জন্য বজ্র তুল্‌লেম, কিন্তু জানি না—কি জন্য আমার হস্ত সহসা অবসন্ন হয়ে গেল। আর সেই অবকাশে অজামিল যে নিমেষ মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে পড়্‌ল, তা দেখ্‌তে পেলেম না।

নাবদ দেবরাজ, তবু তোমার সহস্র চক্ষু

ইন্দ্র। আমার বোধ হয়, অজামিল নিশ্চয় মায়াবী মানব আমি তাকে দেখ্‌তে না পেয়ে তার কুটীর পর্য্যন্ত গেলেম কিন্তু আলোক ও অলোকাকে দেখে নিকটে যেতে সাহস হ'ল না তাই দূর থেকে শার্দ্দূলরূপে কৌশলে অজামিলকে এখানে এনেছি সে এখন এই বনমধ্যেই রয়েছে আর বিলম্ব করা হবে না, এই বেলা তাকে যে উপায়ে হ'ক বিনষ্ট করি

নারদ। দেবরাজ। আবার তাকে বিনষ্ট কর্‌বাব বাসনা কর্‌ছো ? অজামিলকে বিনষ্ট কর্‌বার বাসনা পরিত্যাগ কর তাকে তুমি কিছুতেই বিনষ্ট কর্‌তে পার্‌বে না।

ইন্দ্র　দেবর্ষে, তবে কি কর্‌ব? অজামিল এখনই যে কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌বে এবার সেই অন্ধ দম্পতি নিশ্চয়ই তাকে বরদান কর্‌বে এখন আমি কি উপায়ে ইন্দ্রত্ব রক্ষ করিব?

নারদ　শোন সুরনাথ, তুমি সম্ভব কোন উপায়ে অজামিলের অন্তর হতে পিতৃমাতৃভক্তি দূর কর অজামিল পিতৃমাতৃভক্তিহীন দুরাচার হলে অলোক অলোকা অসন্তুষ্ট হয়ে আর ওকে বরদান কর্‌বে না তা হলেই স্বচ্ছন্দে তোমার অভীষ্টসিদ্ধ হবে। ইহা ভিন্ন ইন্দ্রত্ব রক্ষার আর অন্য সদুপায় নাই

ইন্দ্র, আচ্ছা দেবর্ষে, আপনার বাক্যই শিরোধার্য্য কর্‌লেম

নারদ　কিন্তু সাবধান, অজামিলকে বিনষ্ট কর্‌বার চেষ্ট করো না ত হলে কখনই তোমার অভীষ্টসিদ্ধ হবে না

[ প্রস্থান

ইন্দ্র　(স্বগত) কি উপায়ে অজামিলের অন্তর হতে বদ্ধমূল পিতৃমাতৃভক্তি দূর করি (চিন্ত) হাঁ, সেই ভাল--অপ্সরাগণকে স্মরণ করি দেখি, যদি তাদের দ্বারা আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়

এস অপ্সরাগণ,
স্বর্গ ছাড়ি এস ত্বরা সম্মুখে আমার

অপ্সরাগণের প্রবেশ

সকলে　হে দেবেশ　কি আদেশ পালিব সকলে?
প্র অ　কাহার ভাঙ্গিব ধ্যান?
দ্বি-অ।　কার ঘুচাব গুমান্‌?
তৃ-অ　কাহারে মজাব বল রূপফাঁদে ফেলে?
চ-অ।　কোন্‌ যোগী-যোগভঙ্গ করিব কৌশলে?
ইন্দ্র　শুন শুন একমনে সবে,

অজামিল অলোক তনয়,
ইন্দ্রত্ব লভিবে মম হেন জ্ঞান হয়
কি করি উপায়—
ভাবিবার না পাই সময়,
পড়িয়াছি সঙ্কট সাগরে,
তেঁই তোম সবে কাতরে স্মরিনু
মজিনু মজিনু
আবার হারানু বুঝি ইন্দ্রত্ব আমার
কি হবে—কি হবে !
শুন শুন সবে,
বিলম্ব না কর—মম বাক্য ধর,
যে উপায়ে পার, অজামিলে মজাও সত্বর !
ছলনায় ভুলায়ে তাহায়
লয়ে যাও ত্বরা দূর বনে,
না পারে ফিরিতে যেন কুটীরেতে আর।
দূর কর পিতৃমাতৃভক্তি ওর অন্তর হইতে
মহাপাপী দুরাচার হ'ক অজামিল
পিতা পুত্রে দেখা যেন নাহি ঘটে আর

সকলে — যথা আজ্ঞা দেবরাজ .
এখনি পালিব মোরা তবাদেশ সবে

ইন্দ্র — ঐ বুঝি অজামিল আসে এই দিকে ;
কি করি -কি করি .
ভাবিতে না পাই অবকাশ
থাকি অন্তরালে দেখি কি হয় কি হয়

[ প্রস্থান ।

প্র-অপ্সরা ভাই, দেবরাজ ত অজামিলকে মজাবার আদেশ দিয়ে সব্‌লো এখন উপায় ?

দ্বি অ উপায় আবার কি ? এস, আমরাও আমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ধরে, সৈন্য-সামন্ত নিযে অগ্রসর হই

প্র-অ আমাদের আবার অস্ত্র-শস্ত্র কি ? আমাদের আবার সৈন্য সামন্ত কি ?

দ্বি অ। কেন, আমাদের ভ্রূ ধনু—কটাক্ষ শর হাসি শেল—বাক্য মিছ্‌রির ছুরী, আর আমাদের হাব্‌ভাব অঙ্গ-ভঙ্গী এরাই সব সৈন্য সামন্ত।

তৃ অ ওলো, এতয়্ আর কাজ নাই অমন সুন্দ উপসুন্দ দুটোকে নিমেযে নিকেশ কর্‌লেম, এ ত কোন্ ছার্

চ-অ তাই ত, আঁখিঠারে কত বড় বড় মুনি ঋষির মাথা খেলেম ; অমন বিশ্বামিত্র, তাকেই যখন একদণ্ডে অধঃপাতে দিলেম, তখন এ ত একটা ডব্‌কা ছোঁড়া বই ত নয় এর কাছে আমাদের যেতেও হবে না ; দুর থেকে একটা কটাক্ষপাতেই মুণ্ডপাত করে ছেড়ে দেবো

প্র-অ তা যেন কর্‌লেম কিন্তু ভাই, অজামিল ওর অন্ধ বাপ-মার একমাত্র সম্বল, তাদের গতি কি হবে, তাই ভাব্‌ছি দেবরাজের উপকার কর্‌তে গিযে শেযে আমরা অলোক অলোকার কোপে পড়্‌ব না ত ?

দ্বি-অ তা কি কব্‌বো বল আমাদের হযেছে উভয় সঙ্কট এদিকে দেবরাজের অনুমতিও ত ঠেল্‌তে পারিনে

তৃ-অ ওলো ! ঐ বুঝি অজামিল আস্‌ছে

চ-অ। চল্—চল্, তবে আমবা মায়া করে এই বেলা লুকুই চল্

গীত

রাগিণী সোহিনী মিশ্র—দাদ্‌রা

সকলে চল্‌লো চল দেখি ছলে, কেমন চতুর সে নাগর
আঁখি বাণ হান্‌লে হবে হুস কি না হয় জর জর।
সভার মজব না ত, দেব প্রাণ দেব না ত,
ব্যাকুল হয়ে এলে ধেয়ে, ফিরে আর চাইব না ত,
হাসির ফাঁসী দিয়ে গলে টান্‌ব শুধু নিরন্তর
কাছে এলে যাব সরে, গরব ক'রে রব দূরে,
কইলে কাণে প্রেমের কথা, কথা ত কইব নাক।
আড়নয়নে মুচ্‌কে হেসে, চলে যাব স্থানান্তর

[ প্রস্থান

# দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বন।

অজামিলের প্রবেশ।

অজা না না, হলো না আমার এত যত্ন, এত শ্রম সব বিফল হয় দুষ্ট শার্দ্দূলের আক্রমণ হ'তে আমার সাধের আশ্রম মৃগটীকে কিছুতেই রক্ষা কর্‌তে পার্‌লেম না প্রথম প্রথম বরং কখন সম্মুখে, কখন পার্শ্বে, কখন পশ্চাতে দুই-একবার দেখ্‌তে পেলেম। কিন্তু শেষে একেবারে যে কোথায় লুকাল, সমস্ত অরণ্য ঘুরেও তার আর কোন তত্ত্ব পেলেম না এ কি প্রকৃতই শার্দ্দূল! না কোন মায়া, কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না এখন কি করি!

মায়া-শার্দ্দূলের অনুসরণে বনে বনে ঘুরে ঘুরে নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আর ত চল্‌তে পারিনে, এই বনে বৃক্ষচ্ছায়ায় বসে একটু বিশ্রাম করি　না—তাই বা কেমন করে হয়　এদিকে বেলাও যে প্রায় অপরাহ্ণ হয়ে এল　আমি বহুক্ষণ কুটীর থেকে এসেছি　আহা! না জানি অন্ধ মাতা পিতা আমার বিলম্ব দেখে এতক্ষণ কতই ভাব্‌ছেন　আর আমি বিলম্ব কর্‌বে না　যখন এতদূর এসেছি, তখন এই বন থেকেই কিছু ফল আহরণ করে, দ্রুতপদে কুটীরে ফিরে যাই

অজামিলের গীত

সুরট্ মোল্লার　আড়াঠেকা

কেন কেন কানন-বল্লরী　কৃপণ হলি বল
বিফল করে কাঁদাস্ কেন দয়াল হয়ে দেনা ফল
তোরা দয়াল প্রতিবাসী,　　তাইতো তোদের পাশে আসি,
নিতি নিতি হই অতিথি ঘরে নাইক বলে ক্ষুধার সম্বল
শোন্‌রে তরু শোনরে লতা,　　জানাই তোদের মনের ব্যথা
উপবাসী পিতা মাতা, দেরে আমায় দুটী ফল
নির্দয় হয়ে দেখিস্‌নে ভাই তোরা আমার চোখের জল

(অগ্রসর হইয়া) আ মরি মরি; কি রমণীয় বন! এমন সুন্দর বন ত কখন দেখিনি　শুনেছি, স্বর্গের নন্দন কানন অতি মনোহর; এও কি তাই না কি. আমাদের আশ্রম প্রদেশে যে এরূপ সুন্দর বন আছে, তা ত কখন জানিনে　তাহলে কি কখন এ বনে আসিনে? কেমন হ'ল. এ তবে আমি কোথায় এলেম　কৈ—এই সকল বৃক্ষ, এই সকল সুন্দর ফল, এই কত রকমের কত পুষ্প আর কখন ত দেখিনে　আহা. এ বনের সমস্ত তরুলতা যেন বসন্ত সমাগমে নবপত্রভূষণে ভূষিত হয়ে দণ্ডায়মান রয়েছে　ফলভরে

অজামিলের প্রতি অপ্সরার ছলনা

( শূন্যে মেঘের অন্তরালে এক পার্শ্বে ইন্দ্র ও অপর পার্শ্বে নারদের আবির্ভাব )

অজামিল   কে আপনারা ? মানবী না বনদেবী ? যেই হন, আপনাদের দেখে আজ আমি ধন্য হলেম

(২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক, ৩৭ পৃষ্ঠা।)

Lakshmivilas Press

অজা কে আপনারা ? মানবী ন বনদেবী ? যেই হন, আপনাদের দেখে আজ আমি ধন্য হলেম আপনাদের চরণে আমি প্রণাম করি

( তথাকরণ )

প্র অ আমরা স্বেচ্ছাচারিণী স্বেচ্ছাচারিণীকে প্রণাম কর্‌তে হয় না।

অজা। স্বেচ্ছাচারিণী কি ? বুঝ্‌তে পার্‌লেম না

দ্বি অ শুন্‌বে ? শোন—আমরা স্বেচ্ছাচারিণী, অর্থাৎ আমাদের যেখানে ইচ্ছা হয় যাই, যা ইচ্ছা হয় করি কেউ কিছু বল্‌তে বা নিবারণ কর্‌তে নাই, বুঝ্‌লে ?

অজা। বুঝেছি। আপনারা এই বনের দেবা।

তৃ-অ। হাঁ তাই আচ্ছা, তুমি কে ? এই নবীন বয়সে দীনবেশে এমন করে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছ কি জন্য ? আহা ! তোমায় বুঝি ভালবাসে এমন কেউ নাই ? তা হলে কি এমন করে তোমায় এই ঘোর বনে একলা আস্‌তে দেয় ?

অজা আমি বনবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কুমার। এই নিকটেই আমাদের কুটীর কুটীরে আমার অন্ধ মাতা পিতা অনাহারে রয়েছেন, আমি তাঁদের আহারের জন্য ফল আহরণ করতে এসেছি।

চ অ। তা হলে ত তুমি এ বনে এসে ভাল কাজ কর নাই। এ বন আমাদের, আমরা ইচ্ছা করে যাকে ফল দিই, সেই এ বনের ফল পায়। তা না হলে আমাদের বিনানুমতিতে এ বন থেকে ফল নিয়ে যাবার কারও অধিকার নাই

অজা তবে আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হয়েছে। এখন আপনারা অনুমতি করুন; আমি বুভুক্ষু মাতা-পিতার জন্য যৎ-কিঞ্চিৎ ফল নিয়ে যাই

প্র অ তুমি যদি এক কাজ কর, তা হলে আর তোমার অনুমতি নেবার প্রয়োজন হবে না

অজা। কি বলুন

প্র অ দেখ, আমরা এই বনের অধীশ্বরী তুমি যদি আমাদের মধ্যে যাকে তোমার বাসনা হয়, তাকে তোমার সঙ্গিনী কর, তা হলে তুমি এই সমস্ত বনের অধীশ্বর হবে তখন তুমি যত ইচ্ছা ফল নিতে পারবে, অনুমতি নেবার প্রয়োজন হবে না বরং আমরা সকলে তখন তোমার অনুমতি নিয়ে চল্‌ব

অজা ছি ছিঃ, ও কথা বলে আমায় অপরাধী করবেন না আমি বনবাসী ব্রাহ্মণ। আমার সঙ্গে ছলনা কেন? ইচ্ছ হয় ফল দিন, না হয় অন্যত্রে যাই

দ্বি অ ছলনা নয়, সত্যই বল্‌ছি আমাদের বাসনা সফল না করলে তুমি কিছুতেই ফল পাবে না

অজা তবে ফলে প্রয়োজন নাই আমি আপনাদের কথায় সম্মত হতে পার্‌লেম না। আমি বিবাহিত, গৃহে আমার পত্নী আছে। আশীর্ব্বাদ করুন, আপনাদের চরণে প্রণাম করে বিদায় হই

তৃ অ সে কি নাগর, আমাদের বাসনা পূর্ণ না করে, আমাদের ছেড়ে যাবে কোথা? তা হবে না, আমরা তোমায় যেতেও দেব না আমরা তোমায় আমাদের হৃদয়ের রাজা করবো

অজা বুঝেছি, তোমরা কুহকিনী। আমায় কুহকজালে আবদ্ধ করবার চেষ্টা করছ কিন্তু নিশ্চয় জেনো, আমা হতে তোমাদের আশা পূর্ণ হবে না এই আমি স্থানান্তরে চল্‌লেম

চ অ আমরা তোমায় রসিক ভেবে, অযাচিত হয়ে তোমার নিকট প্রণয় ভিক্ষা কর্‌ছি, তুমি অনায়াসে আমাদের নিরাশ করে চলে যাচ্ছ ছিঃ, তুমি কি নিষ্ঠুর!

প্র-অ যাবে কোথা ? আমরা অবলা, স্মরশরে সবাই জর জর হয়ে তোমার শরণ নিলেম , আমাদের রক্ষা কর

অজা দূর হ' কুহকিনীগণ আর আমি একদণ্ডও তোদের সংসর্গে থাক্‌তে চাই না

[ বেগে প্রস্থান

দ্বি-অ ঐ যা , এ কি হ'ল , ওলো , অজামিল যে সত্য সত্যই চলে গেল

তৃ অ তাই ত ভাই , এমন অরসিক কাঠ গোঁয়ার পুরুষ ত কখন দেখিনে আঁখিঠারে কত বড় বড় মুনি ঋষিকে গোল্লায় দিয়ে, শেষে কি এই ছোঁড়ার হাতে আমাদের মান গেল

চ-অ আর ভাব্‌লে কি হবে ? চল, সবাই দেবরাজকে বলিগে , তিনি য' হয় করুন। আমাদের আর সাধ্য ন'ই

[ সকলের প্রস্থান।

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র কি আশ্চর্য্য , আমি স্বচক্ষে সব দেখেছি অজামিল অনায়াসে অপ্সরাদের প্রলোভন অতিক্রম করে চলে গেল। আর কি উপায়ে ওকে নিবারণ করে রাখি। আঃ, শঙ্কটাও বুঝি কখন এরূপ সঙ্কটে পড়ে না। কি করি কি করি ? ষড়রিপুগণ , সত্বর এদিকে এস

ষড়রিপুগণের প্রবেশ

সকলে কি আদেশ দেবরাজ ,

ইন্দ্র শোন—আমি পিতৃভক্ত অজামিলকে মজাবার জন্য অপ্সরাগণকে পাঠিয়েছিলেম ; তারা সকলেই বিফল হয়ে প্রত্যাগমন করেছে ঐ অজামিল গর্ব্বভরে সকলের অপমান করে চলে

যাচ্ছে তে সব শীঘ্র ওর গর্ব্ব চূর্ণ করে সকলের মান রক্ষা কর যাও, আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'র না মুহূর্ত্ত বিলম্ব হলে আর আমার ইন্দ্রত্ব থাক্‌বে না

সকলে যথা আজ্ঞা দেবরাজ .

[ প্রস্থান

ইন্দ্র না আমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্‌ছি ন যাই, দেখি যদি আর কোন সদুপায় কর্‌তে পারি

[ বেগে প্রস্থান।

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

### মায়াবন।

অজামিলের প্রবেশ।

অজা (স্বগত) তাই ত . এ আমি কোথায় এলেম! আমাদের কুটীর কোন্ দিকে . কুটীর হতে এ বন কতদূর! কিছুতেই যে কুটীরে যাবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না যতই কুটীরে যাবার চেষ্টা কর্‌ছি, ততই যেন ঘুরে ঘুরে কেবল এই বনেই আস্‌ছি এ কেমন হল! আমার কি দিগ্‌ভ্রম হল! কিছুই যে বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে। এ কি মায়াবন . সেই সব কুহকিনী, এই সব বৃক্ষ, ফল, পুষ্প সবই মায়া না কি? তা হলে ত আমি প্রথমে এ বনে এসে ভাল করি নাই এখন কি করি? কি করে কুটীরে ফিরে যাই? সূর্য্য-

দেবের ত অস্ত যাবার অ র অধিক বিলম্ব নাই অন্ধ মাতাপিতা আমার এতক্ষণ বিলম্ব দেখে কি মনে কর্‌ছেন ? হায় ! কি কুক্ষণেই আমি কুটীর থেকে বেরিয়েছিলেম !

গীত

আশা ভৈরবী—আড়াঠেকা

হায় কি করি এক্ষণে
কুক্ষণে কুটীর ত্যজি কেন আইনু বিপিনে
মায়া শার্দ্দূলের সনে, ফিরি হায় বনে বনে,
হারাইনু জ্ঞান ধনে মজে কুহক-ছলনে
সপ্ত দিবস রজনী, অন্ধ জনক-জননী,
উপবাসী আছে আহা চেয়ে পথপানে ,—
আরে রে নির্দয় বিধি, এই কি রে তোর হ'ল বিধি,
কাঁদাইলে নিরবধি তোমার আশ্রিত জনে

অলক্ষিতভাবে মোহের প্রবেশ

মোহ মোহ যাও মূঢ় নর,
মম পরশনে ।

[ অজামিলের পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া পলায়ন

অজা এ কি হলো ! আমার হাত পা যে সব অবশ হয়ে পড়্‌লো । আর যে এক পাও চল্‌তে পার্‌ছি না চক্ষে যে সব অন্ধকার দেখ্‌ছি এ দিকে কোথা হতে সহসা দারুণ পিপাসা এসে উপস্থিত হ'ল এ কি ! পিপাসায় আমার যে কণ্ঠতালু পর্য্যন্ত শুষ্ক হয়ে উঠ্‌ল . আর যে আমি দাঁড়াতে পার্‌ছি না । আর যে আমার বাক্য নিঃসরণ হচ্ছে না জল—জল ! শীঘ্র জল না পেলে বুঝি জীবন রক্ষা অসম্ভব ! উঃ , পিপাসা দারুণ পিপাসা—অসহ্য পিপাসা ! জল জল—শীঘ্র জল , ওঃ ! এ

বনের ত সমস্ত স্থলই ঘুরেছি, কোথাও ত একবিন্দু জল দেখ্তে পাইনে। কোথা জল পাব? কে জল দেবে? উঃ! বড় পিপাসা! অসহ্য পিপাসা! পিপাসায় আমার প্রাণ যায়, কে কোথায় আছ, জল দাও, পিপাসায় প্রাণ যায়, জল দাও শীঘ্র জল দিয়ে পিপাসাতুর ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষা কর

( গাহিতে গাহিতে মদিরা-হস্তে মূর্ত্তিমতী মদিরার প্রবেশ। )

গীত।

সিন্ধু খাম্বাজ—তাল ঠুংরী

আয় রে আয় যে জানিস্ তোরা আমার এ সুধার কদর
বিনামূল্যে বিলিয়ে দে যাই করিস্ নে রে অনাদর
আপন হাতে দেব ঢেলে, খেলে যাবি আপন ভুলে,
ধরাখানা দেখ্‌বি সরা আমোদে হয়ে বিভোর

মদিরা জল খাবে? জল খাবে? আহা হাঃ, বড় পিপাসা পেয়েছে নয়? এস—এস, এই নাও। আমার নিকট উত্তম পানীয় আছে। এই নাও—পান কর। পান কর্‌লেই পিপাসা শান্তি হবে

অজা। কে তুমি? পরিচয় দাও। আমি ব্রাহ্মণ, পিপাসায় প্রাণ যাক্—পরিচয় না পেলে কখনই তোমার দত্ত পানীয় স্পর্শ কর্‌বো না

মদিরা। বৎস! কোন দ্বিধা করো না, স্বচ্ছন্দে পান করে তৃপ্ত হও। আমি যে-সে নই আমার দত্ত পানীয় পান না কর্‌লে আজ কাল ব্রাহ্মণদের তৃপ্তিই হয় না তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা, তাই অমন করে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌ছো কিন্তু এর পর দেখ্‌বে যে, একবার আমার সঙ্গে পরিচয় হলে,

আর আমার পানীয়ের আস্বাদ ভুল্‌তে পার্‌বে না, রোজ রোজ চেয়ে খাবে

অজা। না না, আমার পান করা হ'ল না। এতক্ষণ মনে ছিল না, আমার যে এখনও মাতাপিতার পাদোদক পান করা হয়নি, আমি অন্য পানীয় পান কর্‌বো কিরূপে!

অলক্ষিতভাবে লোভের প্রবেশ

লোভ  বিশ্বজয়ী লোভ মম নাম,
হের হের প্রতাপ আমার

[ অজামিলের পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া পলায়ন

মদিরা  বৎস! তুমি বুদ্ধিমান্ হয়ে এমন নির্ব্বোধের মত কথা বল্‌ছ কেন? তুমি আমাকে চেন না, কিন্তু আমি তোমাকে বেশ চিনি  তুমি পিতামাতার পাদোদক পান করনি বলে, এখন এ পানীয় পান কর্‌তে চাচ্ছ না; কিন্তু পিপাসায় যদি তোমার প্রাণ যায়, তা হলে তোমার সেই মাতাপিতার গতি কি হবে বল দেখি

অজা  এ্যাঁঃ. কে তুমি? সত্য বলেছ। উঃ! বড় পিপাসা, অসহ্য পিপসা  না হ ল না, আর থাক্‌তে পার্‌লেম না  দাও— পানীয় দাও। তুমি যে হও—শীঘ্র পানীয় দিয়ে প্রাণরক্ষা কর। চণ্ডালিনী হলেও আমি তোমার পানীয় পান কর্‌বো

মদিরা  হাঁ বৎস, এতক্ষণে ঠিক বুঝেছ  এই ধর—পান কর। ( প্রদান )

অজা। ( পানান্তে ) এঁ্যা, এ আমি কি পান কর্‌লেম এমন আস্বাদ কেন? এ বনের জলের কি এমনি আস্বাদ, উঃ, বুক যে জ্বলে গেল,

মদিরা  হাঁ বৎস, এর আস্বাদ একটু খারাপ বটে; কিন্তু গুণ অনেক। খানিক স্থির হও টের পাবে, তুমি প্রথম পান

ক'রছ কিনা, তাই তোমায় এমন লাগ্‌ছে আর একটু পান কর দেখি—তা হলেই ভাল লাগ্‌বে এখন

অজা আচ্ছা, কৈ দাও ( পান )

মদিরা। কেমন বৎস! এবার কেমন লাগ্‌ল? সত্য বল।

অজা ভাল

মদিরা পিপাসা শান্ত হল কি? না আর একটু পান কর্‌বে?

অজা হাঁ, দাও ( পান ) আবার দাও—আমি আরও পান কর্‌বো। ( পান )

[ মদিরার অন্তর্দ্ধান

হাঁ, এইবার গায়ে খুব বল পেয়েছি এতক্ষণ অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেম, এখন যেন একেবারে মত্ত মাতঙ্গের বল হয়েছে যাই, এইবার কুটীরে যাই। কিন্তু চল্‌তে ত পারছি না গায়ে বল হয়েছে বটে, কিন্তু চল্‌তে গেলে পা ঠিক রাখ্‌তে পার্‌ছি না, টলে পড়্‌ছি মাথাটাও যেন বোঁ বোঁ করে ঘুর্‌ছে. যাই কেমন করে? বোধ হয়, আরও একটু খেতে হবে। আরে—ঐ যা! মাগী গেল কোথা? এর মধ্যে কাঁ করে উড়ে গেল? ( মত্ততা-সহকারে ) বাঃ বাঃ এ, বেশ পানীয়. আমি আবার খাব—আবার খাব

অলক্ষিতভাবে মদনের প্রবেশ

মদন। আমি কাম জগৎ পূজিত!
বিরিঞ্চি বাসব আদি
অমরে রেখেছে মোর মান;
এড়ি বিশ্বজয়ী ফুলবাণ,
দেখি দেখি অবোধ ব্রাহ্মণ,
কতক্ষণ গর্ব্ব রহে তব

[ ফুলশর ক্ষেপণ করিয়া অন্তর্দ্ধান

অজা এ কি, মনটা এমন হয়ে উঠ্‌লো কেন. কি হ'ল, কে আমি? আমি কি সে আমি নই? আমি একি হয়েছি, কোথ এসেছি. কিছু বুঝ্‌তে পারছি না কেন? এ বন থেকে আর কোথাও যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না কেন? না না, কোথা যাব? এ বন আমার বড় ভাল লেগেছে, এ বন ছেড়ে কোথাও যাব না আচ্ছা, সেই সব কুহকিনীরা গেল কোথা? তারা কি সত্য সত্যই কুহকিনী? না; তারা খুব ভাল লোক আহা, তাদের কেমন রূপ কেমন মুখ কেমন কথা কেমন হাসি—কেমন গান, তাদের সব ভাল আহা, তারা কত সাধ্‌লে, তখন তাদের কথা শুন্‌লেম না কেন? এখন তাদের দেখ্‌তে আমার বড় সাধ হচ্ছে ইচ্ছা কর্‌ছে, যেন সর্ব্বদা তাদের কাছে কাছে থাকি আচ্ছা, তাদের কি আর দেখা পাব না? পাব বৈ কি, তারা ত এই বনেই থাকে আমিও এইখানে থাকি, আর কোথাও যাব না তা হলেই তাদের নিশ্চয় দেখা পাবো এবার দেখা পেলে আর তাদের সঙ্গ ছাড়্‌বো না। তারা যেখানে যাবে, আমি সঙ্গে সঙ্গে যাবো চোখে দেখ্‌বো, আর প্রাণভরে গান শুন্‌বো।

গায়িতে গায়িতে ছদ্মবেশে মেনকার প্রবেশ

গীত।

পিলু-খাম্বাজ—দাদ্‌রা

মনের মত নাগর পেলে বিলাই মন তারে
বুকে বুকে মুখে মুখে রাখি সদা আদরে
বিনামূল্যে কেনা থাকি চোখে চোখে সদা রাখি,
হাসিমুখে প্রেমের ফাঁসি গলায় পরি সাধ করে

মেনকা কি গো, এই ফর্‌ফরিয়ে চলে গেলে, আবার যে ঘুরে ফিরে এলে ?

অজা এসেছ ? এস এস ফিরে এলেম, তোমাদের গান শোন্‌বার জন্যে

মেনকা আমরা ত বলেছি আমরা স্বেচ্ছাচারিণী আমাদের যখন ইচ্ছা হয়, তখন গাই কারও কথায় আমরা গাই না

অজা তবে না হয় একবার ইচ্ছাই কর না হাঁগা, আর সবাই গেল কোথ ?

মেনকা তারা স্বেচ্ছাচারিণী, তাদের যেখানে ইচ্ছা হ'ল, সেইখানে গেল

অজা হাঁগা, তাদের কি আর দেখ্‌তে পাব না ?

মেনকা তাদের তুমি যে চটিয়ে দিয়েছ, তারা আর তোমায় দেখা দেবে না আমি কেবল তোমায় ভুল্‌তে পার্‌লেম না, তাই আবার তোমার কাছে এলেম

অজা। তা বেশ করেছ—বেশ করেছ। হাঁগা, তোমার নাম কি বল না, শুনি

মেনকা আমার নাম ? আমার নাম অনুরাগ

অজা বাঃ বাঃ, তোমার ত দিব্যি নাম আর তাদের নাম কি ?

মেনকা। তাদের কার নাম শঠতা, কার নাম কপটতা, কার নাম ছলনা, কার নাম প্রতারণা, কার নাম চাতুরী, বুঝ্‌লে ?

অজা হাঁ তোমার কিন্তু বেশ নাম—অনুরাগ, দেখ অনুরাগ, আমি অনুরাগ বড় ভালবাসি

মেনকা। মিথ্যাকথা।

অজা কিসে ?

মেনকা।　যদি অনুরাগ ভালবাস্‌বে, ত হলে তখন অত বিরাগ দেখাবে কেন ?

অজা।　দেখ, তখন আমি বুঝ্‌তে পারিনে, এখন তোমার আমায় যা বল্‌বে, তাই শুন্‌বো।

মেনকা।　তবে—

গীত।

ঝিঁঝিটমিশ্র　খেমটা।

প্রাণ নিয়ে প্রাণ দাওনা বঁধু,
হিয়াতে মিলাও হিয়া।
প্রেমে চাই নেওয়া দেওয়া—
নইলে কি যায় প্রেমিক হওয়া।
তোমার মানে সাধ্‌বো আমি,
আমার মানে সাধ্‌বে তুমি,
মানে মান কর্‌লে পরে,
মিলন বিচ্ছেদ সওয়া।
আমি চাই তোমার পানে
তুমি চাও আমার পানে,
চোখে চোখে চাওয়া চায়ি হ'ক নিশিদিনে,—
কুসুম বাণে ডর্‌বো না'ক লাগ্‌লে গায়ে মলয় হাওয়া।

কিন্তু দেখ, আমাকে ভালবাস্‌লে, এই বনে থাক্‌তে হবে; তা'র কুটীরে যেতে পাবে না।　কি বল, আর কুটীরে যাবে না ত ?

অজা।　এ বনে কোথা থাক্‌বো ? এখানে ত ঘর বাড়ী নাই ?

মেনকা।　কেন, ঘর বাড়ী কর্‌বে।

অজা।　হঁ, ত হলে হবে; কিন্তু কি করে এখানে ঘর বাড়ী কর্‌বো অর্থ কই ?

মেনকা। অর্থ নেই বা রইল, সামর্থ আছে ত?

অজা বিলক্ষণ

মেনক তা হলে আর ভাবনা কি? অর্থ উপায়ের অনেক কৌশল আছে আমি য বল্‌বে, তা করতে পাব্‌বে?

অজা পাব্‌বো

মেনকা আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে চুরি কব্‌তে বলি, পাব্‌বে?

অজা চুরি. চুরি কি? কেমন করে চুরি কব্‌তে হয়?

মেনকা শিখিযে দেবো

অজা। তার পর?

মেনকা। ডাকাতি?

অজা। সে আবার কি? আমি ত ডাকাতি কখন করিনে।

মেনকা। তাও শিখিয়ে দেব

অজা আর কি?

মেনকা নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা—যা বল্‌বো, কব্‌তে হবে

অজা। আর কিছু নয অনুরাগ?—আত্মহত্যা?

মেনকা সে সব শেষ দেখে, এ সব পাব্‌বে ত?

অজ। তুমি কাছে থাক্‌লে, সাহস দিলে পারবো

গীত।

বারোঁয়া খাথ ত্রিতালা।

মেনকা। বঁধু তবে আমি তোমারি
তুমি আমার আমি তোমার জানিনে ছল চাতুরী।

অজা। অনুরাগ! আমায ভালবাসা দাও।

( পূর্ব্ব গীতের অবশিষ্টাংশ । )

মেনকা। আমার ভালবাসা নাও,
আমায় ভালবাসা দাও,
এস বঁধু বুকে এস হেসে কথা কও –
প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে দিয়ে থাকি দিবা বিভাবরী

আমার সঙ্গে চল, যা যা কর্‌তে হবে, আমি একে একে সব বলে দিইগে।

[ উভয়ের প্রস্থান।

গায়িতে গায়িতে বনদেবীগণের আবির্ভাব।

গীত।

বিহঙ্গড়া—জলদ্ একতালা।

ছি ছি জ্ঞানহারা হয়ো না হয়ো না
সাধে মায়াফাঁদে পড়ো না পড়ো না
রূপের ফাঁদে বাড়ালে পা,
এড়াতে নারিবে কখন তা,
মজিবে মজিবে, মূল খোয়াইবে,
আছ যা আর ত রবে না তা

[ অন্তর্দ্ধান।

# তৃতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আশ্রম-পথ।

অজামিলের প্রবেশ।

অজা। অনুরাগ! অনুরাগ! তুমি জান না, আমি তোমায় কতদূর ভালবেসেছি। আজ আমি তোমার অনুরাগে অন্ধ। মনশ্চক্ষে দেখ্‌ছি, এ জগতে কেবল তুমি আর আমি আমি আর তুমি। তা ছাড়া আর কিছুই নাই তোমার ভালবাসার জন্য আজ আমি জগৎ সংসারও ভুলেছি, ব্রাহ্মণাচারে জলাঞ্জলি দিয়েছি, দয়া-মায়া অন্তর হতে দূর করেছি, স্নেহ ডোর স্বেচ্ছায় ছিন্ন করেছি। আজ আমি পূর্ণ পাপের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। অনুরাগ! আজ আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সব কর্‌তে প্রস্তুত তুমি অর্থ চেয়েছ, এখন আমি কেবল অর্থ উপায়ই করব ধর্ম্মাধর্ম্ম মান্‌বো না, স্বর্গ নরক কিছুই বাছ্‌বো না; যে উপায়ে হোক—সৎ অসৎ যে উপায়ে হোক, আমি এখন কেবল অর্থ উপায় করব। দেখি, তোমায় সন্তুষ্ট কর্‌তে পারি কি না

এক রমণীর প্রবেশ।

রমণী। হাঁগা! তুমি কি ব্রাহ্মণ?

অজা। আজ আমি দুরাচার, দস্যু, নরকের জীব, নরাকারে পশু!

রমণী ওমা! কি বলে গো! মিন্‌সে পাগল নাকি?

অজা　এঁ্যা! কে তুমি? কি বল্‌ছ? কি চাও?

রমণী　হাঁগা, সত্যি করে বল না তুমি কি ব্রাহ্মণ?

অজা। হাঁ ব্রাহ্মণ তোমার প্রয়োজন?

রমণী। তবে শীগ্‌গির আমাদের বাড়ীতে একবার এস না গা! আমার বুড় শাশুড়ী কাল থেকে একাদশী করে উপসী রয়েছেন এত বেলা হ'ল, এখনও বাড়ীর নারায়ণটীর পূজা হয়নি, তাই তিনি জল খেতে না পেয়ে, মারা পড়্‌বার উপক্রম্ হয়েছেন তুমি শীগ্‌গির নারায়ণটীর মাথায় জল দেবে এস না?

অজা　আচ্ছা, চল যাই

[ উভয়েব প্রস্থান

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

### কানন পথ।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। জীবকে হরিনামের মহিমা শিক্ষা দিবার জন্য মাতৃপিতৃ-পরায়ণ অজামিলকে আমি কৌশলে মহাপাপী দুরাচার কর্‌লেম এর জন্য কি আমি শ্রীহরির চরণে অপরাধী হলেম? না, এতে আমার অপরাধ কি? আমি ত কেবল তাঁর নামের মহিমা প্রচারের জন্যই এ কৌশল কর্‌লেম বিশেষ, তাঁর ইচ্ছাই যখন সকল কার্য্যের মূল, তিনি সূত্রধররূপে জীবকে যখন যে ভাবে পরিচালিত কর্‌ছেন, জীব যখন সেইভাবেই পরিচালিত হচ্ছে, তখন আমার

অপরাধ কি? আমি ত উপলক্ষ মাত্র। হে ইচ্ছাময়! হে ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু! আমি যে বাঞ্ছা করে অজামিলকে সম্প্রতি মহাপাপে লিপ্ত করলেম, আমার সে বাঞ্ছা যেন পূর্ণ হয় ঐ যে, অজামিল এইদিকেই আসছে! ওঃ, কি ভয়ানক পরিবর্তন! এত অল্পকালের মধ্যে অজামিলের চরিত্র যে এতদূর পরিবর্ত্তিত হবে, তা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই অজামিল আর এখন সে মাতৃপিতৃপরায়ণ শান্তমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ অজামিল নয়—এখন অজামিল দুরাচার দস্যু, নিষ্ঠুর নরঘাতক—পূর্ণপাপের বিকট প্রতিমূর্ত্তি! দেখি দেখি, আরও কি হয়!

[ প্রস্থান।

( সহসা মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত ইত্যাদি )

বেগে রক্তারক্তকলেবরে অজামিলের প্রবেশ।

অজা। অর্থ—অর্থ! কেবল অর্থ—এখন আমার কেবল অর্থ চাই। অনুরাগ আমায় যথার্থ বলেছে—অর্থ চাই এখন আমি কোন কথা শুনবো না, কারো নিষেধ মানবো না। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করবো না, স্বর্গ নরক কিছু বুঝবো না; যে কোন উপায়ে হ'ক, এখন আমি কেবল অর্থ উপায় করবো দয়া মায়া! আমার অন্তর হতে দূর হও হৃদয়! বজ্র অপেক্ষাও কঠিন হও হস্ত, হত্যাকারীর হস্তের ন্যায় নিষ্ঠুর হও। আজ আমি দস্যু অর্থের জন্য আজ আমি দস্যু জগতে এমন কোন দুষ্কার্য্য নাই, যা আমি অর্থের জন্য আজ করতে প্রস্তুত নয় দস্যু—দস্যু—আজ আমি দস্যু! দস্যু আর কাকে বলে? এই একটি রূপার ক্ষুদ্র অঙ্গুরীর জন্য আজ আমি অনায়াসে একটি ব্রহ্মহত্যা করে ফেললেম। এই ক'টা সামান্য মাদুলীর জন্য একটা পঞ্চমবর্ষীয় শিশুকে নির্দ্দয়রূপে বুক্ষে আছড়ে মারলেম। আবার নারায়ণের এই সামান্য পৈতা-

গাছটীর জন্য অনায়াসে এই হস্তে দুইটী স্ত্রীহত্যা করে এলেম এ জগতে আমার মত নিষ্ঠুর কি আর দুটী আছে? বোধ হয় নাই আজ আমি নিষ্ঠুর নরঘাতক দস্যু না—না, দস্যুর হৃদয়েও বুঝি দয়া মায়া আছে তবে আমি কি—আজ তবে আমি কি? কেউ কি বল্‌তে পার—আজ তবে আমি কি? আজ আমি পিশাচ আজ আমি নিষ্ঠুর কৃতান্ত সহচর, নরকের জীব, কোথা? এস—আজ আমার সহচর হও আমাকে আলিঙ্গন কর। না—না, আমার কাছে আস্‌তে—আমার কার্য্য দেখ্‌তে তোমাদেরও, বুঝি ভয় হবে কাজ নাই—কারো এসে কাজ নাই একাই আমি সকল কার্য্য সম্পন্ন কর্‌ব অনুরাগ! দেখ—দেখ, তোমার জন্য আমি নরকের জীব

[ বেগে প্রস্থান।

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

### সিদ্ধারণ্য—জীর্ণকুটীর।

অলোক ও অলোকা

অলোকা। কৈ নাথ, কৈ—আমার অজামিল কৈ এল? এখনি আস্‌বে ব'লে সেই যে তার সাধের হরিণটিকে বাঘের মুখ থেকে বাঁচাতে গেল,—সেই অবধি কৈ, সে ত আর কুটীরে ফিরে এল না। এই আসে—এই আসে ক'রে আজ সপ্তাহ কেটে গেল, এখনও কি আর ফের্‌বার সময় হ'ল না? আর অজামিল আমার কখন আস্‌বে? আস্‌বার হলে সে কি এতক্ষণ আস্‌তো না? হায় হায় নাথ! বুঝি এ পোড়াকপাল একেবারেই পুড়েছে। বাঘের

মুখ থেকে হরিণটীকে বাঁচাতে গিয়ে, বুঝি অজামিল আমার নিজেই বাঘের মুখে পড়েছে। নইলে সে এখনও কেন আসছে না? সে ত কখন কোথাও গিয়ে এত বিলম্ব করে না। তবে তার এত বিলম্ব কেন হ'ল? কি হ'ল কি হ'ল নাথ! আমার অজামিলের কি হল? আর যে আমি ধৈর্য্য ধর্‌তে পার্‌ছি না। তোমার কথায় আজ ক'দিন মনকে প্রবোধ দিয়ে রেখেছি, আজ আর যে তোমার কথায় মন প্রবোধ মান্‌ছে না। আশায় আশায় ক'দিন বুক বেধে আছি, আজ আর ত আশায় আশায় বুক বাঁধ্‌তে পার্‌ছি না। আশা ভরসা যে একে একে সকলি ফুরাল। নিরাশার কাল-মেঘে ক্রমে যে চারিদিক্ ছেয়ে গেল! আর কি আশায় জীবন ধর্‌বো? নাথ! তোমায় বিনয় করি, তোমার করে ধরি, তোমার চরণে ধরি; দাও—দাও, আমার অজামিলকে এনে দাও। যেখানে পাও—একবার আমার অজামিলকে এনে আমার কোলে দাও নইলে এ জীবন আর আমি রাখ্‌বো না। এখনি তোমার পায়ে আত্মঘাতিনী হ'ব

গীত।

সিন্ধু-খাম্বাজ ঝাঁপতাল।

এনে দাও, এনে দাও আমার হৃদয় রতন।
সে ধন বিহনে নাথ র'বে না মম জীবন
হারাইয়ে নয়ন-তারা,
পেয়েছিনু নয়ন তারা,
সে ধনেতে হ'য়ে হারা, কি সাধে ধরিব প্রাণ
করে ধরে বিনয় ক'রে,
সাধি হে নাথ তোমারে,
একবার আমার অজামিলে দাও হে কোলে নিবেদন।

অলোক। পত্নি! অজামিলের জন্য তুমি কি একাই কাতর হয়েছ? তার অদর্শনে তোমার ন্যায় আমিও ব্যাকুল হয়েছি আন্-বার হ'লে, আমি এতক্ষণ কোন্‌কালে আমার বুকের ধন অজামিলকে বুকে ক'রে এনে তোমার কোলে দিতেম, কিন্তু কি কর্‌বো? অন্ধ—দৃষ্টিশক্তি নাই, কোথাও যাবার উপায় নাই। কাজেই কেবল রোদনই এখন আমাদের সম্বল রোদন ব্যতীত আর আমাদের অন্য উপায় নাই!

অলোকা। এঁ্যা—উপায় নাই! তবে কি আমি সত্য সত্য অজা-মিলকে হারিয়েছি? আর কি অজামিল আমার ফিরে আস্‌বে না? আর কি অজামিল আমায় মা বলে ডাক্‌বে না?

অলোক। দেবি! বোধ হয়, অজামিলকে আমাদের দগ্ধ-উদরের জন্য ফল আন্‌তে বলেছিলাম, তাই আমার উপরে তার অভিমান হয়েছে তাই সে নিষ্ঠুর হয় ত দেখা দিচ্ছে না। তুমি তাকে একবার ভাল ক'রে ডাক দেখি বোধ হয়, তুমি ডাক্‌লে, তোমার রোদন শুন্‌লে কখনই স্থির হয়ে থাক্‌তে পার্‌বে না।

অলোকা। স্বামিন্! সে যে অবধি গেছে, আমি যে সেই অবধি তাকে সর্ব্বদা ডাক্‌ছি, তার জন্য সর্ব্বদা কাঁদ্‌ছি। সে কি আমার কান্না শুনেও আস্‌ছে না? অজামিল, কৈ তুই, কোথা বাপ্। আমরা অন্ধ, তোকে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে ব'লে কি আমাদের সঙ্গে রহস্য কর্‌ছিস্? দুঃখিনীর ধন, কোথা গিয়ে তোর দুঃখিনী মাকে ভুলে গেলি? আয়—আয়, দুঃখিনীর কোলে ফিরে আয় কৈ বাপ্! কখন কোথাও গিয়ে ত এত বিলম্ব করিস্ নে—আজ তোর দুঃখিনী মাকে এত কাঁদাচ্ছিস্ কেন? আমাদের উপরে কি অভিমান করেছিস্? আয় আয় বাপ্, আর অভিমানে কাজ নাই তুই যে বড় পিতৃভক্ত! তোর পিতা যে আজ তোর অদর্শনে প্রায় একপক্ষ অনাহারে রয়েছে। তাঁর যে বড় ক্ষুধা

পেয়েছে বাপ্! তুই যে তাঁর জন্য ফল আন্‌বি বলেছিলি কৈ বাপ্! ফল দিয়ে তাঁর ক্ষুধা দূর কর না—আমার যে বড় তৃষ্ণা পেয়েছে কৈ—কোথা তুই? একটু জল এনে দে না বাপ্! কেন বাপ্! তুমি কি ফল পাওনি, তাই তোমার দেখা দিতে লজ্জা হচ্ছে? তা হ'ক বাপ্! আমাদের আর ফলে প্রয়োজন নাই। তুই আয় বাপ্—দুঃখিনীর ধন দুঃখিনীর কুটীরে ফিরে আয় কৈ বাপ্ এলিনে? অজামিল—অজামিল! আর যে তোকে ডাক্‌তে পার্‌ছিনে। ডেকে ডেকে কণ্ঠ-রোধ হ'য়ে এল কেঁদে কেঁদে বুক যে ভেসে গেল। স্বামিন্! আর কত ডাক্‌বো? অঙ্গ যে ক্রমে অবশ হয়ে এল আর যে ডাক্‌তে পার্‌ছি না, আর যে কথা কইতে পার্‌ছি না।

গীত।

কীর্ত্তনাঙ্গ

প্রাণনাথে কত ডাকিব বল আর
আমি ডেকে ডেকে হ'লাম সারা,
আর ত কথা স'রে না আমার
নীরস সরস কণ্ঠ ডেকে অজামিলে,
কেঁদে বুক ভাসাইনু নয়নের জলে,
আর ত পারি না—পারি না—
কেঁদে ডাক্‌তে তারে—আর ত পারি না—পারি না—
ডেকে দেহ হ'ল অস্থিসার।
অভাগিনীর পোড়া কপাল বুঝি বা পুড়েছে,
বিপিনে প্রবেশি' বাছা প্রমাদে পড়েছে,
তাইতো এল না—এল না—

প্রাণ হারায়েছে প্রাণের অজামিল—
আমার রোদন শুনে তাই ত এল না এল না—
সার হ'ল কেবল হাহাকার
বুঝিয়েছিনু অন্তরে, হারার হৃদয়নিধিরে,
মন সরেনি—সরেনি, তাই প্রাণের প্রাণে বিদায় দিতে—
হায় তাই ঘটিল কপালে—ভালে এই কি ছিল
সে ধন বিহনে, এ ছার জীবনে কি ফল ধারণে, দাও হে বলে—
আর ত সহে না—সহে না,
অজামিলের শোক আর সহে না—সহে না,
জীবনে জুড়াব জ্বালা আমার

অলোক। দেবি! তবে বোধ হয়, অজামিল কোন দূর বনে গিয়া পথহারা হয়ে পড়েছে তাই সে তোমার ক্রন্দন শুনতে পাচ্ছে না।

অলোক প্রাণেশ্বর! আর কেন মিছা প্রবোধ দিচ্ছ? আমি বুঝেছি, আমাদের ভাঙ্গ কপাল একেবারেই ভেঙ্গেছে অজামিল আমার কখনই আর জীবিত নাই। জীবিত থাকলে এমন ক'রে, কখনই সে চুপ্ ক'রে থাকতে পারতো না সে ত কখন আমাদের কোন কথায় রাগ কি অভিমান করেনি। আজ সে কেন এরূপ অভিমান করবে? নিশ্চয়ই সে ব্যাঘ্র-কবলিত হয়েছে—নয় অন্য কোন হিংস্রক জন্তুতে তাকে বিনাশ করেছে হায় হায় নাথ! অজামিল আমার কুটীর থেকে যেতে চাইলে, যখন আমার ডান চক্ষু নেচেছিল, ডান অঙ্গ কেঁপেছিল, তখন আমি বুঝেছিনু যে, আমাদের কপাল ভাঙ্গবে হায়—হায় নাথ, তাই ঘটলো উঃ নাথ! আমার প্রাণ কি কঠিন, আমার অজামিল ছেড়ে গেছে, আমার প্রাণ এখনও রয়েছে না—আর না, আর সহ্য

হয় না ; উঃ, অসহ্য যন্ত্রণা ! যাই আমার অজামিল যে পথে গেছে, আমিও সেই পথে যাই।

( পতন ও মূর্চ্ছা )

আলোক দে'ব, জুড়ালে ? সকল শোক, সকল যন্ত্রণা একাই জুড়ালে ? আমাকে একা সকল যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে রেখে তুমি আগে পালালে ? তা হবে না, একা যেতে পাবে না। আমিও যা'ব দাঁড়াও—দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যা'ব এ জগতে আমরা দুজনে কেবল যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে এসেছিলাম। আজ দুজনে এক সঙ্গেই যন্ত্রণা জুড়াব দাঁড়াও দাঁড়াও আকাশ ! শুনেছি, তোমার প্রকাণ্ড অঙ্গ এ হতভাগ্যের মস্তকে পড়্‌বার জন্য আজ তোমার কোলে কি একটিও বজ্র নাই ? কৃতান্ত ! তোমার কালদণ্ড এ হতভাগ্যকে স্পর্শ কর্‌তে কি ভয় পাচ্ছে ? মৃত্যু কোথা এ সময়ে—এস—এস তোমায় আলিঙ্গন করে সকল জ্বালা জুড়াই কৈ, এলে না ? আস্‌বে কেন ? আমার কাছে আস্‌বে কেন ? যে তোমায় ডাকে না, যে তোমায় চায় না, তারি কাছে তুমি আগে যাও। আমি তোমায় ডাক্‌ছি, আমার কাছে আস্‌বে কেন ? তা না হলে লোকে বলে, অনাহারে মৃত্যু হয় কৈ, আমি ত এই একপক্ষ কাল এক গণ্ডূষ জল অবধি গ্রহণ করিনে কৈ, অনাহারে আমার ত মৃত্যু হ'ল না ? বুঝেছি—মৃত্যু আমাদের মত হতভাগ্যদের জন্য নয় তা হলে যন্ত্রণা ভোগ কর্‌বে কে ? হত-ভাগিনি, কৈ, কোথা তুমি ? প্রাণপাখী কি সত্যই পুত্রশোক-জর্জ্জরিত দেহপিঞ্জর ছেড়ে গেছে ? না, এখনও বিলম্ব আছে ? অজামিল ! কোথা আছিস্‌ ? দেখে যা—তোর মার দশা একবার দেখে যা—দেখে যা, সিদ্ধারণ্যে আজ কি ভয়ানক চিত্র অঙ্কিত

## গীত।

### গারামিশ্র—ঠুংরী

কোথায় এ সময় হায় হৃদয়-রতন
দে রে দরশন
ভুলে জনক-জননী কোথা রহিলি এখন,
দেখ্ তো বিহনে জননী তোর, ভূমে অচেতন,
হয়ে পাষাণ এমন, কেন হলি রে এমন,
ওরে একবার এসে দেখা দিয়ে রাখ রে জীবন
ঘোর শোকের অনলে হায় দহিলি হৃদয়,
ওরে এই কিরে তোর মনে ছিল ঘোর নিদয়,
হ'ল এই কি পরিণাম, পিতৃভক্ত গুণধাম,
আজ পিতামাতা দুজনার বধিলি জীবন

অলোকা। ( মূর্চ্ছাভঙ্গে উন্মাদিনীর ন্যায় ) নাথ, পেয়েছি পেয়েছি, আমার অজামিলকে পেয়েছি ঐ যে আমার অজামিল, ঐ যে আমার অজামিল আমায় মা বলে ডাক্‌ছে আহা! বাছা আমার রাজা হয়েছে দেবরাজ নিজে আমার বাছাকে বনে রাজা করেছে। বাছা আমার রাজা হয়ে রাজকার্য্যে বড় ব্যস্ত রয়েছে একদণ্ডও বাছার অবসর নাই তাই আমাদের কাছে আস্‌তে পার্‌ছে না তা হোক, আমরাই বাছার কাছে যাই নাথ, ধর ধর, শীগ্‌গীর করে হাত ধর চল—চল, আমাদের অজামিলের কাছে যাই কৈ ধর্‌ছ না? তুমি বুঝি যাবে না? ছি ছি! কি নিষ্ঠুর! আচ্ছা, তুমি না যাও, আমি একাই যাচ্ছি

অলোক হতভাগিনি, কর কি—কর কি, কোথা যাও? অজামিলের শোকে সত্যই কি শেষে উন্মাদিনী হলে?

অলোকা। উন্মাদিনী হইনে নাথ! স্বপ্ন দেখেছি। অজামিল আমার জীবিত আছে অজামিল আমার রাজা হয়েছে নাথ! উন্মাদিনী হলে ভাল ছিল, এ যন্ত্রণা আর সহ্য করতে হ'ত না উঃ নাথ, অজামিলের অদর্শন আর সহ্য করতে পারিনে। বুক যে জ্বলে গেল.

অলোক চল হতভাগিনি, নদীতটে চল সেইখানে চিতানলে সকল জ্বালা জুড়াবে দীনবন্ধো, এ দীনের ভাগ্যে আর কি লিখেছ? অনাথনাথ, এ অনাথের যন্ত্রণার দিন কি কিছুতেই ফুরাবে না? নারায়ণ! আর কত কাঁদাবে, আর কত কাঁদবো! কেবল কাঁদাতেই কি তুমি আমাদের জগতে পাঠিয়েছিলে? তোমাকে ডেকে কেঁদে কেঁদেই যে আমাদের দিন গেল আর সুদিন কবে হবে দীনবন্ধো!

অলোকা কাঁদিতেই আমাদের জন্ম কেঁদে কেঁদে আর একবার মনের ব্যথা ব্যথাহারীকে জানাই, দেখি, ব্যথাহারীর বুকে ব্যথা বাজে কি না.

গীত।

জয়জয়ন্তী—আড়াঠেকা।

কোথা ওহে দীনবন্ধু দেখা দাও এ নিদানকালে
বিপদে পড়িয়ে ডাকি বিপদ্ ভঞ্জন বলে
তুমি হে অগতির গতি,
তোমার নামে যায় দুর্গতি,
আমাদের এ দুর্গতি ঘুচাবে আর কোনকালে।
কাঁদাবে আর কত কাল,
কেঁদে কেঁদে গেল কাল,
অন্তকালে কালের কাল, ফেল না কালের কবলে
রাখ রাখ কালবরণ তব চরণ-কমলে

( দূরে লক্ষ্মীসহ নারায়ণের প্রবেশ। )

নারা কমলে! ঐ দেখ, সম্মুখে ঐ দুটী পূর্ণ শোকের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি বিরাজিত

লক্ষ্মী। রাজীবলোচন, ওরাই আপনার ভক্ত অলোক অলোক ?

নারা হাঁ প্রিয়ে, ওরাই আমার ভক্ত অলোক অলোকা। ওদেরই কথা তোমায় বলেছিলাম অলোক অলোকার পুত্র অজামিল আজ দুরাচার দস্যু, ঘোর অত্যাচারে প্রবৃত্ত। তারি অদর্শনে আজ অলোক অলোকার এই শোচনীয় অবস্থা!

লক্ষ্মী। রাজীবলোচন, যাদের তুমি পরম ভক্ত বল্‌ছ, তারা অন্ধ! আর তারা তোমায় সাতজন্ম ধ'রে ডাক্‌ছে, তবু তুমি এত-দিন তাদের দেখা দাও নাই? এই বুঝি তুমি দয়াময়, আর এই বুঝি তোমার দয়াময় নামের মাহাত্ম্য ?

গীত

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা

নাহি জানি হায়, নাথ হে তোমায়
কি গুণেতে কয় সবে দয়াময়
তব সম হায়, ঘোর নিরদয়,
কে আছে কোথায় বল হে আমায়।
অকূল কাণ্ডারী, তুমি হে মুরারি,
তবে কেন ভাসে দিবা বিভাবরী,
অকূল পাথারে, আকুল অন্তরে,
ভক্ত তব হায় যে হয় ধরায়
মা মা ব'লে তুমি ডাক নাথ যারে,
ভাসাও হে তারে অকূল পাথারে,
কর সারাৎসার, হাহাকার সার,
শেষে অস্থিসার কর হে তাহায়

নারা। তার কারণ শোন প্রিয়ে. যে আমায় ভক্তি করে, অথচ আমার প্রিয় ব্রাহ্মণকে ভক্তি. করে না, আমি কদাচ তার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হই না। আমি স্বয়ং ব্রাহ্মণের পদ ধৌত ক'রে ও বক্ষে ভৃগুপদচিহ্ন ধারণ ক'রে ব্রাহ্মণের মান বাড়িয়েছি, যে মূঢ় ভ্রমে পড়ে সেই জগৎপূজ্য ব্রাহ্মণের অপমান করে, সে আমার ভক্ত হলেও আমি প্রকৃতপক্ষে তার উপরে রুষ্ট হই এই অলোক পূর্ব্বে দেবীদাস নামে পরিচিত ছিল দেবীদাস আমায় ভক্তি করলেও ব্রাহ্মণকে তাদৃশ ভক্তি করত না একদিন দেবীদাসের গৃহে এক বৃদ্ধ ব্যাধিগ্রস্ত বিকটাকার ব্রাহ্মণ আসেন। দেবীদাস অতিথিসৎকার অবশ্যকর্ত্তব্য ভেবে অতি তাচ্ছিল্যের সহিত তাঁহার সেবা করে আহারান্তে সেই ব্রাহ্মণ দেবীদাস ও তৎপত্নীকে তাঁহার প্রসাদ খেতে বলেন কিন্তু সেই বিকটাকার ব্যাধিগ্রস্ত গলিত ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট খেতে দেবীদাস ও তৎপত্নী উভয়েরই মনে দারুণ অভক্তির উদয় হয় কিন্তু পাছে প্রসাদ না খেলে ব্রাহ্মণ শাপ দেন, এই ভয়ে উভয়ে চক্ষু মুদিত ক'রে, অতি অবজ্ঞার সহিত সেই প্রসাদ ভক্ষণ করে ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে সেইরূপ চক্ষু মুদিত করে ঘৃণার সহিত প্রসাদ খেতে দেখে, ক্রোধে "সপ্তজন্ম জন্মান্ধ হও," বলে অভিসম্পাৎ করেন সেই অবধি দেবীদাস ও তৎপত্নী সপ্তজন্ম অন্ধ হয়ে রয়েছে আর সেইজন্যই তারা আমায় সপ্তজন্ম ধ'রে ডাকলেও আমি ব্রহ্মবাক্য খণ্ডন ক'রে তাদের বৈকুণ্ঠে আনতে পারি না এক্ষণে সেই দেবীদাস ও তৎপত্নী সিদ্ধারণ্যে অলোক অলোকা নামে পরিচিত। আজ তাদের সপ্তজন্ম পূর্ণ আজ তাদের সেই ব্রহ্ম-শাপ অন্ত হবে; আজ তারা সাধনোচিত ধামে স্থান পাবে। তাই আমি আজ তাদের বৈকুণ্ঠে আনতে এসেছি।

গীত।

সিন্ধু-খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

শুন অচিন্ত্যরূপিণী আমার বচন
যে চিন্তায় চিন্তামণি সদা উচাটন
কল্পতরু নাম,　　ভক্ত মনস্কাম,
পূরাইতে অবিরাম মম হে যতন
ভক্তের তরে,　　ভ্রমি চরাচরে,
সহি কত মরমের যাতনা ভীষণ,
ভক্ত প্রাণ মন,　　হৃদয়রঞ্জন,
ভক্তহৃদে অধিষ্ঠান করি অনুক্ষণ

লক্ষ্মী। নাথ, তবে আর বিলম্ব কর্‌ছো কেন? যে তোমার ভক্ত, সে আমারও ভক্ত চল, আজ আমরা উভয়ে ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করি

অলোক প্রিয়ে, অকস্মাৎ স্বর্গীয় সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত হয়ে উঠ্‌লো কেন বল দেখি

আলোকা। নাথ! শোন শোন, যেন কোথা হতে মধুর নূপুরধ্বনি কাণে আস্‌ছে

আলোক কে রে, অজামিল এলি? তুই কি সত্যই জীবিত আছিস্ বাপ্? কৈ তুই কৈ—আয় না বাপ্! পিতামাতার সঙ্গে আর রহস্য কেন? আর লুকোচুরি কেন? তাদের যে প্রাণান্ত হয় বাপ্!

লক্ষ্মী নাথ! আমি এ শোকের দৃশ্য আর দেখ্‌তে পারিনে, আপনি পারেন দেখুন, আমি অন্তরালে যাই

[ প্রস্থান।

আলোকা নাথ, ঐ শোন, শুষ্কপত্রের উপরে কার পদধ্বনি হচ্ছে নিশ্চয় আমার অজামিলই এসেছে অজামিল—অজামিল! এসেছিস্? তোর পিতার জন্য ফল এনেছিস্? আমার জন্য কি জল এনেছিস্? এত বিলম্ব হ'ল কেন? কৈ—কৈ বাপ্ তুই? আমরা যে তোকে দেখ্তে পাচ্ছি না। এতক্ষণ কোথা ছিলি বাপ্? আয়—আয়, একবার কোলে আয়। কৈ বাপ্! কথা কচ্ছিস্ না যে? বিলম্ব হয়েছে ব'লে কি আস্তে তোর লজ্জা হচ্ছে আয় বাপ আয়, আয়, আমার কোলে আয় একবার আমায় মা বলে ডাক

গীত।

আশোয়ারী—লোফা।

আয় আয় কোলে আয় হৃদয় রতন।
মা ব'লে আয় কোলে, জুড়া তাপিত জীবন।
কি কারণ বাছাধন বল হ'ল অভিমান,
সুধাইলে কস্‌নে কথা কেন রে এমন,
আয় কোলে আয়, একবার আয় দেখি বাপ,
জুড়াই জীবন
আর সইতে নারি—
তোর অদর্শন আর সইতে নারি,
তোরে বুকে ক'রে বুকের ব্যথা,
আমরা জুড়াই এখন

নারা মা মা, এই আমি এসেছি, আমায় কোলে কর।

আলোকা আয় চাঁদ আয়। (নারায়ণকে ক্রোড়ে লইয়া সবিস্ময়ে) নাথ—নাথ! এ আমি কা'কে কোলে কর্‌লেম? কে এ হতভাগিনীকে মা ব'লে ডাক্‌লে?

অলোক কৈ পত্নি! একবার আমার কোলে দাও দেখি

( ক্রোড়েধারণ )

অলোকা বাছা! কে তুই? কে তুই—হতভাগিনীকে মা ব'লে ডেকে কো'লে এলি? আমরা তোকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না বল্ বাছা, তুই কি সত্যই আমাদের অজামিল নস্?

নারা। কেন মা! অজামিল না হ'লে কি আর আমায় কোলে কর্‌বে না?

অলোকা না বাছা, তা নয় তুই যে হ'স্, আমার কোলে আয় একবার আমায় মা ব'লে ডাক্ আমার প্রাণ শীতল হ'ক্

নারা মা মা মা.

অলোক দেবি, এ ত আমাদের অজামিলের কণ্ঠস্বর নয়, বৎস: আমরা তোমায় দেখ্‌তে পাচ্ছি না। আমাদের সঙ্গে রহস্য করো না সত্য বল, কে তুমি! তুমি যদি আমাদের অজামিল না হও, তা' হ'লে তোমার নাম কি বৎস?

নারা। আমার নাম শ্রীদীনবন্ধু শর্ম্মণ

অলোক বৎস দীনবন্ধু, আমাদের অজামিলকে চেন কি?

নারা আমি সকলকেই চিনি, কিন্তু আমায় কেউ চেনে কৈ?

অলোকা বাছা! তুমি আমাদের অজামিলকে চেন? তার সঙ্গে কি দেখা হয়েছে? সেই কি তোমায় আমাদের কাছে পাঠিয়েছে? বল বাছা, সে এখন কোথায় আছে? তার কাছে আমাদিকে নিয়ে চল। আমরা তার অদর্শনে আর প্রাণ ধর্‌তে পার্‌ছিনে উঃ! বড় জ্বালা, দীনবন্ধু, বড় জ্বালা, হৃদয় পুড়ে গেল!

নারা মা! আমি তোমাদের জ্বালা জুড়াতেই এসেছি

অলোক বৎস! তোমার কথা অতি মধুর তোমার পিতার নাম কি? তোমাদের আশ্রম কোথা?

নারা আমার পিতার নাম শ্রীমধুসূদন শর্ম্মণ, পিতামহের নাম শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মণ আমাদের আশ্রম বৈকুণ্ঠনগর।

অলোক না বৎস, কৈ তোমাদের কাকেও ত চিন্‌তে পারলেম না

নারা সেকি তবে আমায় ডাক্‌ছিলে কেন ?

অলোক কৈ বৎস, আমরা ত তোমায় ডাকিনে, সে ত আমর আমাদের অজামিলকে ডাক্‌ছিলাম

নার তবে তোমরা 'দীনবন্ধু দীনবন্ধু' ব'লে এইমাত্র দুজনে কা'কে ডাক্‌ছিলে ?

অলোকা বাছা! সে আমরা ব্যথাহারী দীনবন্ধু হরিকে আমাদের মনের ব্যথা জানাচ্ছিলেম

নারা তাই ত আমি ব্যথা পেয়ে, তোমাদের ব্যথা দূর করবার জন্য বৈকুণ্ঠ হতে এসেছি।

উভয়ে অ্যাঁ অ্যাঁ, কি কি, তুমি ব্যথাহারী দীনবন্ধু হরি!

( প্রণাম ও স্তব )

স্তব।

অলোক জয় সত্য সনাতন, নিত্য নিরঞ্জন,
বিঘ্নবিনাশন বিপিনচারী

অলোকা —জয় কমলারঞ্জন, কালীয়-গঞ্জন,
বিপদ্‌ভঞ্জন মুরলীধারী

অলোক।—জয় অজর অমর, অব্যয় ওঙ্কার,
নিত্য নিবীশ্বর দরপহারী

অলোকা —জয় ত্রিগুণ ধারণ, ত্রিলোক তারণ,
নিখিল কারণ প্রলয়কারী

উভয়ে —জয় জয় হৃষীকেশ দীনদুঃখহারী

অলোকা   ঠাকুর, আমরা অন্ধ, অন্ধের সঙ্গে এতক্ষণ ছলনা করছিলে কেন?

অলোক   পত্নি পত্নি, আজ আমাদের ভাগ্যের সীমা নাই স্বয়ং ব্যথাহারী হরি আজ তোমায় মা ব'লে ডেকে কোলে উঠেছেন

অলোক   ব্যথাহারি, এতদিনে কি আমাদিগকে মনে পড়্‌লো? আমরা যে তোমায় কত ডেকেছি, কত কেঁদে আমাদের বুকের ব্যথা জানিয়েছি। কেন হরি, আমাদের কান্না কি তুমি এতদিন শুন্‌তে পাও নাই? আমাদের ব্যথা কি তুমি এতদিন বুঝ্‌তে পার নাই? লোকে তোমায় দয়াময় বলে, আমাদের প্রতি তবে এত নির্দয় হয়েছিলে কেন? এমনি ক'রেই কি আমাদিগকে এতদিন কাঁদাতে হয়? এমনি ক'রেই কি আমাদের ব্যথার উপরে ব্যথা দিতে হয়?

অলোক   জগন্নাথ, আমাদিগকে জন্মান্ধ ক'রে রেখেছ তোমার সৃষ্ট জগৎ যে কেমন, তা' আমরা কখনও দেখ্‌তে পেলেম না। হরি! আজ আমাদের বড় সাধ হচ্ছে যে, তোমার জগন্মোহন রূপ একবার দর্শন করি দীননাথ, দাও দাও, আজ একবার আমাদের চক্ষু দাও, একবার আমাদের দৃষ্টিশক্তি দাও আজ আমরা একবার তোমার বিশ্বমোহন রূপ দর্শন ক'রে আমাদের জন্ম সার্থক করি

গীত।

খাম্বাজ—একতালা

ওহে নারায়ণ,      নিত্য নিরঞ্জন
বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন
যদি দয়া করি,      দয়াময় হরি,
দিলে আসি দরশন—

তবে কৃপা করি, দীনবন্ধু হবি,
পূরাও দীনের আকিঞ্চন
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি ইচ্ছাময়,
তোমার ইচ্ছাতে সৃজন প্রলয় ;
শিখর সাগর, উষর উর্ব্বর,
অদ্ভু চিত্রকর কটাক্ষে বিধান
সর্ব্বমূলাধার, তুমি সারাৎসার,
কৃপা করি দৃষ্টি দেহ একবার
করি দরশন, বিশ্ববিমোহন,
রূপ তব হেরি জুড়াই জীবন

নারা অলোক, ব্রহ্মশাপে তোমরা সাত জন্ম এইরূপে জন্মান্ধ হ'য়ে রয়েছ। আজ তোমাদের সেই ব্রহ্মশাপ মোচন হবে, তাই আজ আমি তোমাদের দেখা দিতে এসেছি। চল, তোমরা এ জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করে বৈকুণ্ঠে ব'সে দিব্যচক্ষুতে দিবারাত্র আমায় দেখ্‌বে চল

অলোকা ঠাকুর! তুমি সর্ব্বজ্ঞ যদি দয়া ক'রে এসেছ, তবে ব'লে দাও, আমার অজামিলের কি হয়েছে আজামিলকে পেলে আমি বৈকুণ্ঠে যাবারও বাসনা করিনে।

নারা। দেবি, সে বাসনা পরিত্যাগ কর অজামিলের সহিত আর তোমাদের ইহজন্মে সাক্ষাৎ হবে না সে জীবিত আছে বটে, কিন্তু এখন সে আর সে অজামিল নাই। এখন সে কুহকিনীর কুহকজালে আবদ্ধ ব্রাহ্মণাচার বিসর্জ্জন দিয়ে, মহাপাপী দুরাচার হ'য়ে উঠেছে! স্ত্রীহত্যা, নরহত্যা, ব্যভিচার এখন তার দৈনিক কার্য্য তার সংসর্গে আর তোমাদের থাকা উচিত নয়। তার আশা পরিত্যাগ ক'রে চল—এ লৌকিক দেহ ছেড়ে দিব্যদেহে আমার সঙ্গে বৈকুণ্ঠে চল

রেণুকার প্রবেশ

গীত।

খট্‌মিশ্র—যৎ

রেণুকা অগতির গতি তুমি যদি ওহে নারায়ণ
অবলার প্রতি তবে কেন নিদয় নিরদবরং
বল কিবা অপরাধে—
ভাসালে ঘোর বিষাদে,
অকালে সকল সাধে ঘুচালে হে কি কারণ
অনাথিনী ক'রে মোরে কি সাধ হ'ল পূরণ।
সতীর পরম গতি, হারায়েছি প্রাণপতি,
তুমি হে জগৎপতি, কর গতি সুবিধান।

অনাথনাথ! আপনি জগৎপতি হয়ে আমায় পতিহারা করেছেন। আবার এঁদেরও বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাচ্ছেন অগতির গতি! বলুন, এ অনাথার গতি কি করে চল্‌লেন

নারা সাধ্বি! পতিহারা হয়েছ বলে আমাকে বৃথা দোষী কর্‌ছ কেন? এ সংসার কর্ম্মভূমি যতক্ষণ না কর্ম্মসূত্র ছিন্ন হয়, ততক্ষণ জীব কেবল আপন আপন কর্ম্মফলভোগ কর্‌বার জন্যই এখানে আসে তুমি পূর্ব্বে মহাধনশালী বণিকের কন্যা ছিলে, এজন্য সর্ব্বদাই অহঙ্কারে দরিদ্র পতির প্রেমে উপেক্ষা কর্‌তে; তাই এ জন্মে পতিপ্রেমে বঞ্চিতা হ'লে তোমার পতি জীবিত আছে বটে; কিন্তু এক্ষণে সে সুরাপায়ী, গণিকা-সক্ত দস্যুপতি তাহার সহিত এ জন্মে আর তোমার মিলন হ'বে না। তা'র আশা পরিত্যাগ ক'রে সম্প্রতি তুমি আমার নিকটে বর চাও আমি তোমায় বরদান কর্‌ব

রেণুকা। বরাভয়দায়ি, আমি অবলা বালিকা, কিছুই জানি না আমায় ব'লে দিন, আমি কি বর প্রার্থনা কর্‌বো ?

নারা। রেণুকে, তোমার যে বর বাসনা হয় প্রার্থনা কর, আমি তোমায় সেই বরই দান কর্‌বো।

রেণুকা। বাঞ্ছাকল্পতরো। তবে আমায় এই বর দিন, যেন বৈকুণ্ঠে পতির বামে ব'সে সর্ব্বদা আপনার যুগলরূপ দেখ্‌তে পাই।

নারা। তথাস্তু

রেণুকা। ঠাকুর, আপনি সত্যময় সনাতন আপনার শ্রীমুখের বাণী কখনই মিথ্যা হবে না কিন্তু আমার পতি মহাপাপী হয়েছেন, বৈকুণ্ঠে ত তাঁর অধিকার নাই আপনি যদি তাঁকে বৈকুণ্ঠে স্থান না দেন, তা' হ'লে কিরূপে আমি বৈকুণ্ঠে পতির বামে ব'সে আপনার যুগলরূপ দর্শন কর্‌বো ? তবে বলুন দয়াময়, আপনার বাক্য রক্ষা কর্‌বার জন্য আমার পতির সকল অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে অন্তে তাঁকে বৈকুণ্ঠে স্থান দেবেন ?

নারা। ধন্য ধন্য রেণুকে, তুমি যথার্থই সাধ্বী আজ তোমার পতিভক্তির পরীক্ষা হ'ল আমার বাক্য কখন অন্যথা হবে না তোমার পতি মহাপাপী হয়েছে বটে, কিন্তু মৃত্যুকালে যদি সে একবার মোক্ষময় নারায়ণ নাম উচ্চারণ করে, তা' হ'লে নিশ্চয়ই আমি তার সকল অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে বৈকুণ্ঠে স্থান দেবো

রেণুকা। জয় হরি দয়াময় !

নারা। সাধ্বি, তোমার কাল পূর্ণ হ'তে এখনো অনেক বিলম্ব আছে। ততদিন তুমি পতিপদচিন্তায় কালাতিপাত কর কাল-পূর্ণ হ'লেই আমি তোমায় বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাব। আয় অলোক, আয় অলোকা, ঐ তোদের জন্য রথ এসেছে। আয় তোরা রথে ক'রে আমার সঙ্গে বৈকুণ্ঠে আয়।

বেণুকা (আলোক অলোকার প্রতি) হতভাগিনী রেণুকা জন্মের মত আপনাদের চরণে প্রণাম করছে, আশীর্ব্বাদ করুন

অলোক এ জন্মে তোর কোন সাধ পূর্ণ হয়নি আশীর্ব্বাদ করি, যেন পরলোকে তোর সকল সাধ পূর্ণ হয়

বেণুকা। মা! আমাকে কার কাছে রেখে চললে?

অলোকা। মা বেণুকে, আর আমায় এ সময়ে অমন মধুমাখা স্বরে মা ব'লে ডাকিস্‌নে আমার মা বুলি শোনা জন্মের মত ঘুচে গেছে তোর মুখে মা বুলি শুনলে, আবার আমার অজামিলকে মনে পড়ে আমার ইহজন্মের সকল আশা অকালে ফুরিয়েছে। আর যাবার সময়ে আমাকে মা ব'লে ডেকে আমায় জড়াস্‌নে

## গীত

### সিন্ধু-খাম্বাজ　টিমেতেতালা

হায় মা মা বলে ডাকিস্‌নে গো আর আমায়
যাবার সময় মা মা ব'লে কেন ফেলিস্‌ আর মায়ায়
ঘুচেছে জন্মের মতন,　　মা বুলি করা শ্রবণ,
হায় আমার,—
ওগো মা বলা বোল যা'গো ভুলে, জন্মের মত দে বিদায়
তোর মুখে মা বুলি শুনে,
আমার অজামিলে পড়ে মনে (হায় অনুক্ষণ),
আমি ভুলেছি—
অজামিলের মা মা বুলি আমি ভুলেছি
ভাবের স্মৃতি ঘুমায়েছে আবার জাগাস্‌ কেন—
আশার বাসা ভেঙ্গেছে বিধি
আশায় ভুলাস্‌ কেন—
আমার হিয়া-মরুভূমে,　　অনেক যতনে,
বাসনা কুসুম রোপিলাম,

নিবাশা-তপনে, মুকুল শুখাল
অকালে ছিঁড়িয় ফেলিলাম,
আব ভবেব জ্বালা সইতে নাবি,
ভবেব খেলা পবিহবি হায়, তাই চলিলাম,—
ওগো ভুলেছি সে অজামিলে
পেয়ে হবি দয়াময়

অলোক পত্নি! এ জীর্ণ দেহ ত্যাগ কব্‌তে প্রস্তুত হয়েছ কি?

অলোকা নাথ! যাবার সময়ে অজামিলকে একবার কোলে কর্‌তে পেলেম না, এই বড় দুঃখ বইল

নারা অলোকা! বৈকুণ্ঠে তোমার সে সাধ পূর্ণ হবে। এখন এস, নদীতটে চিতানলে এ জীর্ণ দেহ বিসর্জ্জন ক'রে দিব্যদেহে আমাব সহিত বৈকুণ্ঠে এস

['রেণুকা ব্যতীত সকলের প্রস্থান

রেণুকার গীত

রাগিণী ভৈরবী তাল আড়াঠেকা

ঘুচালি সব বাসনা ওম শিবে শবাসনা
ভবেব বাসা ভাঙ্‌লি যদি যাওয়া-আসা ঘুচিয়ে দেনা
সতীব পবম গতি,
হাবাইয়া প্রাণপতি,
সংসাব শ্মশানে নিতি করব কত আনাগোনা
যা কিছু মা দিয়েছিলি,
সকলি তা হ'বে নিলি,
শেষে অকূলে ভাসালি কুল কুণ্ডলিনী ;—
বল মা কোথা দাঁড়াই এখন,
কেউ ত নাই মা বল্‌তে আপন,
সাব কবেছি তোব শ্রীচবণ জুড়াতে দে ত্রিনয়না

রেণুকা শ্মশান শ্মশান! সিদ্ধারণ্য আজ শ্মশান! এই শ্মশানে হতভাগিনী রেণুকা আজ একাকিনী কোথা যাব? হতভাগিনীর আশ্রয় কোথা আছে? সব শ্মশান! যেদিকে চাই, সব শ্মশান, সিদ্ধারণ্য শ্মশান—জগৎ-সংসার শ্মশান হৃদয়খানা শ্মশান দূরে চিতানল অন্তরে তুষানল, চিতানলে এঁরা দগ্ধ হলেন, তুষানলে আমি দগ্ধ হচ্ছি ন কেন? মা শ্মশানবাসিনী শঙ্করি! যাই তোর মত আমিও আজ এই সংসার শ্মশান ভ্রমণ করিগে

গীত।

ললিত-ভৈরবী—একতালা

আমায় যা দিয়েছিলি, সব কেড়ে নিলি,
ঈশানী পাষাণ-নন্দিনী
বাকি কি রাখিলি, কেবল কাঁদালি,
ভাসালি অকূলে কুলকুণ্ডলিনী
সুখসাধ মোর কিছু না পুরালি,
আশা বাসা মোর সব ভেঙ্গে দিলি,
ভবের হাটে তবে কেন মা পাঠালি,
বেসাত করিতে যদি মা দিবিনি
তোর মত মা উদাস পরাণে,
ফিরি নিশিদিন ভবের শ্মশানে,
তুফানে ফেলিয়ে নিদ্নে যেন মা,
কাড়িয়ে তোর ঐ চরণ তরণী

---

# চতুর্থ অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অজারণ্য।

( কুশী ও জনার্দ্দনের প্রবেশ )

কুশী অ বা—বা বা বাবা!

জনা কেন রে হাবা?

কুশী ব ব—ব বড় খি—খি খি খিদে পেয়েছে, বাবা!

জনা লুচি মণ্ডা খাবি এখন থাবা থাবা

কুশী আব যে চ—চ—চ চল্‌তে পারিনে বা বা—বা বাবা

জনা না চল্‌তে পার্‌লে চল্‌বে কেন, সোণার চাঁদ আমার? আয় আয়, হু হু ক'রে চ'লে আয়

কুশী বা—রা—রা রাজার বাড়ী আব কতদূর বা ব—বা বাবা?

জনা আর বেশী দূর নাই এই বনটার ওধারেই রাজবাড়ীর রাস্তা

কুশী রা রা—রা রাজা লুচি খেতে দেবে কেন বা বা-বা বাবা?

জনা। রাজার বাপের শ্রাদ্ধ, তাই দেবে।

কুশী। ত—ত—ত তবে তোর শ্রাদ্ধ করে হবে বা বা—বা বাবা?

জনা। কেন রে হাবা?

কুশী　তু—তু—তু　তুইও ত আমার বাবা　তোবও শ্রাদ্ধে লুচি খাব খুব, থা—থা—থা　থাবা　থাবা

জনা।　চুপ্ কর্ হাবা ছেলে!

কুশী　এটা কি বন, ব'　ব'　ব'　ব'ব'?

জনা　এটা অজা ডাকাতের বন,　নাম অজারণ্য

কুশী　এ বন যে আর ফু　ফু　ফু　ফুরয় না, বা　বা　বা—বাবা.　কখন লুচি খা　খ　খা　খাব বাবা?

জনা　তৎক্ষণ নয় আমাকে খা, ঔদরিক ব্যাটাচ্ছেলে.

কুশী　বড় খি　খি　খি　খিদে পেয়েছে　আর যে থা—থা　থা　থাক্তে পাবিনে বা　বা　বা　বাবা

জনা　চল্ গাছের কচি পাতা পেড়ে দিইগে, খেতে খেতে চল্।

[ উভয়ের প্রস্থান

( ছত্রমস্তকে ফলারে ব্রাহ্মণদ্বয়ের প্রবেশ। )

১ম ব্রা　আজ আমাদের খুব জোর কপাল, একেবারে একাদশে বৃহস্পতি

২য়-ব্রা　শুধু বৃহস্পতি!　শুক্র, শনি, রাহু, কেতু সব অনুকূল

১ম ব্রা　এইজন্যই বলে

"স্ত্রীণাং চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যঃ
দেবা ন জানন্তি কুতো মানবাঃ"

২য়-ব্রা　মানব ত মানব, চতুষ্পদেরও অগোচর।

১ম ব্রা　অদৃষ্টে লিখিতং ধাতা খণ্ডায কোন বেটার ছেলে রাজার পিতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ, আজ দধিকুল্যে সন্তরণ দেব, ক্ষীরকুল্যে অবগাহন কর্‌বো, আর লুচি মণ্ডার পাহাড়োপরি আরোহণ কর্‌বো

২য়-ব্রা। ভায়া , শুনেছি, অঞ্জনানন্দন লোমে লোমে পাহাড় বেঁধে এনেছিল, আমিও আমার এই উত্তরীয় বস্ত্রখানির প্রতি সূত্রে সূত্রে লুচি মণ্ডার পাহাড় বেঁধে আন্‌বো

১ম-ব্রা ব্রাহ্মণস্য ভাগ্যং সর্ব্বদাং লুচিং

উভয়ে। লুচিঞ্চ মণ্ডাঞ্চ মনোহরাঞ্চ জিবেগজাং।
খাজাঞ্চ গজাঞ্চ পেরাকিঞ্চ পাঁপড়ভাজাং
কচুরিঞ্চ জিলিপিঞ্চ পান্তুয়াঞ্চ রসগোল্লাং
নমস্তেভ্য নমস্তেভ্য নমস্তেভ্য নমো নমঃ

১ম-ব্রা যাক্ ঘণ্টেশ্বর ভায়া ! এ কোন্‌দিকে এলে পড়্‌লেম ? রাজবাড়ী যাব ত এদিকে নিয়ে এলে কেন ? এ ত একটা ভয়ানক বন নিমন্ত্রণ খেতে নিয়ে এসে কি শেষে বনবাস দিয়ে যাবে নাকি ?

২য়-ব্রা। তিলভাণ্ডেশ্বর ! সমাশ্বস্ত হও, ধৈর্য্যং ধৎস বারংবার ওরূপ পশ্চাদ্ভাগ হতে আহ্বান করো না ঠিক পথ দিয়েই মহাশয়কে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

১ম-ব্রা হাঁ, তা বুঝেছি। তুমি একেবারে ঠিক ঠিকানায় নিয়ে তুল্‌ছো বলি, এ বন ছাড়া কি আর পথ ছিল না ? কণ্টকে যে সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত হয়ে গেল .

২য়-ব্রা। আগচ্ছ, ফুং দদামি

১ম-ব্রা না, আর ফুংএ কাজ নাই তুমি ফিরে চল, অন্য পথ দিয়ে যাওয়া যাক্ রাম—রাম্! এখানটা আবার শ্মশান, চারিদিকে নরকঙ্কাল পতিত

২য় ব্রা তাই ত হে তিলভাণ্ডেশ্বর . এত নরকঙ্কাল এল কোথা থেকে বল দেখি

১ম-ব্রা রাম রাম! আর কথায় কাজ নাই গাত্রে থুথুং দিযতাম্।

২য় ব্রা নাহে, গাত্র অপবিত্র করা হবে না এস, আগুসার করে নেওয়া যাক্

গা বন্ধন, পা বন্ধন আর বন্ধন মুড়ী
ষোল শাঁখচুন্নী বন্ধন দিয়ে লোহার বেড়ী॥
ভূত মোর পুত, পেত্নী মোর ঝি.
ব্রহ্মদৈত্যি বড়কুটুম করবে সে মোর কি
ব্যাংএর চর্ব্বি কেঁচর রক্ত,
গিরগিটার ল্যাজ এ তিন শক্ত
বাম হাতে আঁস বঁটী, এগোয় কোন্ বেটাবেটী
হুতুযা হুতুযা হুতুযা, কার আজ্ঞা,
মা দশরথের বড় বেটার আজ্ঞা।
আ-ফুঃ—আ ফুঃ আ-ফুঃ

১ম-ব্রা বলি, এ শ্মশান ছাড়া আর কি পথ ছিল না দাদা?

২য়-ব্রা কি জান তিলভাণ্ডেশ্বর! শুভস্য শীঘ্রং এ পথ দিয়ে গেলে শীঘ্র রাজবাড়ীতে উপস্থিত হওয়া যাবে

১ম ব্রা তার চেয়ে যমের বাড়ী দিযে গেলে ত আরো শীঘ্র হ'ত।

২য়-ব্রা আহা হা! অত চীৎকার কর কেন? ভাল পথ পাবে কোথা? যে পথে যাবে, সেই পথেই শ্মশান অজা দস্যুর অত্যাচারে এখন সমস্ত দেশটাই যে শ্মশান হয়ে পড়েছে কেবল নর অস্থি, নর-মুণ্ড, নর শোণিত চারিদিকে ছড়াছড়ি।

১ম ব্রা বাবা, এ যে অস্থির পাহাড ব্যাটা এত মানুষ মেরেছে? ব্যাটা যে একটা আস্তো যম দেখ্‌ছি।

২য় ব্রা যমের বাবা চিত্রগুপ্ত

১ম ব্রা আচ্ছা, ঘণ্টেশ্বর, ব্যাট যদি আমাদের দেখতে পায়?

২য় ব্রা আর খানকতক অস্থি বেড়ে যাবে

১ম ব্রা অ্যাঁ, বল কি! আমার যে ধাত ছেড়ে গেল।

২য় ব্রা আহা, চুপ্ কর না! দেখ্ছো, অজারণ্য অত চীৎকার কর কেন?

১ম ব্র অ্যাঁ, অজারণ্য? ও দাদা, তবে তুমি জেনে শুনে আমায় এ আস্তো যমের বাড়ী নিয়ে এলে কেন?

২য়-ব্রা আহা হা, চ'লে এস না ওদিকে যে এতক্ষণ বামুন ব'সে গেল। বুঝি পাত দিলে। বুঝি এই লুচি পড়্লো।

( নেপথ্যে তারা রা রা—রাও )

১ম-ব্রা এই সারলে রে বাব, ও দাদা, হায় হায়, যা ভাব্লেম তাই ঘটলো গরিব ব্রাহ্মণের ছেলে নিমন্ত্রণ খেতে এসে, শেষে বুঝি ডাকাতের হাতে প্রাণটা গেল। দাদা, ভূতের আত্মসার করলে, এখন ডাকাতের আত্মসার জান ত শীঘ্র ক'রে ফেল

( নেপথ্যে—পুনবায়—তারা—রা—র —রাও )

ও বাবা! গেছি গেছি! ঘণ্টেশ্বর দাদা! আমি বুঝি আর নাই ( জড়াইয়া ধারণ ) অস্তি কস্মিংশ্চিৎ বনে ভাস্বরক নামো সিংহ, তস্য শরণমাত্রেণ ডাকাতদলং নির্ম্মূলং ভবেৎ।

২য়-ব্রা আ-হা-হা, চর্চরিয়ে চলে এস না?

১ম-ব্রা। চব্চরিয়ে চল্বো কি? বুকের ভেতর আঁতড়িগুলো যে চড়্চড়ী হয়ে গেল ইস্, চারিদিক্ থেকে যে পঙ্গপালের মত ডাকাত ছুটে আস্ছে দাদা, এতদিনের পরে বুঝি, ব্রাহ্মণী সত্যসত্যই বিধবা হ'ল

২য়-ব্রা। সেকি! আমি জীবিত থাক্তে তোমার ব্রাহ্মণী বিধবা হবে? তা কখনই হ'তে দেব না। এস, পলায়নং কবি য পলায়তি স জীবতি

১ম ব্রা মাং সঙ্গে গৃহ্যতাম্—মাং সঙ্গে গৃহ্যতাম্

[ ঘণ্টেশ্বরের কাছা ধরিয়া পলায়ন

( বেগে কতিপয় দস্যু-অনুচরের প্রবেশ )

১ম দ এই এই এইদিকে শব্দ শুন্‌তে পেয়েছি

২য়-দ কৈ কৈ কোথা গেল ?

৩য়-দ আমাদের সাড়া পেয়ে পালাল বুঝি ?

১ম দ কোথা পালাবে এই অজারণ্য থেকে কোথ পালাবে? যমের হাতে পড়্‌লে নিস্তার আছে, কিন্তু অজারণ্যে ঢুক্‌লে নিস্তার নাই

২য়-দ চল চল, ঐ দিকে ঐ দিকে

সকলে ধর্ ধর্ তারা রা বা রাও। ( হুঙ্কার )

( বেগে প্রস্থান ও প্রথম ব্রাহ্মণকে ধরিয়া পুনঃ প্রবেশ। )

৩য়-দ। হুঁ, কোথায় পালাবি? যমের কাছ থেকে এড়িয়ে যাবি ?

ব্রাহ্মণ দেহাই যম বাবাদের! তোমাদের পায়ে পড়ি, গরিব ব্রাহ্মণকে ছেড়ে দাও আমার কাছে কিছু নাই বাবা সকল!

১ম-দ বল্ বিট্‌লে. তোর সঙ্গে আর কে ছিল? নইলে কিলিয়ে তোর মাথাটা এখনি ছাতু ক'রে ফেল্‌বো

ব্রাহ্মণ ওরে বাবা! ( কম্পন )

২য়-দ বল্‌বিনে? তবে দে ব্যাটার মুখের ভেতর লাঠী গাছটা চালিয়ে দে।

ব্রাহ্মণ ওরে বাবা! ( কম্পন )

১ম-দ ফের বাবা বাবা কর্‌বি ত, থাব্‌ড়ে গাল বিগ্‌ড়ে দেব বল্, সঙ্গে কে ছিল বল্।

২য়-দ বল্

ব্রাহ্মণ। দোহাই যম বাবা, সঙ্গে আর কেউ ছিল না বাবা। ঘণ্টেশ্বর আর আমি দুজনে একলা ছিলেম বাবা. আমায় ছেড়ে দাও বাবা! কোন্ শালা আর নিমন্তন্ন খেতে যাবে বাবা!

৩য়-দ ওরে ওরে. আর এক ব্যাটা ছিল বল্‌ছে

২য় দ সে ব্যাটা তবে গেল কোথা ?

১ম দ চল—চল ধ'রে আনিগে দুব্যাটাকে একসঙ্গে ঠ্যাং ধরে গাছে আছাড় মার্‌বো

[ সকলের প্রস্থান।

কুশীর মৃতদেহস্কন্ধে অজামিলের প্রবেশ।

অজা নরহত্যায় এখন আমার আনন্দ, ব্রহ্মহত্য এখন আমার ব্রত, স্ত্রীহত্যায় আমায় উল্লাস, শিশুহত্যা আমার খেলা আমার এই লাঠীর দাপটে দেশ এখন কম্পিত কান্যকুব্জের নাম এখন অজারণ্য অজারণ্য আমার রাজ্য, আমি এই অজারণ্যের রাজা। আমার নাম শুন্‌লে ভয়ে কাক পক্ষীও আর এ বনে প্রবেশ করে না। নরশোণিতে অজারণ্যের চারিধার প্লাবিত, তরুলতা রঞ্জিত, চারিদিকে নর-অস্থির পাহাড়! তবুও নরহত্যা করে আশ মেটে না দু-এক দণ্ডও নরহত্যা কর্‌তে না পেলে হাত যেন্ কেমন কর্‌তে থাকে ইচ্ছে করে, নিজের ছেলে ক'টাকেই ঠেঙ্গিয়ে মারি

( অন্যান্য দস্যুগণের প্রবেশ। )

কি হল ?

১ম-দ দুটাকেই সাবাড় করে এসেছি

অজা এটাকে একজন নদীর ধারে ফেলে দিয়ে এস

[ কুশীর মৃতদেহ লইয়া প্রথম দস্যুর প্রস্থান

ভৈরব !

২য়-দস্যু　আবার কি ?

অজা　রতনপুর লুঠ কর্‌তে হবে　একাই পার্‌বে, না সঙ্গে যেতে হবে ?

২য়-দ　একাই পার্‌বে

অজা　যদি কেহ বাধা দেয়, তৎক্ষণাৎ সমস্ত গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে—মায়া কর্‌বে না　দয়া কর্‌বে না　যাকে সম্মুখে পাবে, তাকেই মার্‌বে—পিতার কোল থেকে পুত্রকে নিযে মার্‌বে ; স্বামীর কোল থেকে স্ত্রীকে নিয়ে কাট্‌বে ; মাব বুক থেকে শিশুকে তুলে আছ্‌ড়াবে , গর্ভবতী দেখ্‌লে উদর বিদীর্ণ কর্‌বে　যাও—যাও, আর বিলম্ব কবো না

[ দ্বিতীয় দস্যুর প্রস্থান।

৩য়-দস্যু　আমায় কি কর্‌তে হবে ?

অজা।　আমাব বস্‌বার বেদীব জন্য এক লক্ষ কুমারীব মুণ্ড চাই।　আর ক'টা হলেই তা পূর্ণ হয়　যাও, শীঘ্র তার উপায় কর

৩য়-দস্যু　অজা !　তুই ত মোদের রাজা, তুই যা বল্‌বি, আমরা তাই কর্‌ব।　তোর জন্য আমরা প্রাণ দেব—রাজা প্রাণ দেব। যাই, চেষ্টা দেখিগে।

[ প্রস্থান

অজা　নদীর ধারে আজ আমি থাকব　ভীমাক্ষকে ওধাবে পাঠাইগে　তাবা—বা রা　রাও।　( হুঙ্কার )

[ প্রস্থান।

# দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

## কান্যকুব্জ রাজসভা।

রাজ অজয়সেন ও সভাসদ্‌গণ উপবিষ্ট।

রাজা সচিব! কি আশ্চর্য্য! আমার পিতৃশ্রাদ্ধে একটিও ব্রাহ্মণ এলেন না? পত্রের দ্বারা কিরূপ নিমন্ত্রণ করেছিলে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, নিমন্ত্রণ ত রীতিমতই হয়েছিল; কিন্তু করলে কি হবে!

রাজা। সে কি. নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, তবু ব্রাহ্মণ এলেন না? এর কারণ কি?

মন্ত্রী আজ্ঞে, এর কারণ অনেক আপনি আজ কয়েক বৎসর অন্তঃপুর মধ্যেই রয়েছেন বাহিরে আসেন না, রাজকার্য্য দেখেন না, রাজ্যের কোন তত্ত্বও রাখেন না। আর আমরা আপনাকে বলবারও অবকাশও পাই না। আপনার রাজকার্য্যে অবহেলায় বড়ই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত। অজা নামে এক দুরন্ত দস্যুর দৌরাত্ম্যে রাজ্য ছারখার হবার উপক্রম হয়েছে সোণার কান্যকুব্জ এখন প্রায় অজারণ্য নামেই অভিহিত· তা ছাড়া দুর্ভিক্ষ, মহামারী করালবদন বিস্তার ক'রে রাজ্যময় বিভীষিকা প্রদান করছে স্থানে স্থানে জলকষ্ট, ঘরে ঘরে অকাল-মরণ প্রজারা প্রায় সকলেই কালগ্রাসে পতিত। অজা দস্যুর অত্যাচারে দেশ প্রপীড়িত রাজ্য অরাজক—কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণশূন্য। আর যারা আছে, অজার ভয়ে তারাও গৃহ হইতে বহির্গত হ'তে পাবে না সুতরাং নিমন্ত্রণ করলেই বা আসে কে? আপনি শীঘ্র এর প্রতিবিধান না করলে রাজ্য আর থাকে না।

গীত

হাম্বির,—কাওয়ালী

বলিব কি হে নরেশ্বর,
কান্যকুব্জ রাজ্য বুঝি হ'ল হায় ছারখার
অজামিল দস্যুপতি,
দুরন্ত দুর্ম্মতি অতি,
রাজ্যে করি অবস্থিতি,
করে নিতি অত্যাচার
প্রাণভয়ে প্রজাগণ,
করে সবে পলায়ন,
প্রজাহীন রাজ্য যেন
হয়েছে শ্মশানাগার

রাজা সে কি! আমার রাজ্যে দস্যুর অত্যাচার, দুর্ভিক্ষ মহামারীর প্রকোপ, আর আমি নিশ্চিন্তে রাজ্যভোগে উন্মত্ত হ'য়ে অন্তঃপুরে অবস্থান কর্‌ছি, এর তত্ত্ব কিছুই রাখিনে ধিক্ আমাকে! সেনাপতি! রাজার অবর্ত্তমানে মন্ত্রী ও সেনাপতিই রাজ্য রক্ষা ক'রে থাকে। তুমি রাজ্যরক্ষার কি উপায় করেছ?

সেনা মহারাজ! যে সমস্ত প্রজারা রাজ্যত্যাগ ক'রে পলায়নে তৎপর হ'য়েছিল, আমি তা'দের সকলকে ধ'রে কোন রকমে আশ্বস্ত ক'রে রেখেছি; কিন্তু আর তারা আশ্বাস মানে না অজার অত্যাচারে দেশ প্রায় প্রজাশূন্য হ'য়ে উঠ্‌ল

রাজা কে সে দুরাচার অজা, তার কি প্রাণের আশা নাই? পাপিষ্ঠের এতদূর স্পর্দ্ধা যে, অনায়াসে কান্যকুব্জাধিপতির রাজশক্তির অপমান কর্‌তে সাহসী হয়? দুর্ব্বৃত্ত কি আমার বাহুবল বিদিত নয়? তার হৃদয়ে কি রাজকোপের আশঙ্কা নাই? আমার

অধিকার মধ্যে অবস্থান ক'রে আমারই বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত ? সলিল মধ্যে বাস ক'রে কুম্ভীরের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া বাতুলের কার্য্য আমি অবিলম্বেই তার প্রগল্‌ভতার সমুচিত প্রতিফল দিব। সেনাপতে, তুমি এতদিন দুরাচারের দণ্ডবিধান কর নাই কেন ?

সেনা মহারাজ! অজা বড় সাধারণ দস্যুপতি নয়। তার নামে এই সমগ্র ধরণী বিকম্পিত তার বাহুবল অসীম, অস্ত্র চালনাও বিচিত্র এ পর্য্যন্ত কোন শিক্ষিত বীরকেশরী তাকে পরাস্ত ক'রে সজীবনে প্রত্যাবর্ত্তন করতে সক্ষম হয় নাই।

বেগে জনৈক রাজদূতের প্রবেশ।

দূত মহারাজ, সর্ব্বনাশ হয়েছে—সর্ব্বনাশ হয়েছে! অজা দস্যুর লোকে সমস্ত রতনপুর জ্বালিয়ে দিয়েছে প্রজাদের যথা-সর্ব্বস্ব লুঠে নিয়ে গেছে। গরিব প্রজাদের এক প্রাণীকেও জীবিত রাখে নাই।

বেগে দ্বিতীয় রাজদূতের প্রবেশ।

২য়-দূত। মহারাজ, আর রক্ষা নাই—আর রক্ষা নাই! কান্যকুব্জ আজ উৎসন্ন গেল দুরন্ত অজা দস্যু মাধবপুরের সকলকেই আজ মেরে ফেল্‌লে। প্রজার রক্তে মাধবপুর প্লাবিত হ'য়ে যাচ্ছে রাজপ্রহরিগণ তাদের ধর্‌বার জন্য অনেকদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু দুরাচারগণ পথিমধ্যে সকলকেই বিনষ্ট ক'রে কুসুমপুরের দিকে অগ্রসর হয়েছে হায় হায় মহারাজ, কি হ'ল—কি হ'ল! অজার অত্যাচারে সোণার রতনপুর আজ যথার্থই ছারখার হ'ল।

কুশীর মৃতদেহস্কন্ধে জনার্দ্দনের প্রবেশ।

জনা। কৈ—কোন্ দিকে ? রাজসভা কোন্ দিকে ? তোমরা কে সবাই ? এখানে দাঁড়িয়ে কি কর্‌ছ ?

মন্ত্রী  বৃদ্ধ! এই ত রাজসভা  তুমি কি চাও?

জনা  এই রাজসভা—না এ প্রেতসভা? এখানে কি হয়, বিচার না অবিচার? দুষ্টের শাস্তি না পুরস্কার? কৈ, মহারাজ কৈ? কান্যকুব্জের করগ্রাহী বিলাসী মহারাজ কৈ? মহারাজ, তুমি জীবিত, না মৃত?

মন্ত্রী। আরে আরে বাতুল ব্রাহ্মণ, কারে কি বল্‌ছ? রসনা সংযত ক'রে কথা কও।

রাজা  ক্ষান্ত হও মন্ত্রী  নিবারণ করো না, কি ব'লে শুন্‌তে দাও। ব্রাহ্মণ মিথ্যা বলেন নি  আমি জীবিত নই, মৃতই বটে

ব্রাহ্মণ  এই যে মহারাজ, তুমি জীবিত রয়েছ  দেখ্‌তে পাচ্ছ  তবে কি তোমার প্রজাহত্যা তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ? না—অন্ধ হয়ে ব'সে আছ? কাতর প্রজার করুণ চীৎকারধ্বনি শুন্‌তে পাচ্ছ, না বধির হ'য়ে আছ? শুনেছি, রাজাই প্রজার মা বাপ। কৈ মহারাজ! এত প্রজানাশে তোমার হৃদয় কি একটুও ব্যথিত হয় নি? তুমি না দেশের শান্তি রক্ষক? তবে তুমি থাক্‌তে তোমার রাজ্যে এত অশান্তি কেন বিরাজ কর্‌ছে? তুমি না দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন কর্ত্তা? তবে তোমার রাজ্যে দস্যুর এত অত্যাচার কেন হচ্ছে? মহারাজ, না আর তোমায় মহারাজ বলে সম্বোধন কর্‌তে ইচ্ছা হয় না  একটা দস্যুর অত্যাচার নিবারণ ক'রে প্রজার প্রাণরক্ষা কর্‌বার ক্ষমতা যদি না থাকে, তা হ'লে কান্যকুব্জের রাজদণ্ড কলঙ্কিত কর্‌বার জন্য রাজসিংহাসনে কেন বসেছ? নেমে এস। রাজমুকুট কেন পরেছ? শোভার জন্য? ফেলে দাও  ও কি, অসি? কেন? কোমল বাহুতে ব্যথা হবে যে, যাও—অন্তঃপুরে যাও  রাজসভায় কেন? কাষ্ঠ-পুত্তলিসম রাজসভায় শোভা বৃদ্ধি ক'রে কি হবে? যাও, অন্তঃপুরে

রমণী অঞ্চল ধ'রে অবস্থান করগে। ছি ছি! রাজা থাক্‌তে রাজ্য অরাজক নিরীহ প্রজার শোণিতে দেশ প্লাবিত। রাজ্যময় দুর্ভিক্ষ অকাল মরণ! এ সব কার পাপ? রাজ্যে নিত্য লক্ষ লক্ষ ব্রহ্ম হত্যা, স্ত্রী হত্যা, শিশু-হত্যার পাপের ভাগ কে বহন কর্‌বে? (কুশীর মৃতদেহ নামাইয়া) এই দেখ মহারাজ! এই দেখ, আমার একমাত্র বুকের ধন কুশীকে নিয়ে তোমারই বাড়ীতে তোমার পিতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে আস্‌ছিলেম। এই দেখ, পথিমধ্যে দস্যুতে সেই দুরাচার অজা দস্যুতে বাছার কি দুর্গতি করেছে (সরোদনে) আর আমার পুত্র নাই মহারাজ, তোমার পাপ-রাজ্যে বাস ক'রে এই দেখ, আমি জন্মের মত পুত্রহারা হয়েছি উঃ! বুক ফেটে যায় মহারাজ—বুক ফেটে যায়! আহা! বড় ক্ষিদে পেয়েছিল ব'লে, বাছা তাড়াতাড়ি তোমার বাড়ী আস্‌ছিল আর বাছা আমার কিছু খাবে না আর বাছা আমার জীবিত নাই আর কুশী আমায় পিতা ব'লে ডাক্‌বে না

রাজা সম্বর রোদন দ্বিজবর!
নাহি ভেদ' হৃদি মম আর
আমি পুত্র তব,
পিতা মম তুমি আজি হ'তে

ব্রাহ্মণ তবে পিতৃ আদেশ পালন কর

রাজা আজ্ঞা কর দাসে,
কি আদেশ করিব পালন?

ব্রাহ্মণ আর কিছু না, কেবল পুত্রহন্তা অজা দস্যুর পাপমুণ্ড দেখ্‌তে চাই যে পাষণ্ড আমার প্রাণের কুশীর এ দুর্গতি করেছে, তার এইরূপ দুর্গতি দেখ্‌তে চাই পার্‌বে মহারাজ? না পার ত রাজমুকুট আর ধারণ করো না

রাজা  শিরোধার্য্য আদেশ তোমার।

ব্রাহ্মণ  যাই রাজা, তবে এখন এ পাপরাজ্য পরিত্যাগ ক'রে অন্যত্রে যাই। যদি কখন শুন্‌তে পাই যে, পুত্রহন্তা অজাকে সংহার কর্‌তে পেরেছ, তখন আবার ফিরে আস্‌বো আয় হতভাগ্য আয়, তোকে বুকে ক'রে দেশে দেশে ভ্রমণ করিগে

[ কুশীর মৃতদেহস্কন্ধে প্রস্থান।

রাজা  এতক্ষণে মোহনিদ্রা ছুটিল আমার,
স্থকোমল স্থখ-শয্যায়
আছিনু শায়িত ;
সহসা হেরিনু জাগি—
ঔদাস্য পবনে—
বিপ্লবের বহ্নিচ্ছটা ছোটে চারিভিতে
মূঢ় আমি !
রাজভোগে হইয়ে উন্মত্ত—
আত্মহারা—রাজতত্ত্ব কিছু না রাখিনু
হেলায় করিয়ে ছিন্ন কর্ত্তব্য আপন,
প্রমদার প্রেম ফাঁদে স্বেচ্ছায় পড়িনু ;
মজাইনু রাজ্যখান মজানু প্রজায়,
হায় হায়! কান্যকুব্জ ভাসানু রুধিরে।
মহারঙ্গে রাজ্যময় অশান্তি-রাক্ষসী
নৃত্য করে রাজগর্ব্ব সদর্পে দলিয়া
বেড়িয়া কঙ্কালগিরি শোণিত-প্রবাহ,
উচ্চরোলে তোলে মোর তাণ্ডব কীরতি
ওই—ওই !
বিপ্রবাণী বজ্রধ্বনিসম

প্রতিধ্বনি করে কানে বিমান ভেদিয়া,
"নহি রাজা—কুলাঙ্গার—
মজাইতে কান্যকুব্জ জনম আমার "
আর নাহি বাঁচিতে বাসনা,
হেন হেয় প্রাণে
কি সুখে বাঁচিতে সাধ করি এ শ্মশানে
পালিব যতনে
বিপ্র-আজ্ঞা পিতৃ আজ্ঞা সম,
দস্যুর শোণিতে ধৌত করি এ কালিমা—
নতুবা এ হেয় প্রাণ
ডালি দিব দস্যুকরে
ঔদাস্যের প্রায়শ্চিত্ত করিব এখনি।

[ উন্মত্তভাবে প্রস্থান।

---

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অজারণ্য।

তূর্য্যনাদ করিতে করিতে অজা ও
দস্যুগণের প্রবেশ।

অজা। ভৈরব, ভৈরব! আজ বুঝি আর আমাদের নিস্তার নাই

১ম-দস্যু। কেন রাজা! কি হয়েছে? এত আকুল হচ্ছিস্ কেন? আজ বুঝি মানুষ মার্‌তে ভয় পেয়েছিস্?

অজা ভয়. ভয় কি ভৈরব ? ভয় কা'কে বলে, তা ত এ পর্য্যন্ত জানিনে এ হৃদয়ে ভয় থাক্‌লে কি এ কার্য্যে ব্রতী হ'তে পারি ? ভয় নয় ভৈরব. শুনেছি, রাজা আজ সসৈন্যে আমাকে ধর্‌তে আস্‌ছে. সম্মুখে আজ আমার লাঠীর বল-পরীক্ষার সময় উপস্থিত

১ম দস্যু এর জন্যই তুই এত ভ ব্‌ছিস্ ? তুই আমাদের হুকুম দে না, রাজার মাথাটা নিয়ে ভাটা খেলাই

অজা ভৈরব. খুব সাবধান হও, রাজসৈন্য সশস্ত্র আমাদের ভরসার মধ্যে এই একমাত্র লাঠী আজ যেন আমাদের লাঠীর কলঙ্ক না হয়. আজ যেন আমরা রাজরক্তে এই লাঠী রঞ্জিত কর্‌তে পারি এই হাতে অনেক মানুষ মেরেছি, ভৈরব, কিন্তু আজ যদি এই কটাকে মার্‌তে পারি, তা হ'লেই আমার লাঠী ধরা সার্থক তা হ'লে অজা আজ যথার্থই এই অজারণ্যের রাজা মরণের ভয় করো না ভৈরব, প্রাণের আশা পরিত্যাগ ক'রে প্রস্তুত হও

১ম-দস্যু এখন কি কর্‌তে হবে বল

অজা এখনি তুরী ফুঁকে সকলকে খবর দাও প্রস্তুত হ'তে বল বনের উত্তরে পাহাড়—দক্ষিণে নদী এ দুদিক্ দিয়ে শত্রু সহজে পালাতে পার্‌বে না। দলের সমস্ত লোককে তিন ভাগ ক'রে ফেল একভাগ নিয়ে তুমি পূর্ব্বদিকে থাক, আর একভাগ নিয়ে আমি পশ্চিমে থাকি দুইদিক্ থেকে একেবারে শত্রু আক্রমণ কর্‌ব আর এক ভাগকে পাহাড়ের উপরে লুকিয়ে থাক্‌তে বল। যদি কোন দলকে পরাস্ত হতে দেখে, তখনি এসে যেন সাহায্য কর্‌তে পারে যাও—নিমিষ মধ্যে সমস্ত ঠিক করে ফেল, যেন বিলম্ব না হয়।

১ম-দস্যু রাজা, আয় তবে, যাবার সময়ে সকলে একবার মাকে ডেকে যাই

দস্যুগণ — গীত।

রাগিণী সিন্ধু—তাল খেমটা।

উর হর রসে আজ ঘোর রণে।
একবার মাভৈঃ মাভৈঃ (ওমা) বল্ বদনে
মোরা খ্যাপা ছেলে, পূজি ও রাঙ্গা পা,
দে অভয় মোদের তুই অভয় মা,
থৈ থৈ থৈ তাথৈ তাথৈ নাচ মা রণে,
মোরা নাচি সনে

সকলে তারা র রা রাও (হুঙ্কার)

[তূর্য্যধ্বনি করিতে করিতে প্রস্থান।

---

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বত সমীপস্থ নদীতট।

রাজসৈন্য ও দস্যুগণের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ ও প্রস্থান।

যুদ্ধ করিতে করিতে রাজা ও অজার প্রবেশ।

রাজা পাষণ্ড, ধন্য বীরত্ব তোর! জঘন্য দস্যুবৃত্তিতে এ বীরত্ব নিয়োজিত না হ'লে জগতে তুই একজন বীর ব'লে পরিচিত হ'তে পার্‌তিস্ আমার ইচ্ছা নয় যে, তোকে পৃথিবী হ'তে এত শীঘ্র অন্তর্হিত করি ইচ্ছে কর্‌লে এই দণ্ডেই তোকে প্রাণভিক্ষা দিতে পারি; কিন্তু তুই যখন দস্যুবৃত্তি অবলম্বন ক'রে আমার রাজশক্তির মস্তকে পদাঘাত করেছিস্, তখন আর তোর নিস্তার নাই। এতদিন অকারণে অসংখ্য ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা ক'রে যত পাপ

অর্জ্জন করেছিস্, আজ তোকে তার পূর্ণ প্রতিফল প্রদান কর্‌ব যুদ্ধ যুদ্ধ—যুদ্ধ কর্

অজা আত্মশ্লাঘা প্রকাশ ক'রে রাজকণ্ঠ নীরস কর্‌বার প্রয়োজন নাই দস্যুপতি অজাকে এত হীনবল ভেবো না। আমি তোমার নিকটে আমার প্রাণভিক্ষা কর্‌তে আসিনে, তোমার প্রাণসংহার কর্‌তে এসেছি

রাজা। আরে দুর্বৃত্ত, কয়েকটা হীনবল প্রাণীর প্রাণসংহার ক'রে মনে করেছিস্ যে, তোর তুল্য বীর আর জগতে নাই? আমি আতপ-তণ্ডুল্ ভোজী দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ বা কোমলাঙ্গ শিশু নই এখনি তোর ঐ মাংসপিণ্ড দেহখান খণ্ড খণ্ড ক'রে মাংসাশীর আনন্দ-বর্দ্ধন কর্‌ব তোর উষ্ণ শোণিতে তীব্র প্রজাশোকানল নিবারণ কর্‌বো।

অজা মহারাজ, এ আর কেউ নয়, দস্যুপতি অজা এখনি রাজদেহ থেকে ঐ সুন্দর রাজমুণ্ডটা ছিন্ন ক'রে পুত্রগণকে কন্দুক্রীড়া কর্‌তে দেবো।

রাজা আরে আরে নীচ দস্যু, আত্মরক্ষা কর্

অজা আমি দস্যু, আর আপনি?

রাজা। আমি দস্যুর দণ্ডদাতা আজ তোর দস্যুবৃত্তির সমুচিত দণ্ডবিধান কর্‌ব

অজা যদি দস্যুই দস্যুর দণ্ডদাতা হয়, তা হ'লে আমিও আজ তোমার দস্যুবৃত্তির দণ্ডবিধান কর্‌ব

রাজা। কি, আমি দস্যু?

অজা তা নয় ত কি! যে পাষণ্ড কেবল আত্মসুখের জন্য প্রজার শোণিত স্বরূপ কর শোষণ ক'রে নিশ্চিন্তে কালহরণ করে, ভুলেও একবার প্রজাদের প্রাণরক্ষার উপায় ক'রে না, সে দস্যু নয়

ত কি- মহাদস্যু। তবে তোমায় আমায় প্রভেদ কি? তোমায় লোকে রাজা বলে, আমাকেও ত আমার অনুচরেরা রাজা বলে। তোমার সহায় অসি, আমার সহায় এই লাঠী আমি অর্থলোভে কয়েকটা প্রজার প্রাণবধ করি, তুমি রাজ্যলোভে অসংখ্য প্রাণীর প্রাণবধ কর আমি দু-চারজন পথিকের সর্ব্বনাশ করি, তুমি কত কত ভূপতির সর্ব্বনাশ কর। আমি দু-চারজন অনুচর নিয়ে কয়েক খানা গৃহস্থের গৃহ নষ্ট করি, তুমি অসংখ্য সৈন্য নিয়ে কত কত সমৃদ্ধিশালী রাজ্য নষ্ট কর তবে বল দেখি—আমি যদি দস্যু হই, তা হ'লে তুমি কি সাধু? আমি যদি নীচ দস্যু হই, তা হ'লে তুমি মহাদস্যু। আজ দস্যুতে দস্যুতে দেখ, লৌহে লৌহে সংঘর্ষণ, অনলে অশনি সম্মিলন এখন বল, কে কার দণ্ডবিধান কর্‌বে?

রাজা। (স্বগত) উপযুক্ত তিরস্কার। বুঝ্‌লেম, এ জগতে রাজাই দস্যু—দস্যুই রাজা (প্রকাশ্যে) দস্যুতে দস্যুতে দেখা, আজ দুই দস্যুর এক দস্যু অবশ্যই যাবে। দে ভাই দস্যু, জন্মের শোধ আলিঙ্গন দে। আর আমি তোকে ঘৃণা কর্‌ব না।

(অজামিলকে আলিঙ্গন)

[পরে উভয়ের যুদ্ধ ও মুকুট ফেলিয়া রাজার পলায়ন।

অজা। কোথায় পালাও ভীরু কান্যকুব্জরাজ! দস্যুপতি অজার বাহুবল পরীক্ষা কর্‌বে না? যাও ভীরু, হেয় প্রাণ নিয়ে পলায়ন কর। তোমার মত ভীরুর রক্তে এ লাঠী কলঙ্কিত কর্‌তে চাই না। হা হা—হা! (হাস্য) এই যে রাজমুকুট. এ মুকুট কি ও ভীরুর মস্তকে শোভা পায়? এ মুকুট আমি পর্‌ব (মুকুট মস্তকে ধারণ-পূর্ব্বক) যাই, আমার অনুচরগণকে এ মুকুট দেখাইগে। তারা রা—রা—রাও (হুঙ্কার)

[প্রস্থান।

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

অজাবাস

অনুরাগ ও পুত্রগণ

১ম পুত্র। মা, দেখ না, নারাণ আমাকে মার্‌লে

২য়-পুত্র ওরে! ও সবার ছোট কিনা, তাই ওর অত আদর ওকে বাবাও কিছু বলে ন, মাও কিছু বলে না

৩য়-পুত্র। হ্যাঁ মা, আজ আমাদের সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কচ্ছিস্ নে কেন? অমন ক'রে খালি কি ভাব্‌ছিস্?

১ম-পুত্র তোর কি হয়েছে মা, বল্ না আর কি আমাদের সঙ্গে কথ কইবিনি? আমরা কি করেছি মা?

অনু (স্বগত) দেবরাজ, এখনও কি তোমার মনের সাধ পূর্ণ হয় নাই, আরও কত বিলম্ব আছে? অনেকদিন যে আমি স্বর্গ ছেড়ে রয়েছি আর যে থাক্‌তে পারি না দস্যুসহবাসে থেকে একে একে আমার দশ পুত্র হ'ল। আর কতকাল আমায় এ মায়ায় জড়িয়ে রাখ্‌বে? সুরনাথ, আর যে আমি মর্ত্তের ক্লেশ সহ্য কর্‌তে পারিনে। কবে এ অধিনীকে তোমার মনে পড়্‌বে? কবে আমি স্বর্গে আমার সঙ্গিনীদের সঙ্গে মিলিত হ'ব?

গীত

কালেংড়া ঠেকা

কোথা ওহে দেবরাজ কর দুর্গতি মোচন<br>
অধিনীরে চিরতরে হইলে কি বিস্মরণ<br>
হ'য়ে তব সহচরী,<br>
হয়েছি দস্যুর নারী,<br>
স্বর্গসুখ পরিহরি রহিব আর কতদিন

দারুণ মর্ত্তের ক্লেশ,
সহে না আর দেবেশ,
কৃপা করি কর ত্বরা ঘোর দুঃখ নিবারণ,—
পূরাতে তোমার আশ,
করি হে মরতে বাস,
ত্বরিতে আমার আশ কর দেবেশ পূরণ

নারদের প্রবেশ।

নারদ। আর বিলম্ব নাই মেনকে, দেবরাজের অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে আমারো পূর্ণ হ'বার আর অধিক বিলম্ব নাই। তুমি আমাদের জন্য অনেক ক্লেশ সহ্য করেছ। আর তোমাকে মর্ত্তের ক্লেশ সহ্য কর্‌তে হ'বে না। এইবার তুমি দস্যু-সহবাস পরিত্যাগ ক'রে স্বর্গে গমন কর।

অনু দেবর্ষে এতদিনে কি অধিনীকে মনে প'ড়েছে ?

নারদ মেনকে, আর বিলম্ব করো না এখনি দস্যুপতি এসে পড়্‌বে। তার সঙ্গে দেখা হ'লে, তাকে ত্যাগ ক'রে যাওয়া তোমার কঠিন হবে। এস, শীঘ্র পালিয়ে এস আমি তোমায় যোগিনী মন্ত্র প্রদান কর্‌ছি তুমি এই মন্ত্র-প্রভাবে দস্যুপতির অলক্ষ্যে শীঘ্র স্বর্গে গমন কর্‌বে এস

[ উভয়ের দ্রুতপদে প্রস্থান।

৩য়-পুত্র মা—মা, কোথা যাস্ ?

২য়-পুত্র মা—মা, তুই দাঁড়া না একবার আমাদের পানে ফিরে চা না। একবার আমাদের সঙ্গে দুটো কথা ক'না।

১ম পুত্র। ভাই! একি হল! মা কোথা চ'লে গেল ?

অন্যদিক দিয়া অজার প্রবেশ

অজা অনুরাগ—অনুরাগ! কৈ আমার অনুরাগ কৈ ?

২য় পুত্র বাবা বাবা, ঈশ্, এত রক্ত মেখেছিস্ কেন? আজ বুঝি, তুই অনেক মানুষ মেরেছিস্?

অজা আরে কৈ অনুরাগ কৈ? অনুরাগ কোথা গেল? তোদের জননী কোথা গেল, বল্

৩য় পুত্র বাবা, তুই আমাদের মার কথা জিজ্ঞেস কর্‌ছিস্? মা নাই, মা আমাদের কখনে চ'লে গেল কে একটা চিতে বাঘের মত লোক এসে মাকে চুপি চুপি কি বল্‌লে, আর মা অমনি তার সঙ্গে কখনে চলে গেল আমরা 'মা মা' ব'লে কত ডাক্‌লেম, কত কাঁদ্‌লেম; মা, ফিরেও চাইলে না আমাদের সঙ্গে একটি কথাও কইলে না।

অজা আঁ্যা সে কি, কি বল্‌ছিস্? অনুরাগ নাই? আমার অনুরাগ চ'লে গেছে! কৈ—কোথায়—কোন্‌দিকে? অনুরাগ—অনুরাগ, আজ কি তুমি আমার সঙ্গে তামাসা কর্‌বার জন্য লুকোচুরি খেল্‌ছ? কোথা আছ, দেখা দাও আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে—নিকটে থাক ত শীঘ্র দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ।

১ম-পুত্র বাবা—বাব, তুইও আমাদের মার জন্য কাঁদ্‌ছিস্? কাঁদ্ বাবা আমরা অনেক কেঁদেছি, আমাদের কান্নায় আসেনি তুই কাঁদ্, যদি তোর কান্না শুনে আসে

অজা কৈ অনুরাগ, এলে না? দেখা দিলে না? আজ এত নির্দ্দয় হ'লে কেন? তবে কি সত্যই তুমি নাই? সত্যই কি তবে তুমি এতদিনে আমাকে ছেড়ে গেছ? আমি কি অপরাধ করেছি, অনুরাগ? আমায় ভুলে গেলে একবারে ভুলে গেলে? না ব'লে এমন ক'রে ফাঁকি দিয়ে পালালে? তোমার মনে কি একটুও দয়া নাই আমি তোমার জন্য কি না করেছি অনুরাগ! ব্রাহ্মণ হ'য়ে দস্যু হয়েছি। এই হাতে নিত্য নিত্য অসংখ্য নরহত্যা কর্‌ছি—কেবল

যে তোমার জন্য। তোমার মনে এই ছিল অনুরাগ ? আমায় কাঁদালে—আমায় ছেড়ে গেলে ?

২য় পুত্র বাবা! তুই অমন কর্‌ছিস্ কেন ? আমাদের খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দেনা বাবা

অজা। দূর হ' তোরা আমার সাম্‌নে থেকে দূর হ'ক্ এ রাজমুকুট অনুরাগ অনুরাগ দাঁড়াও দাঁড়াও, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও

[ উন্মত্তভাবে বেগে প্রস্থান।

৩য় পুত্র ভাই, একি হ'ল। বাবা কি মার জন্য পাগল হ'ল নাকি ?

১ম-পুত্র ভাই! আমাদের মা ও ছেড়ে গেল, আবার বাবাও ছেড়ে গেল

২য়-পুত্র ওরে যখন দুঃসময় হয়, তখন এই রকমই হয় চল, দেখিগে যদি বাবাকে ধরে আন্‌তে পারি

৩য় পুত্র। ওরে ভাই! ওঁর সাম্‌নে এখন এগুবে কে ? যে ক'রে ছুটেছে, কথা কইতে সাহস হ'ল না, লাঠী দেখেছিস্ ত ? ভয় হ'ল, বুঝি আমাদেরই মাথায় দু ঘা বসিয়ে দেয়।

১ পুত্র। তবে চল, ঐ গাছতলায় ব'সে ব'সে কাঁদিগে

[ সকলের প্রস্থান

# পঞ্চম অঙ্ক

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উপত্যকা।

( গায়িতে গায়িতে পিতৃহীন পুরঞ্জনের প্রবেশ। )

গীত।

টোড়ি—একতালা

দয়াল ঠাকুর তুমি বড় হরি।
তবে কেন নিদয় হয়ে দেখ দীনের চোখে বারি
দিনেক দুদিন তরে, পাঠায়েছ এ সংসারে,
বাঁধিয়াছ মায়াডোরে, ছিন্ন হবে দু'দিন পরে,
তখন কথায় কথায় কোথায় যাব ; উধাও হয়ে দেশান্তরে,
তুমি ভাঙ্গ গড়, হাসাও কাঁদাও কখন যে কি বুঝ্‌তে নারি

( গিরিগুহা হইতে ভৈরব, ভীমাক্ষের উত্থান ও পুরঞ্জনকে বন্ধন করিয়া আকর্ষণ। )

পুর। ওরে কে তোরা ? আমায় কোথায় নিয়ে যাস্‌ ?

ভৈরব। যমালয়।

পুর সেখানে একদিন সকলকেই যেতে হবে তুই, আমি, সংসারের যত জীব আছে, আজ হতে শত বৎসরের মধ্যে তার একটিও ত এখানে থাক্‌বে না ; তবে তার জন্য তোমাদের এত যত্ন কেন ?

ভৈরব আমাদের খুসি

ভীমাক্ষ হাঁ, খুসিই আয়, সুস্সুড়িয়ে চলে আয়

পুর। আমার কাছে ত কিছুই নাই আমাকে মেরে তোদের কি লাভ হবে? আচ্ছা, বল্ দেখি, নিত্য তোরা এরূপে জীবহত্যা করিস কি জন্য?

ভৈরব তোকে ব'লে লাভ?

ভীমাক্ষ উদরের জন্য, বুঝ্‌লি .

পুর কি, উদরের জন্য . বনসুলভ সামান্য শাকের দ্বারাও যে উদর পূর্ণ হয়, শ্রেষ্ঠ নরজন্ম লাভ ক'রে সেই দগ্ধ উদরের জন্য নরহত্যা করিস্? যে হরি অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকা হ'তে প্রকাণ্ড জীবেরও আহার-দাতা, যে হরি জলে স্থলে ব্যোমে নিত্য সকল জীবের আহার যোগাচ্ছেন, সে দয়াল হরি কি তোদের দগ্ধ উদরের জন্য আহার যোগান না? হরির সৃজিত সংসারে হরির সৃজিত জীব হ'তে তোরা কি বিভিন্ন?

ভৈরব হরি কে?

পুর। হরি পাপীত্রাতা হরি মুক্তিদাতা। আজ হ'ক কাল হ'ক, আমার মত এই রকম ক'রে তোদেরও একদিন এক ভীষণ দস্যুর হাতে পড়্‌তে হবে আমি বরং তোদের হাত থেকে পালালেও পালাতে পারি, কিন্তু সে দস্যুর হাতে পড়্‌লে কারো আর নিস্তার নাই বল্ দেখি, তোরা সে দস্যুর হাত হ'তে পরিত্রাণের কি উপায় করেছিস্?

ভৈরব কে সে দস্যু?

পুর ধর্ম্মরাজ যম

উভয়ে। কে রে তুই শিশু, আমাদের জ্ঞানচক্ষু খুলে দিলি! আমরা মহাপাপী . দে ভাই, বলে দে—সে দস্যুর হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় বলে দে

পুর তোরা যে এইমাত্র জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলি, "হরি কে"

সেই হরিই সেই ভীষণ দস্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ কর্‌বার কর্ত্তা একবার ভক্তিভবে বল্ "হরিবোল"

উভয়ে। হরিবোল হরিবোল হরিবোল.

ভৈবব। বালক. আজ হ'তে তুমি আমাদের গুরু আর আমরা নরহত্যা কর্‌বো না আমরা দস্যুবৃত্তি পবিত্যাগ কর্‌লেম তুমি যা বল্‌বে, আমরা তাই কর্‌বো

( অজার প্রবেশ )

রাজা! এই লাঠী নে, আমাদের বিদায় দে আর আমরা দস্যুবৃত্তি কর্‌বো না

অজা কেন ভৈরব, কেন ভীমাক্ষ আমি কি করেছি? তোমরা যে আমার দক্ষিণহস্ত আমায অনুরাগ ছেড়ে গেছে, আবার তোমরাও আমায ছেড়ে চল্‌লে

ভৈরব আর আমরা দস্যু নই, রাজা আমাদের জ্ঞানচক্ষু খুলেছে এই বালক আমাদের গুরু—গুরু যা বলে শোন, আমাদের বিদায় দে।

ভীমাক্ষ দে রাজা আলিঙ্গন দে, বিদায় হই

[ অজামিলকে আলিঙ্গন করিয়া উভয়েব প্রস্থান

অজা। কে তুমি বালক?

পুর। দীন পিতৃহীন ব্রাহ্মণ কুমার

অজা কি চাও?

পুর ভিক্ষা

অজা উন্মাদ শিশু, কে তোকে আমার নিকটে আস্‌তে বল্‌লে?

পুর আমি আপনিই এসেছি

অজা ইচ্ছা ক'রে কালফণীব গর্ত্তে প্রবেশ কেন? পূর্ব্বে

হ'লে, হয় ত তোর ঐ সুকোমল দেহ এতক্ষণ শিলাতলে চূর্ণ কর্‌তেম যা বালক যা, এই বেলা এ স্থান হ'তে পালা এখানে দয়া নাই আমি দস্যু দস্যুতে কি ভিক্ষা দেয় ? কেড়ে নেয়—প্রাণে মেরে কেড়ে নেয়. আমি নর নই, নরচর্ম্মাবৃত রাক্ষস যা বালক, যা।

পুর তবে এসেছি কেন ?

অজা কেন এসেছ ?

পুর কেন! তুমি আমার পিতৃহন্তা। সপ্তাহ পূর্ব্বে তুমি আমার পিতাকে হত্যা করেছ আমি এখন অসহায়, পিতৃদায়গ্রস্ত আমার এখন কোন সম্বল নাই যে, পিতৃদায় হ'তে উদ্ধার হই; তাই তোমার কাছে এসেছি তুমি যদি আমায় ভিক্ষা না দাও, তা হ'লে কে দেবে ? তুমি অসৎ উপায়ে অজস্র অর্থ উপায় করেছ, আজ সৎপথে কিছু ব্যয় কর পিতৃদায় হ'তে উদ্ধার হ'বার জন্য হয় আমাকে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দাও, নতুবা আমার পিতাকে হত্যা করেছ, আমাকেও হত্যা কর।

অজা পিতা! পিতা.. পিতৃদায়গ্রস্ত. পিতা. হাঁ হাঁ, আমারও ত পিতা ছিল ওঃ. এতদিনে যেন আমার মোহনিদ্রা ভেঙ্গে গেল তার সঙ্গে সঙ্গে আমার পূর্ব্বস্মৃতিও জেগে উঠ্‌ল এখন যেন একে একে আমার সব মনে পড়্‌ছে। আমি ত অজা দস্যু নই, আমি যে অজামিল হাঁ হাঁ মনে হয়েছে; আমি যে উপবাসী অন্ধ পিতা-মাতাকে কুটীরে ফেলে এসেছিলাম ওঃ! সে যে অনেক দিন হ'ল এতদিন কি তাঁরা অনাহারে জীবিত আছেন ? শিশু! তুমি আমার জ্ঞানদাতা আমার সঙ্গে এস, তোমাকে আমার সমস্ত ভাণ্ডার দেখিয়ে দিই তোমার যা প্রয়োজন, ল'য়ে যাবে পিতা—পিতা—

[ বেগে প্রস্থান পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুরঞ্জনের প্রস্থান।

( অজার পুনঃ প্রবেশ )

কৈ—সিদ্ধারণ্যে ত তাঁদের দেখ্‌তে পেলেম না তাঁদের সে জীর্ণকুটীরের কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত আর সেখানে নাই। হায়, তবে হয় ত অনাহারেই তাঁরা আমার জন্য প্রাণত্যাগ করেছেন ওঃ, আমি কি নরাধম আমি কি করেছি, কুহকিনী অনুরাগের ছলনায় ভুলে' আমি কি সর্ব্বনাশ করেছি অনুরাগ কে? কুহকিনী অনুরাগ কে? আগে তাকে চিন্‌তে পারিনি, এখন বেশ চিন্‌তে পেরেছি। সেই কুহকিনী অনুরাগই আমার যত অনিষ্টের মূল। হায়! হায়, কেন তা'র পাপ প্রলোভনে ভুলেছিলাম? কেন তা'র মায়াফাঁদে সাধ ক'রে পা দিয়েছিলেম! তা'র কুহকে ভুলে' আমি পিতৃমাতৃহত্যা পাপে লিপ্ত হয়েছি হায়! অনাহারী পিতামাতা আমায় কতই ডেকেছেন, কতই কেঁদেছেন, শেষে নিরাশায় হয় ত সেই স্থানেই অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ করেছেন। আমি কুহকিনীর ছলনায় অনায়াসে সব ভুলেছিলেম ধিক্ আমাকে, শত ধিক্ আমাকে!

গীত।

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

মায়াছলে ভুলে হায় ছিলাম এতকাল রে
মম সম নরাধম, ধরা না ধরে কখন,
কত কুকার্য্য সাধন করিলাম হায় রে
কোথা অন্ধ পিতা মাতা, কোথা সতী পতিব্রতা,
পড়ে মায়াবিনী ছলে, রয়েছি সকল ভুলে,
বুঝি সবে এতকালে ত্যজেছ জীবন রে
হায় কি হবে আমার, না দেখি মম নিস্তার,
ত্যজি ব্রাহ্মণাচার, করি সদা অনাচার,
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই বিচার, আমি দুরাচার রে

আব আমার মোহনিদ্রা নাই, আমার স্বপ্ন ছুটে গেছে, আমার মোহধাঁধা ঘুচে জ্ঞানচক্ষু খুলে' গেছে অনুরাগ কালভুজঙ্গী, তার চিকন্ আকার দেখে আমি মূঢের মত তাকে বক্ষে ধারণ ক'বে স্নিগ্ধ হ'তে গেছ্লেম, তাই এখন তার তীব্র বিষে নিরন্তর জর্জ্জরিত হচ্ছি তার ছলনায় আমি অনেক দুষ্কার্য্য কবেছি ; ব্রাহ্মণ হ'য়ে অপেয় পান, অখাদ্য ভোজন প্রভৃতি অসংখ্য অনাচাব করেছি এই হস্তে নিত্য কত শত ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা কবেছি আমার কি হবে ! আমি মহাপাপী ! আমি যে বিস্তর পাপ করেছি আমাব পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ? ( চমকিত ভাবে ) ওকি—ওকি ! আমার সম্মুখে ওকি . নরক ! ও কে . নরকের দূতগণ আমার জন্য নবকের দ্বারোদ্ঘাটন ক'বে অপেক্ষা করছে . ওই যে ওই যে, আমায় ধর্‌বার জন্য সকলে হস্ত প্রসারিত ক'রে আমার দিকে অগ্রসর হচ্ছে ওঃ . কি বিকট মূর্ত্তি . ধর্‌লে—ধর্‌লে পালাই এ স্থান হ'তে পালাই ( চক্রাকারে ভ্রমণ ) অ্যাঁ, এদিকে—এ আবার কে মহিষবাহন, ভীমদণ্ডধর, ভয়ঙ্কর, নীলাম্বর পুরুষ বারংবার তাণ্ডব ভ্রূকুটী কর্‌ছে ? চিনেছি চিনেছি, তপনাত্মজ ! এস না—ছুঁও না—ধরো না ; মিনতি করি, আমায় ক্ষমা কর অ্যাঁ তবুও আস্‌বে ? কে আছ, ভৈরব ভীমাক্ষ ! ধব্‌লে—ধর্‌লে, আমায় রক্ষা কর (ইতস্ততঃ ধাবন) অ্যাঁ একি . কোথা আমি ! এ যে শ্মশান ! ওকি ওকি ! আমায় দেখে কারা ও, অমন ক'রে ভ্রূকুটী প্রকাশ কর্‌ছে ? ব্রহ্মহত্যা ! আমায় দেখে কারা ও, ওরূপ বিকট হাস্য কর্‌ছে ? স্ত্রীহত্যা . দূর হও, আমার সম্মুখ থেকে দূর হও অ্যাঁ অ্যাঁ তবুও যে সেই ভ্রূকুটী, সেই অট্ট অট্ট হাসি ! আর দেখ্‌তে পারি না, চক্ষু মুদ্রিত করি ! ( তথাকরণ ও শিহরিয়া ) আবার সেই নরকের দূত ! সম্মুখে পশ্চাতে ঊর্দ্ধে অধেঃ পার্শ্বে অন্তরে, যেদিকে চক্ষু

ফিরাই, সেইদিকেই নিরন্তর অনন্ত নরক! সেইদিকেই ভয়ঙ্কর নরকের দূত! ওই ওই, পাশ হস্তে আবার আমায় ধর্‌তে আস্‌ছে। ওহো! কি বিভীষিকা, কোথা যাই, কোথা যাই? পথ নাই, চারিদিকে বিষ্ঠাকুণ্ড! ডুবে মলেম—ডুবে মলেম! ও আবার কি, অগ্নি অগ্নি, চতুর্দ্দিকে নরকাগ্নি জ্বল্‌ছে, উহুহু, কি উত্তাপ, সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ ক'রে ফেল্‌লে! মলেম—মলেম—পুড়ে মলেম নরকাগ্নিতে পুড়ে মলেম, (পতন) ওঃ, যাই, বড় যন্ত্রণা, প্রাণ যায় নারায়ণ, উঃ! বড় পিপাসা! দে বাপ্, এ মহাপাপীকে একটু জল দে, আর কথা কইতে পাচ্ছিনে, জল নারায়ণ নারা—য়ণ—না—রা—য়—ণ (মৃত্যু)

অগ্রে যমদূত ও পশ্চাৎ বিষ্ণুদূতের প্রবেশ

বি-দূত কে তুমি, কোথা যাও?

য-দূত প্রভুর আদেশ পালন কর্‌তে

বি দূত কে প্রভু?

য-দূত সংযমনী-পুরাধিপতি ধর্ম্মরাজ যম, আমি যমকিঙ্কর, প্রভুর আদেশে মহাপাপী অজামিলকে নরকে নিয়ে যেতে এসেছি

বি-দূত ক্ষান্ত হও—ও দেহ স্পর্শ করো না।

য-দূত কি জন্য? কে তুমি? তোমার কথায় প্রভুর আজ্ঞা পালন না ক'রে ফিরে যাব?

বি দূত আরে মূঢ, আমি যে হই, ফিরে গিয়ে তোর প্রভুকে বল, সুধু পাপীর দেহে তাঁর অধিকার—এ দেহে নয়

য-দূত তবে এ দেহে তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার এর তুল্য পাপী আর জগতে কে আছে? এ যদি নরকে না যায়, তবে নরক কার জন্য?

বি-দূত মূর্খ, হরিনাম মোক্ষ প্রদান কর্‌তে পারে, তা কি

শুনিস্ নে? জগতে ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, পিতৃহত্যা, গুর্ব্বাণীগমন প্রভৃতি যত প্রকার মহাপাপ আছে, একমাত্র হরি-নামোচ্চারণই যে তার উৎকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত. অজামিল মহাপাপী সত্য, কিন্তু মৃত্যুকালে এর রসনা হ'তে যখন মোক্ষময় নারায়ণ নাম উচ্চারিত হয়েছে, তখন এর কোটীজন্মকৃত পাপেরও ক্ষয় হয়েছে, সুতরাং এ দেহে তোর প্রভুর অধিকার নাই

গীত

রামকেলী সুর্ফাঁকতাল

বৃথা এ আকিঞ্চন, করিছ বল কি কারণ,
অজামিলে লইতে না পাবে
আমি হে বিষ্ণু-কিঙ্কর, বলি তোমা বারম্বার,
যাও ফিরিয়ে সত্বর নহে মান যাবে
সর্ব্ব দুরিত ভয়, হরি নামে করে ক্ষয়,
হরিনাম মোক্ষময় কে না জানে ভবে
এ দেহেতে অধিকার, নাহি প্রভুর তোমার
হরিনামে মহাপাপী বৈকুণ্ঠেতে যাবে

বি-দূত আমি বিষ্ণুর দূত, বিষ্ণুর আদেশে একে বিষ্ণুলোকে নিয়ে যেতে এসেছি

য-দূত ধর্ম্মরাজের আদেশে আমি একে যমলোকে নিয়ে যাব, সাধ্য থাকে নিবারণ কর

বি-দূত। অগ্রে বিষ্ণুদূতের বিষ্ণুতেজঃ সহ্য কর্, তার পর নিয়ে যাবি।

[ উভয়ের যুদ্ধ ও পরাস্ত হইয়া যমদূতের পলায়ন, পশ্চাৎ বিষ্ণুদূতের অনুসরণ।

# দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

## যম সভা।

যম, চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি যথাস্থানে আসীন।

চিত্র ধর্ম্মরাজ, উপায় কি বলুন আর ত পেরে ওঠা যায় না দিন দিন পাপীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে কার্য্যও এত বৃদ্ধি হয়েছে যে, কারো তিলার্দ্ধ অবকাশ পাওয়া ভার আমি ত নিঃশ্বাস ফেল্‌বার অবকাশ পাইনে। অবিশ্রান্ত চতুর্দ্দিক্ হ'তে পাপীর আগমন চৌরাশী নরক প্রায় পূর্ণ হ যে এসেছে আর কিছুদিন এরূপে চল্‌লে ক্রমে এখানে নূতন পাপীদের স্থান সঙ্কুলান ভার হ'যে উঠ্‌বে

এক কুলটাকে লইয়া যমদূতের প্রবেশ

য-দূত ধর্ম্মরাজ, এই দুঃশীলা কামুকী পরপ্রেমে আসক্তা হয়ে, নিজহস্তে স্বীয় পতিপুত্র হত্যা ক'রে, চিরকাল উপপতি ল'য়ে কালহরণ করেছে আর লোকলজ্জাভয়ে বারংবার ভ্রূণহত্যা করেছে এর উচিত দণ্ড আদেশ করুন

যম এই পাপীয়সীকে উত্তপ্ত লৌহমূর্ত্তির সহিত আলিঙ্গন করিয়ে, ভীষণ কুম্ভীপাক নরকে নিক্ষেপ কর

যম-দূত আয় গস্তানী, ঠঠ্‌ঠরিয়ে আয়, তোর মস্তানী ভেঙ্গে দি

[ কুলটাকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

জনৈক ধর্ম্মত্যাগী যুবককে লইয়া অপর এক দূতের প্রবেশ

যম। এ কে ?

চিত্র ধর্ম্মরাজ! এই দুরাত্মা হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে,

হিন্দুধর্ম্মে অবিশ্বাস করতঃ ব্রাহ্মদলে মিলিত হ'য়েছিল পরে অর্থলোভে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে খ্রীষ্টিয়ান হয় তারপর এক যুবতী যবনকন্যার রূপে মুগ্ধ হ'যে খ্রীষ্টধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে মুসলমান হয়। দুরাচার বারংবার এইরূপে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ক'রে কালযাপন করেছে, এর কি শাস্তি বিধান করুন

যম তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা এই স্বধর্ম্মত্যাগী অবিশ্বাসী ভণ্ড দুরাত্মার চক্ষুর্দ্বয় পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ ক'রে যন্ত্রণা প্রদান কর অনন্তর অন্ধতামিস্র নরক মধ্যে চিরকাল নিমজ্জিত ক'রে রাখ

যমদূত যে আজ্ঞে আয় পাষণ্ড! তোর দাড়ী নেড়ে ভণ্ডামী করা বার করে দি।

[ যুবককে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

এক ব্রাহ্মণকে লইয়া যমদূতের প্রবেশ

চিত্র ধর্ম্মরাজ, এই দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণ চিরকাল কেবল মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য, বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে কাল কাটিয়েছে কখন পিতামাতাকে আহার দেয় নাই বিনাদোষে সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ ক'রে শূদ্রাণী-গমন ও সুরাপান করেছে ভুলেও কখন কোন ধর্ম্মাচরণ করেনি একে কোন্ নরকে দেওয়া কর্ত্তব্য ?

যম দুর্বৃত্তকে অনন্তকালের জন্য অসীপত্র নরকে নিক্ষেপ কর।

[ ব্রাহ্মণকে লইয়া দূতের প্রস্থান

উঃ! আর পারিনে উপর্য্যুপরি পাপীর দণ্ডবিধান করতে করতে নিতান্ত ক্লান্ত হ'যে পড়েছি তিলার্দ্ধও আর অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করবার সময় পাইনে। হাঁ, অজামিলকে নিয়ে আসবার জন্য উপযুক্ত কিঙ্কর প্রেরণ করেছ ত ?

চিত্র হাঁ ধর্ম্মরাজ!

যম ওঃ, দুরাত্মার নাম স্মরণ করতেও ভয় হয়, পাপিষ্ঠের জন্য আমি অজা নরক নামে এক স্বতন্ত্র নরক নির্ম্মাণ করবার আদেশ করেছি।

বিষণ্ণমনে দূতের প্রবেশ

কৈ, অজামিলকে কে নিয়ে আসছে ? একি ! বিষণ্ণভাবে এলে কি জন্য ?

দূত ধর্ম্মরাজ ! বলতে ভয় হয় আমরা আপনার আদেশ-মত অজামিলকে আনতে গিয়েছিলেম, কিন্তু পথিমধ্যে কোথা হ'তে এক তেজঃপুঞ্জকলেবর বিষ্ণুদূত এসে আমাদিগকে পরাস্ত ক'রে অজামিলকে বিষ্ণুলোকে ল'য়ে যাচ্ছে।

যম কি কি, অজামিলকে বিষ্ণুলোকে ল'য়ে যাচ্ছে ! শুধু পুণ্যবানের দেহে বিষ্ণুর অধিকার, পাপীর দেহে নয় কে না জানে, অজামিল মহাপাপী তার দেহে বিষ্ণু বা বিষ্ণুদূতের কি অধিকার ? বুঝেছি, চক্রধারী অবিচারে মহাপাপী অজামিলকে বৈকুণ্ঠে ল'য়ে আমায় আধিপত্যহারা করতে চান, কিন্তু তা' কখনই হতে দিব না কিঙ্করগণ, অগ্রসর হও, আজ হয় যমশূন্য, না হয় বিষ্ণুশূন্য সংসার হবে।

[ বেগে প্রস্থান

# তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বত পার্শ্ব

যুদ্ধ করিতে করিতে বিষ্ণু ও যমের প্রবেশ

বিষ্ণু আরে আরে মূঢ়মতি যম,
এত স্পর্দ্ধা হইয়াছে তব কতদিন ?
পাপীর উপরে তব সুধু অধিকার,
পুণ্যবানে নিতে সাধ
কি বিচারে আজি ?
ধর্ম্মরাজ ! ধর্ম্মরাজ তুমি,
এই বুঝি তার সুবিচার ?

যম। পাপীর উপরে মম আছে অধিকার,
পাপীরে লইতে তাই চাই অধিকারে,
পুণ্যবানে নিতে নাহি করি আকিঞ্চন
নারায়ণ !
কি কারণ তাহে তুমি বাধা দেহ মোরে ?
অবিচারী চক্রধারী তুমি হে মুরারী ;
মহাপাপী অজামিলে ল'য়ে বিষ্ণুলোকে,
অবিচারে চাহ মোর ক্ষমতা হরিতে.

বিষ্ণু আরে আরে জ্ঞানহারা দিনকরাত্মজ !
মহাপাপী কেবা ?
অজামিল মহাপাপী !
কে বলিল তোমা ?

পুণ্যবান্ নাহি হেরি তাহার সমান,
বৈকুণ্ঠেতে স্থান তার করেছি নির্ণয়

যম　কি　কি
কি কহিলে সত্যময় মোরে,
পুণ্যবান্ অজামিল তোমার বিচারে ?
বৈকুণ্ঠেতে স্থান তার করেছ নির্ণয় ?
সত্যময় সনাতন কে বলে তোমায় ?
মিথ্যাবাদী তুমি অতি ওহে চক্রপাণি,
তব বাণী আর আমি না চাহি শুনিতে
হয় হোক্ ব্রহ্মাণ্ড বিলয় আজি রণে,
মহাপাপী অজামিলে ত্যজিয়া তথাপি,
নিজ আধিপত্যহারা নাহি হ'ব কভু

বিষ্ণু।　কি　কি !
কি বলিলে তপন তনয় ?
হয় হ'ক্ ব্রহ্মাণ্ড বিলয় আজি রণে,
তবু নাহি অজামিলে ত্যজিব কখন ?
ভাল—ভাল,
হ'ক্ তবে ব্রহ্মাণ্ড বিলয়,
কিম্বা হ'ক্
যমশূন্য ত্রিসংসার তবে,
তবু নাহি অজামিলে ত্যজিব কখন

যম　হ'ক্, নহে বিষ্ণুশূন্য ত্রিসংসার হবে,
তবু নাহি অজামিলে ত্যজিব কখন

বিষ্ণু　খরশান স্থদর্শনে ছেদি তবে তোরে,
স্থজিব নূতন যম করিলাম পণ

উভয়েব যুদ্ধ ও বেগে মহাদেবেব প্রবেশ

মহা। সম্বর সম্বর রোষ ওহে হৃষীকেশ!
মোহবশে কার সনে যুঝিছ পরেশ?
এত ভ্রান্তি কেন আজি তোমাতে উদয?
কটাক্ষে করিতে পার সৃষ্টিস্থিতিলয
ভেবে দেখ, কোন্ তুচ্ছ তপন তনয,
তা'ব সনে তব রণ সম্ভব কি হয়?
আপনি দিয়াছ তুমি তারে পাপী ভার,
অবোধ ভাবিয়া রোষ কর পরিহার

(যমের প্রতি) আরে মূর্খ এত ভ্রান্তি কেন? মূঢ়ের ন্যায় কা'র সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছে? অজামিলকে পাপী মনে করেছ? আর অজামিল পাপী নয় মৃত্যুকালে তার রসনা হ'তে মোক্ষময় নারায়ণ নাম উচ্চারিত হওয়ায, তার সকল পাপ বিদূরিত হয়েছে। এক্ষণে সে নিষ্পাপ, বৈকুণ্ঠের অধিকারী তার দেহে আর তোমার কোন অধিকার নাই তার জন্য ক্রোধান্ধ হ'যে, জগৎপতির সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হ'য়ে অতি অন্যায় কার্য্য করেছ এক্ষণে মোহ ত্যাগ ক'রে শীঘ্র শ্রীহরির চরণে ক্ষমা ভিক্ষা কর

স্তব

যম (জানু পাতিয়া) –

না বুঝে করেছি দোষ, পরিহর ভীমরোষ
কিঙ্করে করুণা কর ওহে পীতাম্বর
অধম অবোধ আমি, তব তত্ত্ব নাহি জানি,
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষম দামোদর
তুমি আদি তুমি অন্ত, হর মোর মোহধ্বান্ত,
রমাকান্ত! তুমি হে সর্ব্বমূলাধার

দারুণ মোহের বশে, মজেছিনু মহারোষে,
ক্ষম দোষ, ক্ষম রোষ ওহে সারাৎসার

বিষ্ণু ধর্ম্মরাজ! উঠ, এতে তোমার কোন দোষ নাই, এ সমস্তই আমার লীলাশক্তির বিকাশ মাত্র

মহা। ধন্য লীলা লীলাময়! তোমার এ অনন্ত লীলার অনন্ত তত্ত্ব বড়ই বিচিত্র নইলে পিতৃবৎসল পুণ্যাত্মা অজামিলকে মহাপাপী দস্যুপতি ক'রে, আবার তাকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবার জন্য বৈকুণ্ঠ ত্যাগ ক'রে আজ শমনের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবে কেন, নারায়ণ?

বিষ্ণু। না ভোলানাথ. অজামিলকে ত আমি মহাপাপী করিনে অজামিলকে মহাপাপে লিপ্ত কর্‌বার কারণ দেবরাজ ইন্দ্র তারি প্রলোভনে পিতৃবৎসল অজামিল এরূপ দুর্দ্দান্ত দস্যুপতি হ'য়েছিল

মহা কি, দেবরাজ ইন্দ্র. তার প্রলোভনে অজামিল মহাপাপী?

ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র হাঁ প্রভু, দেবরাজ ইন্দ্র, তার প্রলোভনে অজামিল মহাপাপী তাতে যদি অপরাধ হয়ে থাকে, তা হ'লে সে অপরাধের ভাগী দেবর্ষি নারদ সেই আমায় কৌশলে অজামিলকে মহাপাপে লিপ্ত কর্‌বার উপদেশ দেয় তারি কথায় আমি পিতৃভক্ত অজামিলকে মহাপাপী করেছি

মহা কি কি! দেবর্ষি নারদ? তার এই কাজ, সে নিজে একজন হরিভক্ত হ'য়ে জীবকে মহাপাপে লিপ্ত হ'বার উপদেশ দেয়!

নারদের প্রবেশ

নারদ। হে প্রভো, দেখ্‌লেম দীননাথ! তার এই কাজ? দর্পহারি! তুমি একদিন ব'লেছিলে যে, অতি ঘোর পাপী হ'য়ে একবার মাত্র হরিনাম করলেই, তার সকল পাপ মোচন ক'রে তাকে বৈকুণ্ঠে স্থান দাও। মোহবশতঃ সে কথায় আমার প্রত্যয় হয়নি, তাই আমি মূঢ়ের ন্যায় অজামিলে মহাপাপে লিপ্ত ক'রে দর্পভরে সে বাক্যের পরীক্ষা করতে গেছলেম। এখন আমার মোহ ঘুচেছে, দর্প ঘুচেছে। বুঝ্‌লেম দয়াময়! তোমার নাম করবার কালাকাল নাই, স্থান অস্থান নাই, হাস্যে কৌতুকে বা পুত্রাদির নামাদি ছলে, যে ছলে হ'ক, তোমার নাম করলেই তার সকল কলুষ মোচন হয়। ধন্য হরি! ধন্য তোমার নামের মাহাত্ম্য! মহাপাপী অজামিল মৃত্যুকালে পুত্রকে একবার নারায়ণ ব'লে ডেকেছিল ব'লে, বৈকুণ্ঠ-বিহারী বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ ক'রে আজ শমনের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত! জগতবাসি! তোরা সকলে একবার হরিনামের মহিমা দেখ, আর কে কোথা পাপী আছিস্, একবার ভক্তিভরে বল "হরিবোল"।

মহা। ধন্য ধন্য নারদ! তুমিই যথার্থ হরিভক্ত। বুঝ্‌লেম, তোমার তুল্য হরিভক্তিপরায়ণ সংসারে দুর্লভ। আয় ভক্ত, তোকে কোল দি, আর তোর সঙ্গে একবার ভক্তিভরে বলি "হরিবোল"।

বিষ্ণু। দেবগণ! আর হেথায় অপেক্ষা করবার অবকাশ নাই। ঐ দেখ, বিষ্ণুদূতগণ অজামিলকে দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়ে বৈকুণ্ঠে ল'য়ে আসছে। এদিকে সাধ্বী রেণুকারও কালপূর্ণ হ'য়ে এসেছে। আমি তাকে বৈকুণ্ঠে আনবার জন্য উপযুক্ত কিঙ্করগণকে আদেশ করিগে। তোমরা সকলে আমার পশ্চাতে এস।

[ সকলের প্রস্থান।

# ক্রোড়াঙ্ক।

## বৈকুণ্ঠ।

মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণের যুগলমূর্ত্তি, একপার্শ্বে
অলোক ও অলোকা এবং অপর পার্শ্বে
অজামিল ও রেণুকা, চারিধারে
দেবগণ ও দেববালাগণ
দণ্ডায়মান।

দেববালাগণ —

গীত

ভৈরবী—পোস্তা

হরিনামের মহিমা হের সবে নয়নে।
নামে পাপী পায় অন্তে শান্তিময়ের চরণে
পাপী তাপী কোন ছলে,
বারেক নাম উচ্চারিলে,
দয়াল হরি সকল ভুলে,
অমনি তায় করেন কোলে,
ভয় কি আছে শমনে—তার ভয় কি আছে শমনে

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।

—:*:—